চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 40 Tuesday, 9 January, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা ❋ ২৩ পৌষ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাতে আর বেশি দিন সময় নেই। ন'দিন বাদেই অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টের সময় উদ্বোধন হবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৪ এর। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পণের দাবিতে এক গৃহবধূকে ঘরবন্দি করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই গৃহবধূ মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

৮ জানুয়ারি জন্মদিন দক্ষিণী তারকা যশের। প্রিয় অভিনেতার জন্মদিন উদযাপনের জন্য ফ্লেক্স ইনস্টল করতে গিয়ে সোমবার বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ৩ জনের। ...বিস্তারিত পাতা ৬

নতুন বছরে শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে ভারতের প্রথম টি-২০ অ্যাসাইনমেন্ট। তাতে বিশ্বের এক নম্বর টি-২০ ব্যাটার সূর্যকুমার যাদবের সার্ভিস পাবে না। ...বিস্তারিত পাতা ৮

# 'আমাকে গালাগালি দিতেই পারেন, কিন্তু বাংলাকে বদনাম করবেন না'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** আজ, সোমবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এখান থেকেই এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কারণ সন্দেশখালি কাণ্ডে শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে ইডির অফিসাররা মারধর খান। আর তারপরই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বাংলায় আইনশৃঙ্খলা নেই বলে সরব হন। আজ যেন তাঁদেরই নাম না করে জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তদন্তকারীদের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও মন্তব্য করেননি। এদিকে সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা তো রয়েছেই। অমিত শাহকে চিঠি লেখেন বিজেপির সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারী। এনআইএ তদন্তের দাবি করেন তাঁরা। আর দুই ব্যক্তির তীব্র সমালোচনা কানে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। কারণ এই দু'জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। একজন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয়জন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেদিন এজলাসে বসেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''বাংলায় যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা পড়েছে তা নিয়ে কেন কোনও কথা বলছেন না রাজ্যপাল?'' আবার আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ''বাংলায় আদৌ আইনশৃঙ্খলা রয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?'' অন্যদিকে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর টেলিফোনে কথা হয় বিষয়টি নিয়ে। সেখানে রাজ্যপালও সাংবাদিকদের বলেছেন, সংবিধান তার নিজের পথে চলবে। যদি সরকার কোনও পদক্ষেপ না করে। অর্থা রাষ্ট্রপতি শাসনের জুজু দেখিয়েছেন। এদিন ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমাকে কেউ গালাগালি করতেই পারেন। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলার বদনাম করলে আমার খুব গায়ে লাগে। বাংলাকে বদনাম করবেন না। অনেকে বলছেন, বাংলায় নাকি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নেই। তাই যদি হবে তাহলে শ্রীরামপুর থানা কেন দেশের সেরা তিনটি থানার মধ্যে একটি হল? কেন কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টেই বলা হচ্ছে, কলকাতা সবচেয়ে নিরাপদ শহর?'' এইসব নানা প্রশ্ন তুলে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই ব্যক্তিকেই বার্তা দিলেন। আর সন্দেশখালির নাম না করেও যেন সবটা বলে দিলেন। এটাকেই এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনেকে বলেছেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বাড়িতে যাচ্ছে ইডি-সিবিআই। সংবাদমাধ্যমকে আগাম খবর দিয়ে সেখানে গিয়ে প্ররোচনা দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বদনাম করার জন্যই এটা করা হচ্ছে। এবার জবাব দিলেন মমতাও।

## 'কুণালের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, মানুষটা খারাপ না'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলা উঠেছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। এখনও বেশ কয়েকটি মামলার শুনানি চলছে। বিভিন্ন সময়ে এজলাসে বসে বা এজলাসের বাইরে একাধিক বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিচারপতি। অন্যদিকে, শাসক দলের একাধিক নেতা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এবার এজলাসে বসেই শাসক দল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রশংসা করলেন বিচারপতি। কুণাল ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করলেন। সোমবার একটি মামলা চলাকালীন কুণাল ঘোষ সম্পর্কে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''কুণাল ঘোষের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। একদিন আমার চেম্বারে এসেছিলেন, আমি তো বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'' সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ''মানুষটা খারাপ না। আমি একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন। ভদ্র মানুষ, ভাল ব্যবহার করেন। আমিই বা কেন খারাপ ব্যবহার করব!'' বিচারপতি জানিয়েছেন, মাঝে-মধ্যে কুণাল ঘোষ তাঁর খোঁজখবরও নেন। কুণাল ঘোষের সাহিত্যচর্চার কথাও এদিন উল্লেখ করেছেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ''ওঁর একটি উপন্যাস আমাকে পাঠিয়েছেন। বেশ ভাল লিখেছেন। লেখার হাত খুব ভাল।'' তবে কুণাল ঘোষ যে বিভিন্ন সময় তাঁকে নিশানা করেছেন, সে কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আমাকে টুল নিয়ে বাইরে বসতে বলেছেন।'' মন্তব্য বিচারপতির। সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ''সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে।'' আক্রান্ত ইডি অফিসারদের দেখতেও গিয়েছিলেন তিনি। বিচারপতির মন্তব্যের পর কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, ''চেয়ার ছেড়ে রাজনীতিতে আসুন।'' বন্ধুত্বের কথা কার্যত স্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বিচারপতির মন্তব্য শুনে তিনি বলেন, ''উনি খুব ভুল বলেননি।'' তিনি উল্লেখ করেন, এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিচারপতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সেই সময় তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন বিচারপতি। এরপর একবার হাইকোর্টে গিয়ে বিচারপতির ঘরে বসে আড্ডা দিয়েছিলেন তিনি। কুণাল বলেন, ''আমার আড্ডা মারতে ভালই লেগেছিল। তবে উনি যদি আমার দল ও নেত্রীকে আক্রমণ করেন, তাহলে পাল্টা সমালোচনা করাটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।''

## শাহজাহানকে খুঁজতে নবান্নের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন সন্দেশখালিতেই বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শেখ শাহজাহান। অভিযানের দিন ইডি দাবি করেছিল, সন্দেশখালিতেই ছিলেন তিনি। অথচ, তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদিকে, আবার তাঁকে গ্রেফতার না করতে পারার দায় পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। প্রশ্ন উঠছে, এরপর কী? শাহজাহান কি নাগালের বাইরে চলে যাবেন? সূত্রের খবর, শাহজাহান দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কাও রয়েছে ইডি-র। তার জন্য ইতিমধ্যেই সতর্কও করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জানা গিয়েছে, ইডি ইতিমধ্যেই এই ঘটনার রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে। অন্যদিকে, সিআরপিএফ-এর মাধ্যমে গোটা ঘটনার রিপোর্ট পৌঁছেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে। আবার ইডি ও সিআরপিএফ যৌথভাবে রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে। রাজ্যপালের কাছ থেকে রিপোর্ট যাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। সূত্রের খবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে দ্রুত শাহজাহানকে পাকড়াও করার জন্য সচিব পর্যায়ে চাপ তৈরি হচ্ছে নবান্নের ওপর।

## সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা, কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত ডিজিপি'র

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের ওপর গ্রামবাসীদের একাংশের হামলার ঘটনায় তিনদিন পর সোমবার মুখ খুললেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ডিজি বলেন, ''যাঁরা আইন ভেঙেছে, পুলিশের তদন্তের কাজে বাধা দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'' গত শুক্রবার সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডি অফিসাররা। মাথা ফেটেছিল ৩জন ইডি আধিকারিকদের। হামলাকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। রীতিমতো দৌড় করানো হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের। ওই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। সোমবার এ ব্যাপারে রাজীব কুমার বলেন, ''কাউকে ছাড়া হবে না। যারা আইন ভেঙেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, শুক্রবার থেকেই নিখোঁজ সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, শুক্রবার যাঁরা কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ইডি অফিসারদের ওপর হামলা করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শাহজাহানের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন ইডি অফিসাররা। তারা শাহজাহানের বাড়ির গেট খোলার যখন চেষ্টা করেন, তখন পিছন থেকে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। তাতে তিন জন অফিসারের মাথা ফাটে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্দেশখালি কাণ্ডের পরই রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস থেকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ফোর্স পাঠানোর আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে বিজেপি। এমন আবহে রাজ্য পুলিশও যে হাত গুটিয়ে বসে নেই, এদিন নিজের বক্তব্যে রাজীব কুমার সেটাই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শাহজাহানের ছবি দিয়ে ইতিমধ্যে বিএসএফকে সতর্ক করেছে ইডি। শুধু তা নয়, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে শাহজাহানের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শাহজাহান পালিয়ে গেলেও তাঁর বাড়িতে ফের তল্লাশি অভিযান চালানোরও প্রস্তুতি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সূত্রের খবর, শাহজাহানের খোঁজ লাগাতে তাঁর পরিবারের লোকজনকেও জেরা করা হতে পারে। তবে তার আগে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আধা সামরিক বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন ইডি কর্তারা। হতে পারে এরপর থেকে আরও বড় বাহিনী নিয়ে তল্লাশি চালানো হবে।

## শিক্ষা দুর্নীতির চূড়ান্ত চার্জশিটে পার্থর নাম জড়াল চারটি মামলাতেই

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় আজই চূড়ান্ত চার্জশিট জমা করল সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতির চারটি মামলার তদন্ত শেষ করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি'র মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করা হয়েছে আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে। আগামীকাল হাইকোর্টে শুনানির আগে সোমবার জমা পড়ল চার্জশিট। সিবিআই সূত্রের খবর, চূড়ান্ত চার্জশিটে একাধিক এজেন্টদের নাম থাকছে। নবম-দশম মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৭ জনের নাম রয়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রাথমিকের মামলায়ও চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কলকাতার বড়বাজার, মানিকতলা, আলিপুর, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, নারকেলডাঙা সহ মোট ১০টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। সেখান থেকেই আর্থিক লেনদেন সহ প্রায় ৩ হাজার পাতার নথি উদ্ধার করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সঙ্গে রয়েছে কিছু নগদ টাকা ও জমির দলিল, ১৪টি মোবাইল, ৪টি ল্যাপটপ, বেশ কয়েকটি হার্ড ডিস্ক। সম্প্রতি ইডি দাবি করেছে, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে নেমে যে মোবাইলগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেখান থেকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের খোঁজ মিলেছে। যে গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন অয়ন শীল। সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে কোনও তথ্য কি মুছে ফেলা হয়েছে কিংবা মেসেজের মাধ্যমে কোনও 'বিশেষ' বার্তা আদানপ্রদান করা হয়েছে? এই সমস্ত তথ্যই যাচাই করে দেখতে চায় ইডি। যার জন্য ফরেন্সিকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে ইতিমধ্যেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। চুনোপুটি থেকে রাঘববোয়াল তদন্তকারীদের র‍্যাডারে ধরা পড়েছে অনেকেই। রাজ্যের মন্ত্রী থেকে বিধায়ক সহ একাধিক তৃণমূল নেতা বর্তমানে জেলেও রয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে দুর্নীতি প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিটে আরও নতুন কোনও তথ্য রয়েছে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে।

## 'যোগ্য লোকদের ৬০ বছরে বিদায় দিই না'

### নবীন-প্রবীণ নিয়ে বার্তা দিলেন মমতা

**দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৮ জানুয়ারিঃ** বয়স বিতর্কে অনড় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারও ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে অভিষেক বলেছেন, ''৩৬ বছর বয়সে যে কর্মক্ষমতা থাকে, ৫৬ বছর বয়সে তা থাকে না। ৭০ বছর বয়সে তা আরও কমে যায়।'' সোমবার ডায়মন্ড হারবারের আরও দক্ষিণে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন দুই মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তা ছাড়া বর্তমান মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা ও রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি রাজীব কুমারও ছিলেন। তাঁদের পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাঁরা যোগ্যলোক তাঁদের ৬০ বছরে আমরা বিদায় দিই না। আমরা তাঁদের কাজকর্ম অভিজ্ঞতা দিয়ে পুরো কাজে লাগাই। এটা বিরল ঘটনা যে তিন জন মুখ্য সচিব, দু'জন প্রাক্তন এবং বর্তমান মুখ্য সচিবকে আমরা এক জায়গায় আনতে পেরেছি। এটা সরকারের একটা বড় কাজ।'' এখন কৌতূহলের বিষয়, বয়স ও কর্মক্ষমতার প্রশ্নে অভিষেক যা বলেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলছেন, তার মধ্যে কি কোনও দ্বন্দ্ব রয়েছে? দু'জনের মত কি ভিন্ন? শুধু সরকারি অনুষ্ঠানে নয়, সম্প্রতি মমতা বারবার বলেছেন, ''পুরনো চাল ভাতে বাড়ে' বা 'মনের বয়স বাড়ল কিনা সেটাই আসল ব্যাপার'। সৌগত রায়দের এখনও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়াই করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ব্যাপারে এদিন কালীঘাট ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেকের বক্তব্যের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব কিন্তু নেই। অভিষেক একবারও বলেননি, কারও ৬০ বছর বা ৭০ বছর বয়স হলে বিদেয় দিতে হবে। কিন্তু ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত বিধায়ক, সাংসদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সংগঠনের শীর্ষ পদ আঁকড়ে থাকা নিয়ে তাঁর আপত্তি রয়েছে। কারণ, এই পদগুলো জনপ্রতিনিধিদের পদ। সুতরাং এই সব পদে যাঁরা থাকবেন তাঁদের দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করার উদ্যম ও শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়।'' অভিষেক ঘনিষ্ঠ ওই নেতার কথায়, ''প্রাক্তন দুই মুখ্য সচিবের যোগ্যতা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের একজনকে তাঁর উপদেষ্টা করে রেখেছেন। অন্যজনকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁদের উপদেষ্টা করে রাখা হয়েছে। অভিষেকের বক্তব্যও তাই। বয়স বাড়লে বিদায় নিতে হবে কেন, সংগঠন ও সরকারের জন্য উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা যায়।'' অভিষেক যে কর্মক্ষমতা ও পারফরমেন্সের কথা বলেছিলেন, তা নিয়ে পাল্টা যুক্তি দিয়েছিলেন সত্তরোর্ধ্ব সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেছিলেন, ''আমরা কেউ কারখানার শ্রমিক নই যে পারফরমেন্স মাপা যাবে। আমাদের অবদান বৌদ্ধিক।'' অভিষেক ঘনিষ্ঠদের মতে, বৌদ্ধিক অবদান রাখতে অভিষেক কাউকে বাধা দেননি। কিন্তু সেই অবদানের জন্য ৭০ বছর বয়সেও সাংসদ বা বিধায়ক হতে হবে এমনটা তিনি মনে করেন না।

## রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কড়া মন্তব্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বারবার আদালতে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যকে। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও বারবার উঠেছে প্রশ্ন। এবার ফের সরকারি স্কুলগুলোর অবস্থার নিন্দা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। পড়াশোনা ঠিকভাবে হচ্ছে না বলেই মন্তব্য করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার হাইকোর্টে এক সরকারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের করা মামলা চলাকালীন কড়া মন্তব্য করেন বিচারপতি। এদিন বিচারপতি স্পষ্টভাষায় বলেন, ''এখন স্কুল বাদ দিয়ে ব্যবসা করা হয়।'' ভর্ৎসনার সুরে তিনি বলেন, ''কী হচ্ছে এ রাজ্যে? সরকারি স্কুলে পড়াশোনা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আগে সবাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করত, এখন অন্য কিছু করে।'' তাঁর আরও মন্তব্য, ''আমাকে আর কিছু বলতে বাধ্য করবেন না। ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না।'' দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একটি মামলা করেছিলেন। তারই শুনানি ছিল এদিন। গোসাবার ছোটমোল্লাখালি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতে কানাই চট্টোপাধ্যায়। অসুস্থতার কারণে ২০০৮ সালে ৩ মাসের জন্য ছুটি নেন কানাইবাবু। তাঁর অভিযোগ ছুটির পর আর তাঁকে স্কুলে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। ২০১৪ সালে অবসর নেন তিনি। কিন্তু অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয় বলে অভিযোগ। সেই কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

## সন্দেশখালির মতো গণ বিস্ফোরণ বাংলাজুড়ে হবে, কড়া হুঁশিয়ারি শোভনদেবের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** গত শুক্রবার সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের খোঁজে গিয়ে মার খেতে হয়েছে ইডি অফিসারদের। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়তে দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের। ঘটনার জেরে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা। এ ব্যাপারে রাজ্যপাল থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি, একযোগে রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সকলে। তবে এমন ঘটনা এবার বাংলাজুড়ে ঘটবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা খরদহের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের আগে জেলায় সাংগঠনিক রূপরেখা ঠিক করতে সোমবার মধ্যমগ্রামে বৈঠকে বসেছিল তৃণমূলের জেলা কোর কমিটি। ওই বৈঠক শেষে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শোভনদেব বলেন, ''এখন তো একটা জায়গায় হয়েছে, এবার সারা বাংলাজুড়ে গণ বিস্ফোরণ হবে। বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে যেখানে ইডি এইভাবে তৃণমূল নেতাকর্মীদের হেনস্থা করবে সেখানেই গণ বিস্ফোরণ ঘটবে।'' শুক্রবারের ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ শাহজাহান। সোমবারই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল যে শাহজাহানের ডানা ছাঁটার প্রক্রিয়া বোধহয় শুরু হল। তবে বিকেলে এ ব্যাপারে শোভনদেবের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট দল এখনও তাঁর পাশেই আছে। শোভনদেবের কথায়, ''ক্যাগের রিপোর্টই বলছে বিজেপির সরকার ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। আসলে বিরোধীদের উৎখাত করতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর অসমের হেমন্ত বিশ্বাস শর্মার মতো বিজেপির নেতা, মন্ত্রীরা সব যুধিষ্ঠিরের ছেলে!'' কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে এই গণ বিস্ফোরণ বাংলা ছাড়িয়ে আগামীদিনে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূলের প্রবীণ এই নেতা। কীভাবে বাংলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং বিজেপির মোকাবিলা করা হবে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। শোভনদেবের কথায়, ''বিজেপির অপকর্মের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আছে, ওদের ইডি আছে। আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রস আছে ওদের সিবিআই আছে। আমাদের তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন আছে ওদের ইনকাম ট্যাক্স আছে। ওদের গণ সংগঠন নেই, ওদের কেন্দ্রীয় এজেন্সি রয়েছে। তাই গণতান্ত্রিকভাবেই আমরা এর মোকাবিলা করব। আমাদের এই লড়াইটা লড়তেই হবে।''

## বিলকিস মামলার রায় উদ্ধত বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থার জয় । রাহুল

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারিঃ** বিলকিস বানোকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত ১১ জনকে ২০২২ সালে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাত সরকার। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন বিলকিস। সোমবার সেই মামলার রায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন আসামির দ্রুত মুক্তি আটকে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সেই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে দেশের বিরোধী দলগুলি। বিজেপিকে নারী-বিরোধী এবং অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক বলে দাবি করে তাঁরা জানিয়েছেন, শীর্ষ আদালতের এই রায় আসলে বিচার ব্যবস্থার জয়। এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'বিলকিসের এই অক্লান্ত পরিশ্রম আসলে 'উদ্ধত' বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থার জয়ের প্রতীক।' তিনি আরও লেখেন, 'ভোটের জন্য বিচার ব্যবস্থাকে এভাবে হত্যা করার যে প্রবণতা তা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ভয়ানক। আজকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল কারা আসলে অপরাধীদের ধ্বজাধারী।' রাহুলের বোন প্রিয়াঙ্কাও সোমবারের রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'এই আদেশের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির নারী-বিরোধী নীতির প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়েছে। এর পরে, বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় হবে। সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিলকিস বানোকে অভিনন্দন', এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন তিনি। গুজরাত হাইকোর্টের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও কড়া সমালোচনা করেছেন কংগ্রেসের মিডিয়া এবং প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা। তাঁর দাবি, ''সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে ১১ জন ধর্ষকের মুক্তি আটকে দিয়ে গুজরাত সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছে, তাতে বোঝা যায়, নারীদের প্রতি বিজেপির কী নির্মম অবহেলা ছিল। যারা এই অপরাধীদের বেআইনিভাবে মুক্তি দিতে সাহায্য করেছিল এবং দোষীদের মালা পরিয়ে মিষ্টি খাইয়েছিল, আজকের রায় তাদের গালে একটা সপাট চড়!'' গঙ্গাসাগর মেলা থেকে বিলকিস মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, 'যারা দোষীদের মহিমান্বিত করেছিল, এই রায় তাদের মুখের উপর যোগ্য জবাব দিয়েছে।' ২০০২ সালে গোধরা-কাণ্ডের পর গুজরাতে সাম্প্রদায়িক হিংসা চলাকালীন

৩ মে দাহোড় জেলার দেবগড় বারিয়া গ্রামে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়। গ্রামের বাসিন্দা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিসকে গণধর্ষণ করা হয়। বিলকিসের চোখের সামনেই তাঁর ৩ বছরের মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করে অপরাধীরা। এই অপরাধকে 'বিরল থেকে বিরলতম' বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মুম্বইয়ের সিবিআই আদালতে অপরাধীদের কঠোর সাজা দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছিল। ২০০৮ সালের ২১ জানুয়ারি মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছিল ওই বিশেষ আদালত। মামলা চলাকালীন ১ জনের মৃত্যু হয়। গত বছরের ১৫ অগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে বিলকিস কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ওই ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। এর পর আদালতের সম্মতিতে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। সরকারি তরফে জানানো হয়, জেলে ওই ১১ অপরাধীর ব্যবহার দেখেই তাদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই যুক্তি মানতে নারাজ ছিলেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে কী কী মানদণ্ড বিবেচনা করে ওই ১১ অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তথ্যের অধিকার আইনে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্যানেলের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে তথ্য দিতে চায়নি গুজরাত সরকার। তাই শীর্ষ আদালতে পাল্টা মামলা দায়ের হয়।

# দণ্ডিতদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা নেই গুজরাট সরকারের, সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় বিলকিসের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল গুজরাট সরকার। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, ১১ জন দণ্ডিতকে যে আগাম মুক্তি দিয়েছে, গুজরাট সরকারের হাতে সেই ক্ষমতা নেই। ২০০২ সালের গুজরাট হিংসার ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিলকিস বানোর পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যা করার ঘটনাও। গণধর্ষণ করা হয়েছিল বিলকিস বানোকে। এই ঘটনায় দোষী ১১ জনকে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার গুজরাট সরকার তাদের মুক্তি দেয়। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন বিলকিস বানো নিজে।বিলকিস বানোর ১১ জন ধর্ষকের সময়ের আগেই মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হওয়া সেই মামলারই সোমবার রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিভি নাগরত্নের নেতৃত্বাধীন দুই বিচারপতির বেঞ্চ রায় শোনাল। বেঞ্চের আরেক বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া। গত ১২ অক্টোবর এই মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছিল নাগরত্নের বেঞ্চ। ধর্ষকদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে দু'টি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। একটি মামলা করেছিলেন বিলকিস নিজে। অপর মামলা করেন সিপিআইএম নেতা সুভাষিণী আলি, সাংবাদিক রেবতী লাল-সহ কয়েকজন। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ১১ জন ধর্ষককে সময়ের আগে দেওয়া যাবে না। গুজরাট সরকারের হাতে সেই ক্ষমতা নেই। গুজরাট সরকারের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। গুজরাট সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বলেও অভিমত সুপ্রিম কোর্টের।

## কিউআর কোড-সহ কাগজের টিকিট মিলবে ইস্ট-ওয়েস্টের আরও দুই স্টেশনে

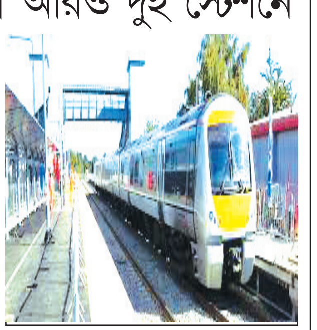

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আপাতত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় শিয়ালদহ, সেক্টর ফাইভ, করুণাময়ী এবং সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশনে একটি করে কাউন্টারে কিউআর কোড-সহ কাগজের টিকিট মিলবে বলে মেট্রো সূত্রের খবর। নতুন ব্যবস্থা আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে চলছে। ভবিষ্যতে যাত্রীদের টিকিট বিক্রি করার জন্য ওই প্রযুক্তি মেট্রোর অন্যান্য লাইনেও ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। প্রসঙ্গত, এর আগে শিয়ালদহ বা সেক্টর ফাইভ থেকে অন্য সব স্টেশনে আসার জন্য কাগজের টিকিট ব্যবহার করা গেলেও ফিরতি পথে ওই টিকিট পাওয়ার সুবিধা ছিল না। প্লাস্টিকের টোকেন বা স্মার্ট কার্ডের উপরে নির্ভর করতে হত যাত্রীদের। এ বার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর চারটি স্টেশনে প্লাস্টিকের টোকেনের উপর নির্ভরতা কমবে। তবে দৈনিক মেট্রোয় যাতায়াত করেন না, এমন যাত্রীরা স্মার্ট কার্ডের চেয়ে প্লাস্টিকের টোকেন ব্যবহার করে সফর করার ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন বলে সূত্রের খবর। তবে, প্লাস্টিকের টোকেন প্রায়ই হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ টোকেনের খরচের একাংশ তুলে নিতে টোকেনে বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন নেওয়া শুরু করেছেন বেশ কিছু দিন ধরে। কিন্তু, তার পরেও বিশেষ দিনে মেট্রোয় ভিড়ের মাত্রা বাড়লে টোকেন হারানোর সংখ্যাও বাড়ে। তাতে মেট্রোর আর্থিক ক্ষতি হয়।নতুন প্রযুক্তি টোকেন ব্যবহারের চাপ কমিয়ে আনলেও প্রবল ভিড়ের সময়ে ওই প্রযুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে এখনও কিছুটা শঙ্কা রয়েছে। ওই ব্যবস্থায় কাগজের টিকিট দেওয়া ছাড়াও মেট্রোর স্বয়ংক্রিয় গেটে নির্দিষ্ট স্ক্যানারে তা স্ক্যান করে ঢোকানোর জন্য টোকেন ব্যবস্থার তুলনায় কিছুটা বেশি সময় লাগে। ফলে, তীব্র ভিড়ের সময়ে ওই ব্যবস্থার কার্যকারিতার পরীক্ষা হওয়া এখনও বাকি। এ ছাড়া, টোকেন অজস্র বার পুনর্ব্যবহারের সুযোগ থাকে। কিন্তু, কাগজের টিকিট এক বারই ব্যবহার করা যায়। জল, ঘাম লেগে টিকিটের কিউআর কোড নষ্ট হলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে যাত্রীদের ঝক্কি পোহানোর আশঙ্কা থেকে যায়। এ ছাড়াও, টিকিটের জন্য কাগজের ব্যবহার কতটা পরিবেশবান্ধব, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

## পুরভবনে চালু বায়োমেট্রিক হাজিরা! শীঘ্রই চালু হবে সমস্ত বরো অফিসেও

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মেয়র ফিরহাদ হাকিম আগেই ঘোষণা করেছিলেন, পুরসভার কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে সমস্ত দফতরেই বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু হবে। মেয়রের সেই নির্দেশ কার্যকর করতে আগেই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রায় ১২ হাজার কর্মীর বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু হয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে নতুন পদ্ধতি চালু হল কলকাতা পুরসভার সদর দফতরেও।পুরসভা সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার মেয়র'স বিল্ডিং, হগ বিল্ডিং, রক্সি বিল্ডিং, হাডকো বিল্ডিং, নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন বিভাগ-সহ একাধিক বিভাগে গত মঙ্গলবার থেকে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করতে ৩৫টি যন্ত্র বসেছে। পুরসভার সদর দফতরে প্রায় আড়াই হাজার কর্মীর জন্য এই পদ্ধতি চালু করেছেন কর্তৃপক্ষ। কলকাতা পুরসভার তথ্যপ্রযুক্তি দফতর রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের সহায়তায় এই ' হাজিরা চালু করল। পুরসভার তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের এক আধিকারিক জানান, পুরকর্মীদের হাজিরা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সল্টলেকের ওয়েবেল ভবনে সংরক্ষিত থাকছে। রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দফতর এর জন্য আর্থিক সহায়তাও করেছে।পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, গত মঙ্গলবার বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু হওয়ার পর থেকেই কর্মীদের ঠিক সময়ে দফতরে ঢোকার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। গত সপ্তাহে পাঁচ দিন এই পদ্ধতি চালু হওয়ার পরে কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে দফতরে ঢোকার পাশাপাশি বিকেল ৫টার পরে সেখান থেকে বেরোচ্ছেন।ভ্পাশাপাশি তাঁরা এ-ও জানাচ্ছেন, অতীতে খাতায়কলমে হাজিরা পদ্ধতিতে অনেক কর্মীরই ' মারার প্রবণতা ছিল। কর্মীদের একাংশ দেরি করে দফতরে ঢুকতেন। আবার ছুটি হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিককে নানা কারণ দেখিয়ে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে সেই সুযোগ কমেছে। পুরসভার আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি অনুযায়ী, সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে কর্মীদের দফতরে ঢুকতে হবে। সপ্তাহে তিন দিন ১০টা ৪৫ থেকে ১১টা ১৫ মিনিটের মধ্যে ঢুকলে একটি ছুটি কাটা যাবে। পুরসভার এক শীর্ষ কর্তার কথায়, ' জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু ছিল, 'যাই, মাইনে পাই।' বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে সেই ধারণা বদলাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।''পুরসভার তথ্যপ্রযুক্তি দফতর সূত্রের খবর, সদর দফতরের পরে ১৬টি বরো অফিসে ধাপে ধাপে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হতে চলেছে। এক আধিকারিক জানান, আগামী ছ'মাসের মধ্যেই সব বরো অফিসে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু হয়ে যাবে।

## কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশনের কাছে ভয়াবহ আগুন!ভষ্মীভূত একাধিক ঝুপড়ি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এরপর আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। শেষ অবধি পাওয়া খবরে, দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন যুদ্ধকালীন তৎপরতার নেভানোর কাজ করছে।তবে কীভাবে আগুন লাগল সেই বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই ঝুপড়িবাসীদের সেখান থেকে সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। কিন্তু আগুনের দাপট এতটাই বেশি যে তিনটি ইঞ্জিন দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ঠ বেগ পেতে হয় দমকলকে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আরও একটি ইঞ্জিন এসেছে ঘটনাস্থলে। এই নিয়ে মোট চারটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে।ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের কাছে এই বস্তিতে বহু মানুষের বসবাস করেন। সোমবার সকালে হঠাই পোড়া পোড়া গন্ধ অনুভব করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই বাড়তে থাকে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।

## নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতা পুলিশের হাতে এল ভাঙড়!উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হল ভাঙড় থানার। এবার থেকে কলকাতা পুলিশের আওতায় এল ভাঙড়, উত্তর কাশীপুর, পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানা।ভোটের বাজারে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে ভাঙড়। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকে, বারবার অশান্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। ভোট-হিংসায় শুধু ভাঙড়েই প্রাণ গেছে ৭ জনের। পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন পর্বের শেষ দিন ভাঙড়ে ৩ জন খুন হন। পঞ্চায়েত ভোটের দিনও ভাঙড়ে খুন হন ৩ জন। ভোট গণনার রাতেও বোমা-গুলিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ভাঙড়। সেদিনও ভাঙড়ে প্রাণ যায় এক সাধারণ মানুষের। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তুঙ্গে ওঠে রাজনৈতিক চাপানউতোর। গত ২৬ জুন কলকাতা পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত করার জন্য কমিশনার বিনীত গোয়েলকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বারুইপুর পুলিশ জেলার কাশীপুর থানা ভেঙে উত্তর কাশীপুর ও পোলেরহাট এবং ভাঙড় থানা ভেঙে ভাঙড় ও চন্দনেশ্বর থানা গড়ার। নতুন বছরের শুরুতেই ভাঙড়ের চারটি থানা আনুষ্ঠানিকভাবে এল কলকাতা পুলিশের অধীনে।গত ৩১ ডিসেম্বর এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ভাঙড়ে গেলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আগেই ভাঙড়ে তৈরি হয়েছে কলকাতা পুলিশের নতুন ট্রাফিক গার্ড। পাশাপাশি ভাঙড়ের নলমুড়িতে তৈরি করা হয়েছে ডেপুটি পুলিশকমিশনারের অফিস।কলকাতা পুলিশের আওতায় আসার পর কি শান্তি ফিরবে ভাঙড়ে? আগামী দিনে এটাই কলকাতা পুলিশের কাছে বড়সড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে

## ফের বারাসাত, মধ্যমগ্রাম ও নিউ ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে জল সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ফ্লাইওভারের কাজের জন্য পাইপ ফেটে যাওয়ায় ফের বারাসাত, মধ্যমগ্রাম ও নিউ ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে জল সমস্যা। সূত্রের খবর গত দুদিন ধরেই এই সমস্যা চলছে। নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য মিলছে না পর্যাপ্ত পরিমাণ জল। আর তার জন্য চরম বিপত্তিতে বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষ। আগেও একবার গঙ্গার পাইপ লাইনে সমস্যার জেরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল এই বিস্তীর্ণ এলাকার জল পরিষেবা। এবার আবারও ফের কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের উপর তৈরি ফ্লাইওভারের কাজের জন্য বিপত্তি।জানা গিয়েছে, মুড়াগাছা এলাকায় ১৪ ফুট নিচে টিটাগরের দিক থেকে আসা গঙ্গার বৃহ আকৃতির পাইপ লাইনে ক্ষতি হয়েছে। যার জেরে আবারও জল বন্ধ রেখে পাইপ লাইন ঠিক করার কাজে নেমেছে স্থানীয় প্রশাসন সহ ইঞ্জিনিয়াররা। জেসিপি দিয়ে পকেট করে জল নিস্কাশনের কাজ করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত দুই জায়গায়। এরপরই পাইপ লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ঠিক করে আবারও জল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দ্রুত গতিতে কাজ চালানো হচ্ছে।ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে সেই কাজ। দুটি দলে ভাগ করে মুড়াগাছায় ও আরেক দল সাবস্টেশনের কাছে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান এ দিন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন গোটা পরিস্থিতি।বারংবার ওই এলাকায় গঙ্গার জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তিত পুরসভা। কারণ এর ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নাগরিক সমাজকে। গতকাল রাতেই পুরসভার তরফ থেকে পরিদর্শন করে ওই এলাকা। খুব শীঘ্রই এই জল পরিষেবা আবারও স্বাভাবিক হবে আশার বাণী শোনানো হয়েছে পুরসভার তরফে।

## দেশের প্রধানমন্ত্রী কে অপমান!মলদ্বীপের রাষ্ট্রদূতকে সমন বিদেশ মন্ত্রকের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাক্ষাদ্বীপ পর্যটনের প্রচার নিয়ে মলদ্বীপের মন্ত্রীদের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই মলদ্বীপের রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম সাহিবকে সমন পাঠানো হল বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। দিল্লিতে সাউথ ব্লকে ইতিমধ্যেই দেখা করেছেন মলদ্বীপের হাই কমিশনার, এমনটাই সূত্রের খবর। দুই দেশের মধ্যে এই বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, লাক্ষাদ্বীপ-মলদ্বীপ নিয়ে বিতর্কের জেরেই মলদ্বীপের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছিল। এ দিন সকালেই মলদ্বীপের রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম সাহিব সাউথ ব্লকে বিদেশ মন্ত্রকের দফতরে উপস্থিত হন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।ভ্গত সপ্তাহেই লাক্ষাদ্বীপে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে স্নোরকেলিং করেন তিনি এবং সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সমুদ্র সৈকতেরও একাধিক ছবি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীকে আহ্বান জানান, বিদেশে ভ্রমণের বদলে সকলের উচিত একবার লাক্ষাদ্বীপ ঘুরে দেখা। এরপরই মলদ্বীপের মন্ত্রী আবদুল্লাহ মাহজুম মজিদ সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেন যে পর্যটনস্থল হিসেবে লাক্ষাদ্বীপের প্রচার করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী মলদ্বীপ থেকে পর্যটকদের নজর ঘোরাতে চাইছেন। সমুদ্র সৈকত পর্যটনে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে মলদ্বীপ। পরে মলদ্বীপের মন্ত্রী মালসা শরিফ, মরিয়ম শিউনা ও আবদুল্লাহ মাহজুম ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। ভ্রবিবারই এই বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়েও বিতর্কের ঝড় ওঠে। হ্যাশট্যাগ বয়কট মলদ্বীপ ট্রেন্ড হতে শুরু করে। বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা মলদ্বীপের বিমানের বুকিংও বাতিল করে দিয়েছে। যদিও পরে মলদ্বীপ সরকারের তরফে সাফাই দিয়ে বলা হয়, এটা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত মতামত, মালের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে না এই মন্তব্য।

## গাজিয়াবাদে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত দুই পুলিশ কর্মী

গাজিয়াবাদ, ৮ জানুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই পুলিশ কর্মীর। গত শনিবার গভীর রাতে নির্মাতা নিখিল চৌধুরী ও নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।এসিপি স্বাধীন সিং জানিয়েছেন, শনিবার গভীর রাতে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন নিখিল চৌধুরী। দিল্লি পুলিশের হেড কনস্টেবল জয় ওম শর্মা এবং তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কনস্টেবল জগবীর রাঘবও তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন। কানাভানি কালভার্টের কাছে নিখিল চৌধুরির গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে, তারপর দুটি গাড়িকে ধাক্কা দিলে জয় ওম শর্মা ও জগবীর রাঘবের মৃত্যু হয়। যদিও নিখিল চৌধুরি ও গাড়ির চালক নিরাপদে রয়েছেন।

## পিতৃহারা হলেন ভূপেশ বাঘেল, ১০ জানুয়ারি পৈতৃক গ্রামে শেষকৃত্যানুষ্ঠান

রায়পুর, ৮ জানুয়ারি ঃ পিতৃহারা হলেন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল। সোমবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন ভূপেশ বাঘেলের বাবা নন্দ কুমার বাঘেল। এদিন সকালেই বাবার সঙ্গে বসে থাকা অবস্থায় একটি ছবি এক্স হ্যান্ডেলে ভাগ করে নেন ভূপেশ বাঘেল, তিনি জানান, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বাবুজি শ্রী নন্দ কুমার বাঘেল প্রয়াত হয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল আরও জানিয়েছেন, আমার ছোট বোন বিদেশ থেকে ফিরতেই, আগামী ১০ জানুয়ারি পৈতৃক গ্রামে শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

## বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত পুদুচেরিতে, স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা

পুদুচেরি, ৮ জানুয়ারি ঃবৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পুদুচেরিতে। গত ২৪ ঘন্টায় পুদুচেরিতে অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে স্বাভাবিক জীবন প্রভাবিত হয়েছে। বৃষ্টির জন্য সোমবার পুদুচেরিতে স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন রাঙ্গাসামি ঘোষণা করেছেন, সোমবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে। এদিকে, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে, তাঁদের আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

## উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন

হাফলং (অসম), ৮ জানুয়ারি ঃ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ শান্তিতে আজ সোমবার সকাল ৮ঃ০০টা শুরু হয়েছে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন। ভোটদান চলবে বিকাল ৪ঃ০০টা পর্যন্ত। যদি কোনও কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ করতে হয়, তা-হলে তা হবে ১০ জানুয়ারি। ১২ জানুয়ারি সকাল ৮.০০টা থেকে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২২টি আসনের জন্য ভোট গণনা শুরু হবে। এদিনই ফলাফল ঘোষণা হয়ে যাবে।ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসার সীমান্ত কুমার দাস এ তথ্য দিয়ে জানান, উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মোট ২৮টি আসন। এর মধ্যে ছয়টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়জন বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এই ছয়টি আসনে কংগ্রেস, বিজেপি এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস প্রার্থী এবং এক নির্দল প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ছয় বিজেপি প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত হয়েছে। ২৮ আসনের মধ্যে ছয় আসন ছাড়া আজ ভোটদান হচ্ছে ২২ আসনে।তিনি জানান, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মোট ভোটারের সংখ্যা ১,৪১,১২৪। মোট ভোটকেন্দ্র ২৮০টি। এর মধ্যে, ১০০টি সংবেদনশীল এবং ২৭টি অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে মোট ৯৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।জেলাশাসক জানান, সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মাইক্রো পর্যবেক্ষক মোতায়েনের পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, হামরি, হারাঙ্গাজাও, গুঞ্জুং, হাজাডিসা, গুর্‌ মাইবাং এবং পশ্চিম মাইবাং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী

## নিরঙ্কুশ জয়, টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করছে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ

ঢাকা, ৮ জানুয়ারি ঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ফলে এই নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। রবিবার দিনভর ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ শেষে রাতেই নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে নৌকা প্রতীকের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চিত্র উঠে আসে।ইসি সচিব মো. আলমগীর সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ বলেন, সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলভিত্তিক ফলাফল ঘোষণা করা হবে। সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে একটি আসনে অর্থা নওগাঁ-২ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়েছে। বাকি আসনগুলির মধ্যে কেবল ময়মনসিংহ-৩ ছাড়া সব আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত সাংসদদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনিয়ম-সংঘর্ষের ঘটনায় এক কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল হওয়ায় ময়মনসিংহের ওই আসনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হয়নি। ঘোষিত ফল অনুসারে, ২৯৮ আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২২৩টি আসনে জয় পেয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন ৬১টি আসনে। ১১টি আসন পেয়েছে জাতীয় পার্টি। আর একটি করে আসন পেয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, বাংলাদেশের কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি।

## এনসিএইচএসি-এর সব ভোটারকে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৮ জানুয়ারি ঃ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ (এনসিএইচএসি)-এর সব ভোটারকে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আজ সোমবার সকাল ৮ঃ০০টায় শুরু হয়েছে ত্রয়োদশ উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন। ভোটদান চলবে বিকাল ৪ঃ০০টা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে পরিষদের মোট ২৮টি আসনের মধ্যে ছয়টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়জন বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। ওই ছয়টি ছাড়া ভোটগ্রহণ হচ্ছে ২২টি আসনে।এবার ত্রয়োদশ এনসিএইচএসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৮ জন বিজেপি (ছয়জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী), ২৪ জন কংগ্রেস, ১১ জন তৃণমূল কংগ্রেস, ৫ জন আম আদমি পার্টি এবং ২৭ জন নির্দলীয় সহ মোট ৯৭ জন প্রার্থী। জেলায় ভোটার রয়েছেন ১,৪২,১২৪ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ৭০,৪৮৫ এবং মহিলা ভোটার ৭০,৬৩৯ জন রয়েছেন। ভোটারদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে ডিমা হাসাও জেলায় আজ সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

## ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি পারদ নামল ৫.৩ ডিগ্রিতে, প্রভাবিত রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃকনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, একইসঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপটে বিপর্যস্ত জনজীবন। দিল্লিতে সোমবার তাপমাত্রার পারদ নেমে ৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়া কারণে সোমবার উত্তর ভারতে ২০টি ট্রেন বিলম্বে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, আজমের-কাটরা পূজা এক্সপ্রেস, অমৃতসর-মুম্বই এক্সপ্রেস প্রভৃতি।শুধুমাত্র দিল্লি নয়, হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত। হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে ঠান্ডা এতটাই বেশি যে সকালের দিকে আগুনের তাপ নিতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। সর্বত্রই এখন জমজমাট ঠান্ডা। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে মরুরাজ্য রাজস্থান।

## আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিঃসঞ্জয়ের জামিন-আর্জিতে ইডি-র প্রতিক্রিয়া চাইল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃআবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় ধৃত আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা সঞ্জয় সিং জামিনের আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। সঞ্জয় সিংয়ের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইডি-র প্রতিক্রিয়া জানতে ছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার দিল্লি হাইকোর্টে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৯ জানুয়ারি।সোমবার বিচারপতি স্বরনা কান্ত শর্মা তদন্তকারী সংস্থা ইডি-কে নোটিশ পাঠিয়েছেন এবং ২৯ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, গত বছরের ৪ অক্টোবর সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতার করে ইডি। গত ২২ ডিসেম্বর নিম্ন আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়, সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

## যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর!কারা সুবিধা পাবেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার ধনধান্য স্টেডিয়াম থেকে যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন তিনি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী পড়ুয়াদের নিখরচায় সরকারি চাকরির প্রবেশিকা থেকে শুরু করে JEE, NEET এবং WBJEE পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, থেকে কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হল ভাঙড়। সেই অন্তর্ভুক্তিকরণেরও সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবছর ১-৭ জানুয়ারি পালন হবে ছাত্র সপ্তাহ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন স্মৃতির শহরে ডুব দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টাকা ছিল না, গলায় মটর মালার হার বিক্রি করে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম..'।মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'তৃণমূল সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করেছে, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজিতে পোক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।১ কোটি ১৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে সবুজ সাথীর সাইকেল পেয়েছে। ৮৬ লক্ষেরও বেশি মেয়ে কন্যাশ্রী পাচ্ছেন। উৎকর্ষ বাংলা তৈরি করবে রাজ্য সরকার। স্কিলড্ ট্রেনিং প্রোগ্রামে বাংলা এখন দেশের মধ্যে এক নম্বরে। কলকাতা পুলিশের দশম ডিভিশন হল ভাঙড়।

## নৌকাবিহারেই বিপর্যয়!চিল্কায় ঘুরতে ঘুরতে পথ হারালেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রুষোত্তম রূপালা কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী, ওড়িশার চিল্কা হ্রদে রবিবার বিকেলে নৌকায় চেপে সেখানে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র ও গেরুয়া শিবিরের কয়েকজন নেতা। কথা ছিল, বারকুল থেকে শতপদ পর্যন্ত নৌকায় চেপেই পাড়ি দেবেন তাঁরা। সাগর পরিক্রমা প্রকল্পে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে আলাপ করতেই জলপথে যাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।কিন্তু মাঝপথেই বিপত্তি। লেকের মধ্যে আচমকাই পথ হারিয়ে ফেলল মন্ত্রীর বোট। প্রথমে সকলে ভেবেছিলেন হয়তো মাছ ধরার জালে নৌকা আটকে গিয়ে বিপত্তি। কিন্তু পরে জানা যায়, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ফলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন বোটের চালক। মন্ত্রী জানান, আসলে বোটের চালক একেবারেই নতুন। আগে সেভাবে এই পথে নৌকা চালাননি। তাই অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন তিনি।প্রায় দুঘণ্টা আটকে থাকার পরে শতপদ থেকে একটি উদ্ধারকারী জাহাজ পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শতপদে পৌঁছন রূপালা। সেখানে যা কিছু কর্মসূচিতে তাঁর অংশ নেওয়ার কথা ছিল, সবগুলোই বাতিল করে দেওয়া হয়।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯জানুয়ারি ঃমঙ্গলবার, ২৩পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৩পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু আর্থিক পরিকল্পনা করুন আজ।
**বৃষভ রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ
**মিথুন রাশিঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। আপনার বাবার কোনও পর
**কর্কট রাশিঃ**আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। অতএব, আপনাকে এই ধরনের কাজ না করার পরামর্শ
**সিংহরাশিঃ**কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। বন্ধুবান্ধবদের সাথে আজ
**কন্যারাশিঃ**আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তয় কিছু
**তুলারাশিঃ**আপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য হবে
**বৃশ্চিক রাশিঃ** প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে
**ধনু রাশিঃ** যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজ, এই রাশিচক্রের ব্যবসায়ীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে দূরে থাকা উচি।
**মকর রাশিঃ**কথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।।
**কুম্ভ রাশিঃ**একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। তা।।হুা। করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে ব। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।
**মীন রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং

## মুখ্যমন্ত্রীর কাটআউটে ছেয়ে গেছে জয়নগর

# বহড়ুতে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের আগে চলছে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ** মঙ্গলবার জয়নগরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার আগে যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় সেজে উঠেছে জয়নগর। মঙ্গলবার দুপুরে জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে প্রশাসনিক সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন গঙ্গা সাগর থেকে হেলিকপ্টারে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর মুচিপাড়া এলাকায় অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নেমে দেড় কিমি দূরের বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে সড়কপথে গিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন।আর তার এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব।যুদ্ধ কালীন ভিওিতে চলছে শেষ মূহুর্তের কাজ।সোমবার পাকিং জোন সহ নিরাপত্তার বিভিন্ন পয়েন্ট পরিদর্শন করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি।সোমবার শেষ মূহুর্তের কাজ পরিদর্শন করলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ,বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস, বারুইপুর মহকুমা শাসক চিএদীপ সেন সহ আরো অনেকে।এদিন একাধিক বৈঠক করলেন জয়নগরের বিধায়ক, বারুইপুর পূর্ব এর বিধায়ক, মহকুমাশাসক, জয়নগর ১ ও ২ নং বিডিও, জয়নগর থানার আই সি, বারুইপুর এসডিপিও, অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক আধিকারিক বৃন্দ।জয়নগর টাউন হলে ও পুলিশকর্মী দের নিয়ে নিরাপত্তা বিষয়ক এক বৈঠক করলেন পুলিশ সুপার।অস্থায়ী হেলিপ্যাডে তেও চলছে শেষ মূহুর্তের কাজ। ইতিমধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ কাট আউট লাগানো হয়েছে এলাকায়।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে জয়নগর এলাকায় কাটআউটে ছেয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি একাধিক উদ্বোধন ও করবেন।আর মোয়ার শহর বহড়ুতে এসে তিনি কি বার্তা দেন সেটার দিকে নজর সবার।লোকসভা ভোটের আগে ভোট প্রচার ও এর মধ্যে দিয়ে দক্ষিন ২৪ পরগনায় হয়ে যাবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারনা।মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কোনো রকম খামতি রাখতে চায় না প্রশাসন।আর এলাকার মানুষ অপেক্ষায় আছে তাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে থেকে দেখতে।

# পোকা ধরা চাল খেয়ে সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ছে, অভিযোগ অভিভাবকদের

**হুগলি, ৮ জানুয়ারিঃ** স্কুলের মিড-ডে মিলের রান্নাঘরে তখন তোড়জোড় চলছে রান্নার। চাল ধুয়ে সবে উনুনে বসাতে যাবেন রাঁধুনি। আর তখনই ঘটল যত কাণ্ড। স্কুলে ছাড়তে আসা এক অভিভাবকের চোখে পড়ে যায় চালের অবস্থা। চালটিতে থিকথিক করছে পোকা। সেই পোকা ধরা চাল ধুয়েই চলছে

**তারকেশ্বর**

রান্নার প্রস্তুতি। আর বিষয়টি সামনে আসতেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের চাপাডাঙা এলাকার সন্দার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। অভিভাবকদের দাবি,সোমবার সকালে সন্তানকে স্কুলে ছাড়তে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাদের নজরে পড়ে ঘটনাটি।এরপরই স্কুলের সামনে জড়ো হন অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা। রান্নাঘরে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ পোকা ধরা চাল খেয়ে তাদের সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ছে। স্কুলের দিদিমনির বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলছেন অভিভাবকরা।অভিভাবকদের দাবি স্কুলের দিদিমনির অপসারণ এবং মিড ডে মিলের যে খাবার দেওয়া হয় তা খতিয়ে দেখুক ব্লক প্রশাসন। তারপরেই খোলা হবে স্কুল। এই দাবিতে দিদিমণিকে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। স্কুল শিক্ষক বলেন, ‘‘এগুলো বাদ দিয়েই খাওয়ানো হয়। আমাদের কাছে ভাল চাল আসে।

আমার দরকার পঞ্চাশ কেজি। দেড়শো কেজি চাল দিয়েছে। বেশি হয়েছে। সেই কারণে খারাপ হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে আসে তারকেশ্বর থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

# স্টেশন এলাকা থেকে ২জন হার ছিনতাই ধৃত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগরঃ** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জয়নগরে আসার আগেই জয়নগর থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ২৮ শে নভেম্বরের সন্ধ্যায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ায় বাড়ির সামনে থেকে এক গৃহবধূর হার ছিনতাই করে পালায় একটি মোটর সাইকেল থাকা দুই ছিনতাইকারী।পুলিশ তদন্তে নামে তারই মধ্যে আবার ১৩ ই ডিসেম্বরের দুপুরে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের পাঠ ভবন স্কুলের কাছে দুপুর বেলায় একই ভাবে এক গৃহবধূর হার ছিনতাই করে পালায় মোটরসাইকেল করে দুই ছিনতাইকারী।আর পর পর এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন।শুরু হয়ে যায় এলাকায় পুলিশ টহলদারি।

পুলিশ ঐ এলাকায় রাস্তা থেকে দুটি পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভির ফুটেজ ধরে গত বৃহস্পতিবার মগরাহাট স্টেশন এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নেতৃত্বে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য ও এস আই তন্ময় দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম।উদ্ধার হয় ছিনতাই হওয়া হার দুটি।ধৃত দুজন হল মনিরুল ফকির, বাড়ি

**মগরাহাট**

মগরাহাট থানার মাহিতালাপ বীরেন্দ্রপুর এলাকায় ও আফজল ফকির, ধৃতের বাড়ি মগরাহাট থানার বীরেন্দ্রপুর এলাকায়।ধৃতদের সোমবার পুনরায় জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে রেখে এই তদন্তের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

# প্রতীক্ষার কেবল ৯টি দিন! উদ্বোধন হতে চলেছে ৪৭তম আন্তর্জাতিক বইমেলার

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** হাতে আর বেশি দিন সময় নেই। নদিন বাদেই অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টের সময় উদ্বোধন হবে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৪ এর। বইমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন ভারতের ব্রিটিশ উপ-হাই কমিশনার মিঃ অ্যালেক্স এলিস সিএমজি, ভারতে ব্রিটিশ কাউন্সিলরের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাডাম অ্যালিসন ব্যারেট এমবিই এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী বাণী বসু। এছাড়াও উক্ত উদ্বোধন হাজির হতে চলেছেন মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে শুরু করে কবি সাহিত্যিক ও গুণীজনেরা। এবছরের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আকর্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে লিটিল ম্যাগাজিন সহ ছোট, মাঝারি ও বড় প্রকাশকদের ১০০০টি স্টল ও টেবিল। অন্যান্য বছরগুলির মত এবছরেও বইমেলার জন্য বরাদ্দ মোট ৯ টি প্রবেশ দ্বার। যার মধ্যে একটি দ্বার আকার পেতে চলেছে লন্ডন টাওয়ার ব্রিজের। একটি দ্বার বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছর উপলক্ষে সেই স্কুলের আদলে। এছাড়াও থাকবে বিশ্ববাংলা দ্বার এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোরকার ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উৎযাপন অনুসরণে দ্বার। গত বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সমরেশ মজুমদার এবং এ এস বায়াটের নামে থাকবে দুটি হল। এছাড়াও লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন হতে চলেছে সন্দীপ দত্তের নামে। ছোটোদের প্যাভিলিয়নে থাকবে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দা। এছাড়াও থাকছে এইচ ডি এফ সি আর্গো প্রেস কর্নার। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষকে মাথায় রেখে তাঁদের নিয়ে স্থান পেতে চলেছে দুটি মুক্তমঞ্চ। কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে সাহায্যের হাত বাড়াতে তৎপর রাজ্য পরিবহণ সংস্থা। মেলা উপলক্ষে থাকবে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা। এছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে আলোচনার নিরিখে বইমেলা উপলক্ষে থাকবে নির্ধারিত অটো ভাড়া। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়াতে তৎপর পিয়ারলেস হসপিটেক্স হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টার লিমিটেড। অ্যাপের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন সহায়তায় পাশে দাঁড়াচ্ছে সিইএসসি। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে থাকছে মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড। নোভোটেল হোটেল থাকছে এই মেলার হসপিটালিটি পার্টনারের ভূমিকায়। এবছরের কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে প্রায় ২০ টি দেশ। সিইএসসির তরফে বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের জন্য বইমেলা প্রাঙ্গনে স্থান পাবে সুসজ্জিত এক সিইএসসি সেন্টার। এছাড়াও মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে লটারি জেতার সুবর্ণ সুযোগ। প্রতিদিন ১৫ জন ভাগ্যবান বিজেতা পেয়ে যাবেন মেলায় বই কেনার ১০০০ টাকার অর্থাৎ মোট ১৫০০০ টাকার বুক গিফট কুপন। এছাড়াও থাকছে বই বাম্পার লটারি, যেখানে থাকবে ২৫০০০ টাকার বুক গিফট কুপন। বইমেলার অফিসিয়াল ব্যাঙ্কার হিসেবে থাকছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এছাড়াও অফিসিয়াল ইন্সুরার হিসেবে সামিল হতে চলেছে আই সি আই সি আই লোম্বার্ড ও গ্রিন পার্টনার ন্যাশনাল জুট বোর্ড। দর্শকদের জন্যও মেলার তরফ থেকে থাকছে বিশেষ বন্দোবস্ত। বইমেলা ভার্চুয়ালি দেখা যাবে কলকাতা বইমেলার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ও অফিসিয়াল ওয়েবসাইট মারফত। এছাড়াও থাকছে ঘরে বসে লাইভ মেলা পরিদর্শনের সুযোগ। মেলায় উপস্থিত ক্রেতা দর্শকদের জন্য থাকছে কিউ আর কোড স্ক্যান করে মেলার ডিজিটাল ম্যাপ এবং অংশগ্রহণকারীদের তালিকা জানার সুবিধা।

# বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

**বালি ৮ জানুয়ারি ঃ** বালির বিধায়ক তথা বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডা. রানা চ্যাটার্জীর সহযোগিতায় এবং শিশু জ্যোতি টাচিং লাইফ সংস্থার কর্ণধার চক্ষু বিশেষজ্ঞা ডা. ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জীর উদ্যোগে রবিবার বেলুড় বাজারে বিধায়কের অফিসে আয়োজিত হয় এক বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। দীর্ঘদিন ধরে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে যাতে ইতিমধ্যেই প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষের চক্ষু পরীক্ষা এবং তাদের চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা খরচে। বালির বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জী বলেন, এনজিওর মাধ্যমে সামাজিক এবং মানবিক কাজ আমরা করে থাকি। এই আই ক্যাম্পের মাধ্যমে মানুষের ছানি অপারেশন করা হচ্ছে। আমাদের কর্মকান্ডের গতি বেড়েছে। ৬টা ক্যাম্পের মাধ্যমে ৫০০র বেশি ছানি অপারেশন হয়েছে। ছানির জন্য যাতে কেউ অন্ধ হয়ে না যান এই আমাদের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর চোখের আলো প্রকল্পকে সামনে রেখে মানুষের চোখের আলো ফিরিয়ে দেব এই আমাদের অঙ্গীকার।

**বালি**

## জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মমতা

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রতিটি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদাভাবেই বৈঠকে বসবেন। আগামী বুধবার কালীঘাটের বাড়িতে প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। দলে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ ও তা নিয়ে বিতর্কের মাঝে এই বৈঠক তাতৎ পর্যপূর্ণ। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লোকসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে আসন সমঝোতা হবে কিনা, তা নিয়ে অপেক্ষা না করে রাজ্যের ৪২ আসনে প্রার্থী দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেক্ষেত্রে যে সব জেলায় গোষ্ঠীদ্বন্ধ তুঙ্গে এবং বিরোধী শিবির শক্তিশালী, সেই সব জেলাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

# কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের পথ চলা শুরু

কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের পথ চলা শুরু হল। কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ কলকাতা পুলিশের এই দশম ডিভিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সবমিলিয়ে ২০০রও বেশি পুলিশ কর্মী দায়িত্ব নেবেন ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার। এই ডিভিশনের আওতায় রয়েছে আটটি থানা। সেগুলি হচ্ছে হাতিশালা, পোলেরহাট, উত্তর কাশীপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, মাধবপুর, চন্দনেশ্বর, বোদরা ও ভাঙড়। এ ছাড়াও ওই ডিভিশনের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নতুন ভাঙড় ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হয়েছে।ডিভিশনে দু'জন ডিসি পদমর্যাদার আওতায় থাকছেন চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। প্রত্যেক থানায় থাকছেন ওসি, অতিরিক্ত ওসি, দশজন সাব ইন্সপেক্টর, চারজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, দু'জন সার্জেন্ট, ১২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, তিনজন মহিলা এএসআই, ৮০ জন কনস্টেবল, ৩০ জন মহিলা কনস্টেবল, ১২ জন গাড়ি চালক। ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডে থাকছেন একজন এসি, দু'জন ইন্সপেক্টর, ১৫ জন সার্জেন্ট, ১৫ জন এএসআই, ১০০ জন কনস্টেবল।

# জীবনযুদ্ধে জয়ের কাহিনি শোনালেন ক্যান্সার জয়ীরা

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** রক্তের বিবিধ রোগ, বিশেষ করে ব্লাড ক্যান্সারের মতো মারণ রোগও রুখে দেওয়া যায় প্রকৃত চিকিৎসার মাধ্যমে। জটিল ক্যান্সার রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা ক্যান্সারজয়ীরা শোনালেন তাঁদের ক্যান্সার জয়ের কাহিনি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পিকনিক গার্ডেন লীলা সেবা সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার মহাজাতি সদনে 'উজ্জীবন' নামে এক অনুষ্ঠানে তাঁরা জানান, ক্যান্সারের আরোগ্য শুধু যে সম্ভব তাই নয়, এই রোগ থেকে সেরে ওঠার পরে একেবারে স্বাভাবিক জীবনেও ফেরা যায়। বিগত কয়েক বছর ধরে উপযুক্ত চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগীদের সারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন যিনি সেই বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌম্য ভট্টাচার্য-র ডাকে কয়েকশো ক্যান্সার সারভাইভার রবিবার এসেছিলেন এই বার্ষিক মিলন উৎসবে।

এখানে তাঁরা নিজেদের ক্যান্সার জয়ের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। অনেকেই জানান, দেশ বিদেশে চিকিৎসা করিয়েও যখন তাঁদের ক্যান্সার রোগ সারছিলনা তখন সৌমবাবুর সান্নিধ্যে এসে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁরা ধীরে ধীরে ক্যানসারকে জয় করেছেন। সৌম্য ভট্টাচার্য বলেন, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে যে জটিল থেকে শুরু করে জটিলতর ক্যান্সার রোগকেও সারিয়ে তোলা যায়, এই ক্যান্সারজয়ীরাই তার উদাহরণ।

# আরামবাগে অবর বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে গাছতলায় ক্লাস নেন শিক্ষকরা

**বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলিঃ** আরামবাগ শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে মলয়পুর বামাপদ দত্ত স্মৃতি বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একেবারেই প্রত্যন্ত এলাকায় মূলত নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এই স্কুলে পড়তে আসে পড়ুয়াদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে গাছতলায় ক্লাস নেন শিক্ষকরা । অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে স্কুল। অথচ সেই স্কুলের ছাদ নেই। পড়ুয়াদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে গাছতলায় ক্লাস নেন শিক্ষকরা। অনেক আবেদন-নিবেদন করেও হাল ফেরেনি মলয়পুর বামাপদ দত্ত স্মৃতি বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্কুল হয়ে উঠেছে আতঙ্কপুরী। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। প্রশাসন সবই জানে। কিন্তু ফান্ড না আসায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতি করা যাচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে। আরামবাগ শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে মলয়পুর বামাপদ দত্ত স্মৃতি বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একেবারেই প্রত্যন্ত এলাকায়। মূলত নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এই স্কুলে পড়তে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মলয়পুর গ্রামের বামাপদ দত্তের পরিবার স্কুলের জন্য জমি দিয়েছিল। সেই জমির ৩৪ শতক জায়গার উপর ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয় মলয়পুর বামাপদ দত্ত নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। বর্তমানে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০২। রয়েছেন তিন জন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষিকা। চুনসুরকির গাঁথনি দেওয়া টালির ছাদের স্কুলে ক্লাসঘর পাঁচটি। তারমধ্যে চারটি ঘরের অবস্থা কহতব্য নয়। একটি তা-ও ঠিকঠাক। তারই একটি ঘরে প্রি প্রাইমারি ও ক্লাস ওয়ানের ক্লাস নেওয়া হতো। অন্য একটি ঘরে টু

এবং থ্রি-র ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করত। ক্লাস ফোরের ছাত্রছাত্রীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কখনও গাছতলায়, কখনও ভাঙা বিল্ডিংয়েই ক্লাস হতো। কিন্তু একদিন ক্লাসের ছাদের চাঙড় খসে খসে পড়ে এক পড়ুয়া জখম হওয়ার পর আর ক্লাসরুমে পড়ানোর সাহস দেখাননি শিক্ষকরা। অভিভাবকরাও চাননি। তারপর থেকে খোলা আকাশের নীচেই ক্লাস চলছে স্কুলের। তিন-চার বছর ধরে গাছতলাতে স্কুল চললেও কারও কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। অভিভাবকদের একজন বলেন, 'স্কুলের যা অবস্থা, তাতে আমাদের ছেলেকে পাঠাতেই ভয় হয়। কিন্তু আমরা গরিব। টাকাপয়সা তেমন নেই। তাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারি না। গ্রামের স্কুলেই পড়াই। এখানে স্যররা ভালোই পড়ান, যত্ন নেন। কিন্তু স্কুল বিল্ডিংয়ের যা অবস্থা তাতে ভয়েই আছি। আমাদের অনুরোধ স্কুল বিল্ডিং সারানোর বন্দোবস্ত করা হোক।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'বিল্ডিংয়ের সংস্কার না হওয়ায় বর্ষাটুকু বাদে অন্য সময়ে স্কুলের সামনে গাছতলাতেই ক্লাস নিতে হচ্ছে। আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' আরামবাগ পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'স্কুলটা ষাটের দশকের। স্টেট ফান্ডে আবেদন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করি তাড়াতাড়ি সারাই হয়ে যাবে।' আরামবাগের বিডিও বলেন, 'ওই স্কুলের ক্লাসরুম তৈরির প্রয়োজনীয়তা আছে। তাড়াতাড়ি যাতে তা হয় সেটা দেখা হচ্ছে।'

# ছাত্রছাত্রীদের সাপ্তাহিক উদযাপন সপ্তাহ পালিত হলো হাওড়া জেলার বাগনান দক্ষিণ চক্রের হাল্যান উচ্ছ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

**হাওড়া, ৮ জানুয়ারিঃ** সোমবার ছিল ছাত্রছাত্রীদের সাপ্তাহিক উদযাপনের শেষ দিন,গত ইংরেজি ২রা জানুয়ারি ছিল প্রথম দিন ঐদিন বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ও বই বিতরণের মাধ্যমে শুরু হয় আজ সোমবার নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুনীজন সম্মাননার মাধ্যমে শেষ হয়, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগনান ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ ইমদাদুল করিম, হাল্যান উচ্ছ বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডকুসুমুদ্দিন আলী,হাল্যান উচ্ছ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ জাহির, বাগনান ২নং ব্লকের এডুকেশনাল সুপারভাইজার কৌশিক দত্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌমিতা চক্রবর্তী,সহ বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক শিক্ষিকাগন, উল্লেখ্য বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৩৩০জন। উলুবেরিয়া রাজাপুর থানার অন্তর্গত সবিতা

ভক্তা স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ছাত্রছাত্রীরা, রাস্তার মধ্যে অবস্থিত স্পিড বেকার চলতি কথায় বাম্পার গুলিতে চিহ্নিতকরণ করল বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই অভিনব উদ্যোগের সাক্ষী হতে এবং উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শিকা সমুদ্রিকা সামন্ত, উলুবেড়িয়া ২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মদক্ষ রুমা মন্ডল, বানিবন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সত্যজিৎ মন্ডল সহ আরো অনেকে। এই অভিনব কর্মকাণ্ডের অভিভাবক তথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার চেটেল বলেন আমরা গত ২রা জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন কিছু না কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকৃতি পাঠশালা স্বচেতনতামূলক র্যালি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা নাটক ইত্যাদি। সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিদ্যালয়ের এসআই ম্যাডাম গত এক সপ্তাহে দুদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সকলকে সাধুবাদ জানান অভিনব কর্মকাণ্ডের জন্য। বানিবন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সত্যজিৎ বলেন প্রধান শিক্ষককে ধন্যবাদ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নতুন কিছু করে দেখানোর জন্য । অপরদিকে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের পরম্পরা অর্থাৎ পিঠে পুলির সাথে পড়ুয়াদের পরিচয় করাতে চলতি বছর ছাত্র সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে খাদ্য মেলার আয়োজন করতে নির্দেশ পাঠিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। সেই মর্মে ছাত্র সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারি সোমবার পিঠেপুলি ও খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হল শ্যামপুর কেন্দ্রীয় চক্রের অন্তর্গত সজনাগাছি স্পেশাল কেডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ওই দিন অভিভাকদের হাতে তৈরি রকমারি পিঠে পুলির সম্ভার নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হয় পড়ুয়ারা। পিঠে তৈরীর অতীত ইতিহাস, উপকরন, পদ্ধতি সম্পর্কে পড়ুয়াদের সম্যক ধারন দেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবশ্রী প্রধান। উপস্থিত ছিল পড়ুয়াদের ও অভিভাকরাও। মেলা শেষে সেই সব পিঠে পুলি ও বিদ্যালয়ে তৈরী পায়েস, মিষ্টির স্বাদ মহানন্দে উপভোগ করে পড়ুয়ারা। খাদ্যমেলা নিয়ে পড়ুয়াদের আগ্রহ দেখে বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্যামল গরানী ঘোষনা করেন প্রতিবছরই এই মেলার আয়োজন করা হবে স্কুল প্রাঙ্গণে।

# রিষড়ায় বোস হাউসে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র

**হুগলি, ৮ জানুয়ারিঃ** হুগলি জেলার রিষড়ার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। রিষড়ায় থাকা বোস হাউস থেকেই ছড়িয়েছিল সুভাষের অন্তর্ধান হওয়ার খবর। এমনকি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ রয়েছে রিষড়ার বোস হাউসের। সেই বোস হাউসের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে বেলুড় মঠের হাতে। সেই বোস হাউসে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনার বিষয় ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু সম্পর্ক সন্ধানে। সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সুগত বসু এবং নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইনচার্জ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি। মহারাজ। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কর্মকান্ডে রিষড়া বোস হাউসের নিবিড় যোগের বিষয়টি উঠে এসেছে সুগত বসুর কথায়। আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মারক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, ‘‘১৯৪১ সালে ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের খবর রিষড়ার বোস হাউস থেকেই বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই বছরেই খবর হয় নেতাজী কাবুল থেকে ইউরোপ পৌঁছে গিয়েছেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জাপানি কনসোল জেনারেল কাটসুমি ওকাজাকি শরৎ বসুর সঙ্গে রিষড়ার বোস হাউসে গোপনে দেখা করেন। সেখানে বসেই জাপান কী ভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগিতা করবে সেই নিয়ে কথা হয়। বার্লিন থেকে টোকিয়োর মারফত নেতাজির বেতার বার্তা ওকাজাকি শরৎ বসুকে পৌঁছে দেন। একই ভাবে শরতের বার্তা ও নেতাজির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় বেতার বার্তার মাধ্যমে। বেদান্তের আলোকে নেতাজির কর্মজীবন তুলে ধরেন স্বামী সর্বপ্রিয়নন্দজী মহারাজ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ পৌষ, ১৪৩০

## যৌন কেলেঙ্কারীতে স্টিফেন হকিং

**সম্পাদকীয়**

এপস্টাইন যৌন কেলেঙ্কারী এখন বিশ্ববিখ্যাত সংবাদে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় এপস্টাইন যৌন কেঙ্কোরীর সংবাদে ভরপুর। এবারে বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের নাম জড়িয়ে পড়লো। তিনি নাকি একাধিকবার এপস্টাইন দ্বীপে উপস্থিত হয়ে একাধিক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্ভোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গ উঠে আসতে শুরু করেছে। যে কোন মূল্যে সেই গুঞ্জন ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বান্ধবী গিসলেন ম্যাকওয়েল। সারা বিশ্ব জুড়ে এই যৌন কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে ছিল কিনা তার তত্ত্বতল্লাসি করতে শুরু করে দিয়েছে গোয়েঃদা বিভাগ। যদি ব্যাপারটা আদালতের অধীনে রয়েছে। এপস্টাইন মামলায় আদালতের নির্দেশে সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আদালত থেকে বলা হয়েছে যে এপস্টাইন কেলেঙ্কারী যদি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় তাহলে আরও বেশ কয়েকগুলি তথ্য উঠে আসতে থাকবে যা সকলের কাছে অজানা। তবে ভার্জিনিয়া জিওফ্রে স্টিফেন হকিংয়ের নাম উল্লেখ করেননি। ২০১৫ সালে গিসলেনকে ইমেল পাঠায় এপস্টাইন। তাতে বলা হয়েছিল যে ভার্জিনিয়ার আনা অভিযোগগুলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গিসলেনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। পাশাপশি হকিংয়ের নাম যাতে প্রকাশ না পেতে তার জন্য যেকোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল তারা। তবে ইমেলে হকিং এর যৌন নিগ্রহের কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। এপস্টাইন অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ইচ্ছাকৃতভবে হকিং এর নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০০৬ সালে এপস্টাইন যৌন মামলা শুরু হয়েছিল। নাবালিকা পাচার চক্র এবং যৌন নিগ্রহের সংবাদে ভরপুর হতে থাকে। এক সময়ে এস্টাইন এর ব্যক্তিগত দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। সেই অনুষ্ঠানের নানান ছবিতে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ক্যারিবীয় সাগরে একটি ব্যক্তিগত দ্বীপ তার নাম পিডো আইল্যাণ্ড। আমেরিকা ধনকুবের জেফ্রি অপস্টাইনের গোপন সামরাজ্য ছিল সেখানে। পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বিমানে করে উড়িয়ে নিয়ে আসা হতো এই দ্বীপে। বিমানের নাম ছিল 'লোলিটা এক্সপ্রেস'। অতিথিদের জন্য বিশেষ মালিস করে দেওয়ার জন্য দুশো ডলার করে দেওয়া হতো। নতুন মেয়ে জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারলে জুটতো আরও ইনাম। এছাড় ছিল ফ্লোরিডায় পাম বিচের বাড়ি। সেখানে যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটানো হতো। বাধ্য করা হতো নাবালিকাদের যৌন সংযোগ করানোর জন্য। তার জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা দেওয়া হতো নাবালিকাদের। তবে নাবালিকাদের পরে কী করা হতো তা অবশ্য জানা যায়নি। কেউ যদি বাইরে এসে খবর ফাঁস না করে দিত তার জন্য নিশ্চয় অন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তার সন্ধান করতে গোয়েন্দারা তৎপর হতে শুরু করেছে। নাবালিকারা যদি বাইর বের হয় সত্য খবর ফাঁস করে দেয় তার জন্য তাদেরকে হ্যতা করা হতো কিনা বা গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হতো কিনা হিংসাত্মক পশুদের সমানে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে গোয়েঃদারা। তব এ ব্যাপারে আদালত এখনও কোনও খবর ফাঁস করতে রাজি হচ্ছে না। তবে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হিলারি ক্লিন্টন যৌন কেলেঙ্কারী সম্পর্কে জানতেন না। সম্ভবত এপস্টাইন সম্পর্কে ক্লিনটন কোনও কিছুই জানতেন না। পরে তিনি বেশ কিছু জানতে পেরে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। আমেরিকার আর একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর নাম উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি পিডো বিচে গিয়েছিলেন। সেখানে কোনও মহিলার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। এর জন্য কত টাকা তিনি দিয়েছিলেন তা অবশ্য আদালত প্রকাশ করেনি। তবে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে গিয়ে সেই দ্বীপে বা বীচে যেভাবে যৌন কেলেঙ্কারীতে ফাঁসিয়ে দেওয়া হতো তাদেরকে হাতিয়ার করে কত টাকা লেনদেন হতো তা কিন্তুপ্রকাশ পায়নি এবং পাঠকদের সমানে এসে উপস্থিত হয়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে কয়েক লক্ষ ডলারের খেলা চলতো এই যৌন চক্রকে সামনে রেখে। তবে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের ভাই অ্যান্ড্রু সেখানে প্রায় যেতেন। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন সেখানে থাকতেন এবং রোজই মেয়েদের দিয়ে মালিশ করাতেন।

## আফগানিস্তানে মহিলা স্বাধীনতা হনন

তালিবানরা আরও বলেছে যে হক্কানিদের কালো তালিকায় রেখে আমেরিকা ঠিক কাজ করছে না। তাদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা তুলতে হবে। আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্যদের কালো তালিকায় রেখে আমেরিকার দোহার শান্তি ভঙ্গ করছে। তালিবান সরকারেরপ্রধানমন্ত্রী মোল্লা মহম্মদ হাসান আখুন্দ হক্কানি নেটওয়ার্কের সদস্য। অভ্যন্তরীন মন্ত্রী সিরাজুদ্দিন হক্কানি এইবিআইয়ের জঙ্গি তালিকায় রয়েছেন। শুধু আমেরিকা নয়, তালিবান সরকারের পাঁচজন সদস্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছেন। তালিবানদের সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। সেই কারণে শিরপঞ্জিতে পাকিস্তান বিরোধী মানসিকতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। গোটা আফগান জুড়ে পাকিস্তান বিরোধী লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তানকে আফগানরা সহ্য করতে পারছে না। তালিবানদের পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে, কোনও রকম প্রতিবাদ দেশে করা চলবে না। প্রতিবাদ করলেই শাস্তি মিলবে। এটা শুধু মুখের কথা নয়। ভাইরাল হয়ে দেখা গিয়েছে কয়েকটি ঘটনার। কাবুলের রাস্তায় বিক্ষোভকারী মহিলাদের ধরে চাবুক মারা হচ্ছে। কিন্তু তবুও মহিলাদের বিক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানের মহিলারা বলতে শুরু করে দিয়েছে, পাকিস্তান নিপাত যাক। রাজধানির বিভিন্ন স্থানের ইঃ টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে তালিবানরা। এদিকে তালিবানদের অধিকারকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকেরা। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রেমী নাগরিকেরা তালিবানদের শাসনকে বরদাস্ত করতে পারছে না। তারা এরপ্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। গোটা আফগান জুড়ে চলছে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান। তালিবানরা তা স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে বন্দুকের নল দিয়ে। বেশি দিন বন্দুক দেখিয়ে শাসন চলবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ক্রমশ তালিবান বিরোধী হাওয়া তৈরি হচ্ছে আফগানে। তালিবানরা মনে প্রাণে সাহস দেখালেও তারা ভয়ে ভয়ে রয়েছে। কাধে বন্দুক রয়েছে গুলি চালানোর কোনও নিষেধ না থাকার জন্য তালিবানরা সব ক্ষেত্রে নিজেদের মানসিকতাকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। কিন্তু এইভাবে একটি দেশকে শাসন করা যায় না। সেনা দিয়ে দেশ শাসন করা বেশি চলবে না সেটা বুঝতে পারছে না তালিবানরা। সরকারের সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ যদি না থাকে তাহলে সেই শাসন একটি সময়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে। কোনও আইনী শাসন নেই। তালিবান যোদ্ধারাই এখন আইনী শাসন কায়েম করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা শরিয়তি অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। ফলে বহু মহিলাদের ওপরে প্রকাশ্যে হামলা করতে দেখা গিয়েছে।

## ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

**তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও**

## কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

# শিক্ষা হবে মানুষ গড়ার কারখানা-বিবেকানন্দ

## স্বামীজির কথায় বার বার ধ্বনিত হয়েছে শিক্ষার কথা

**সম্বুদ্ধ দত্ত**

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করে সেখানকার সাধারণ মানুষ এমনকি দরিদ্রদেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিদ্যাজ্ঞান দেখে অন্তর থেকে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই স্বামীজির মুখে বার বার উচ্চারিত হয়েছে, 'হবে মানুষ গড়ার কারখানা' অর্থাৎ 'ম্যান মেকিং এডুকেশন'। তিনি মনে করতেন প্রকৃত শিক্ষা এমন হবে যা মানবচিত্তের অজ্ঞান ও অন্ধকার মুক্ত করে পূর্ণতা প্রকাশের সহায়ক হয়ে ওঠবে। স্বামীজির মতে ভারতের শিক্ষা কখনও আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ভাবনা থেকে আলাদা হতে পারেনা। কিন্তু আমার আমাদের সনাতনী আদর্শ ও সনাতনী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছি। ভারতের সনাতন আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন যা ভারতবর্ষের তথা ভারতবাসীর শরীর গঠনের একমাত্র এবং অন্তর্নিহিত শক্তি। এই সকল বিষয় থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়ে আজ আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক জীবন ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বামীজি এ কথাও স্বরন করিয়েছেন, ভারতবর্ষের শিক্ষা যেন কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় পরিনত না হয়। স্বামীজি তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ কালে উপলব্ধি করে ছিলেন, আমার যদি বহিঃবিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি তবে তার ফল কিন্তু মোটেই সুখকর হবেনা। বরং ফল হবে বিষময়। তাই ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যানের জন্য তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বেদান্ত ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁর পরেও স্বামীজির সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই গ্রহন যেন অন্ধ অনুকরণ না হয়। এই বিষয়টা আরও ভালো ভাবে বুঝতে স্বামীজি বলেছেন, সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতায় - মৃত্যু। প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু। আমরা আমাদের শক্তিশালী গড়ে তুলতে যতটা প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহন করব। নজর রাখতে হবে প্রাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতাহীন ভোগ সর্বস্য যান্ত্রিক সভ্যতা যেন আমাদের সনাতনী চেতনার অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

আমরা যেদিন থেকে অপর সকল জাতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম সেই দিন থেকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের পতন আরম্ভ হল। আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হচ্ছি ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকাতে পারবে না। অতএব আমাদেরকে পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে মিলতে ও একাত্ত হতে হবে। ভোগের ব্যাপারে কিরূপ সফলতা লাভ করা যায় আমরা তা প্রাশ্চাত্যের জাতিদের কাছে শিখতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে সেটা শিখতে হবে। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, আজকাল আমরা যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি দেখতে পাই, তাঁদের প্র্যায় কারো জীবন আশাপদ নয়। এখন আমাদের একদিকে প্রবীন হিন্দু সমাজ , অপরদিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। এই দুইয়ের মধ্যে আমি প্রাচীন হিন্দু সমাজকেই

গ্রহন করব। কারন সেখানে হিন্দু আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও তার একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু একজন প্রাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মানুষ একেবারে মেরুদন্ডহীন। সে চারদিক থেকে কতগুলো এলোমেলো ভাব পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে না আছে সামঞ্জস্য, না আছে শৃঙ্খলা। অতএব সেগুলোকে সে আপন করে নিতে পারেনি। বস্তুত কতগুলো ভাবের বদহজমে সামঞ্জস্যহীন হয়েছে। সে নিজের পায়ে দন্ডায়মান নয়। তাঁদের মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিরা ' ছিলেন। তাঁদের একটা দৃঢ়তা ছিল। কিন্তু সামঞ্জস্যহীন, ভারসাম্যহীন জীবরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারেনি। তাঁদের কি বলবো? পুরুষ না স্ত্রী, না পশু। সুতরাং আদর্শ হল আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সব প্রকার শিক্ষা। সব প্রকার শিক্ষা আমাদের নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয় ভাবে এই শিক্ষা নিতে হবে। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামীজি যে বার্তা ভারতবাসীকে দিয়ে গেছেন তা শুধু ভারতের শিক্ষা, ভারতীয়ের শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ নেই। তাঁর চিন্তিত শিক্ষা হল সমগ্র মানব জাতির শিক্ষা। তাই স্বামীজি মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, Education is the manifestation of the perfection already in man. প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে এমন শিক্ষা যা মানব প্রকৃতির অজ্ঞান - আবরনে উন্মচন করে তা পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠবে।

স্বামীজি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রথমেই জোর দিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের কারিগরদের উপর। এই কারিগরা হবেন ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারীণী। ব্রহ্মচারীরা সন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে শহর থেকে শহরে এবং প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে যাবে। জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষার আলো। ব্রহ্মচারীণীরা সেবার সঙ্গে নিরন্তর ভাবে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে চলবে। নারী শিক্ষাই উন্নত পরিবার ও উন্নত সমাজের ধারক ও বাহক। একজন নরীকে কিন্তু এই কাজ করতে হবে একেবারে দেশীয় পদ্ধতিতে। পুরুষদের জন্য যেমন কতগুলি শিক্ষা কেন্দ্র থাকবে । ঠিক একইভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতেও কতগুলো শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। শিক্ষিত ও সব চরিত্র ব্রহ্মচারীরাও ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরান, ইতিহাস, শিল্প, ঘর- গৃহস্থালির নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। তবেই নারী শক্তির পূর্ণতা পাবে এবং বিকাশ হবে। একটি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে মূল আধার হল নারী। একজন সুশিক্ষিত মা সুসন্তান গড়ে তোলে। সুসন্তান দ্বারা গড়ে ওঠে সুসমাজ। আর সুসমাজ তৈরি করে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী দেশ। তাই বিবেকানন্দ দেশ গঠনের জন্য একেবারে প্রথমেই জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর। স্বামীজি মনে করতেন শিক্ষা যেমন মানব চিত্তের অন্ধকার মুক্ত করে তেমনি মানুষকে যুক্তিবাদী করে তোলে । এবং যুক্তিবাদী মন মানুষকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী এবং বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। তাই স্বামীজির কথায় বার বার ধ্বনিত হয়েছে শিক্ষার কথা।

**স্বামীজির মতে ভারতের শিক্ষা কখনও আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ভাবনা থেকে আলাদা হতে পারেনা। কিন্তু আমার আমাদের সনাতনী আদর্শ ও সনাতনী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছি।**

# তিনিই সেই মানুষ, যিনি সমস্ত পৃথিবীর হয়ে দুঃখ পান

তনিই সেই মানুষ, যিনি সমস্ত পৃথিবীর হয়ে দুঃখ পান। নদীর অথই জলে মৃত শিশু ভাসতে দেখে আমি তো দুঃখ পাই না। বোমায় বিধ্বস্ত ঘরের মধ্যে একমাত্র বেঁচে যাওয়া রক্তাক্ত শিশুর জন্য কেঁদে উঠি না। লাখ লাখ মানুষ নদীতে ভাসতে দেখে, নারীশিশুকে ধর্ষিত হতে দেখে, পুরুষদের সার বেঁধে গুলি খেতে দেখে বেদনায় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরেনি। ২০২০, তুমি জানো না। যিনি মানুষ, তিনি ঝরাপালকের বেদনায়ও কষ্ট পান। এমনভাবে শিশিরভেজা ঘাসের বুকে পা ফেলেন যেন মাটির বুকেও কষ্ট না লাগে। আমার তো এমন হয় না। আমার কারণে কেউ হয়তো দুঃখ পান। চারদিকে এত অন্যায়, অমানবিকতা দেখি। অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা দেখি। গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণের কথা শুনি। হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের কথা শুনি। কই? আমি তো কোনো প্রতিবাদ করি না। চিৎকার করে বলি না। এসব চলবে না। আমি তো লজ্জায় মাথা নত করি না।

তোমরা এই অন্যায় মেনে নিয়ো না। কিন্তু আমি তো মেনে নিয়েছি। সেসবের পরও প্রতিদিন সড়কে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এরপরও তুমি আমাকে মানুষ বলবে? রাগ করো না ভাই। রাগে, দুঃখে, বেদনায় অনেক সময় নীল হয়ে যাই। মাথা ঠিক থাকে না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, তোমাকে কিছু গোপন বেদনার কথা বলব। যাকে ভালো বাসা যায়, তার সঙ্গে রাগও করা যায়। মৃত্যুর চেয়ে নিঃশব্দ আর কী হয়? কিসের মৃত্যু, কিসের ধ্বংস কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। খাই দাই। ঘুমাই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিই। সন্ধ্যা হয়। ভোর আসে। আবার আরেকটি ভোরের জন্য অপেক্ষা। যে সময় তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সে সময়ে প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে সারা দেশ। গরিব মানুষ নিশ্চয়ই শীতে কষ্ট পাচ্ছে। দারিদ্র্য বেশি, নিরক্ষরতা বেশি, শীত বেশি। প্রায় প্রতিবছর এখানে শীতে মানুষ মারা যায়। এবারও তারা শীতে হয়তো আরও বেশি কষ্ট পাচ্ছে। আমি তো লেপের মধ্যে শুয়ে নাক ডাকছি। অনেকগুলো কাপড় পরেও বলছি, আহ! কী শীত। আমি হয়তো অনেক কিছু বুঝি না। কতকগুলো মানুষ শীতে কষ্ট পাবে, সেটা তো বুঝি। কই আমি তো এসব মানুষের জন্য কিছু করছি না। এই যে ধরো না, আমাদের শিশুদের শৈশব বলে কিছু নেই। তোমার জানার কথা না। আমরা তখন শৈশবে। আমরা জানি। আমাদের শৈশব কত আনন্দের ছিল। সে সময় পড়ালেখা ছিল অকাজ। কাজ ছিল গ্রীষ্মের দুপুরে ঢিল ছুড়ে আম পাড়া। পাখি ধরা। নদীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটা। ঘুড়ি ওড়ানো। দাঁড়িয়া বান্ধা, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন আরও কত কী খেলা। রাতে বড়দের কাছে গল্প শোনা। জোনাকি ধরা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘোরাঘুরি। সে এক দারুণ সময়! তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না। এখনকার শিশুরা সেসব চিন্তাই করতে পারে না। আমরা বড়রা তাদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছি। কেড়ে নেওয়া উচ্চারণটা দুর্বল লাগছে। শৈশব হরণ করছি বা লুট করছি। তাদের কেবল পড়া, পড়া আর পড়া। প্রচণ্ড শীতের ভোরে নিজের ওজন থেকে বেশি ওজনের বইয়ের বোঝা নিয়ে স্কুলে যাওয়া। স্কুল থেকে ফিরে

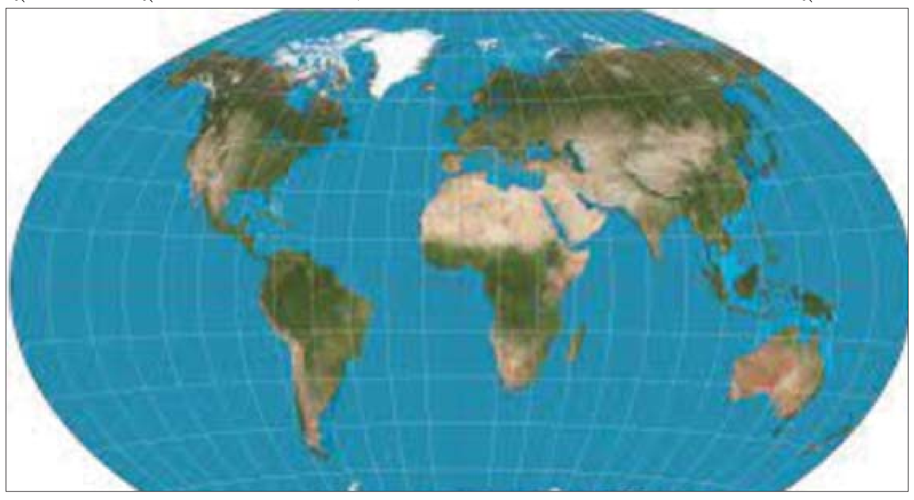

কোচিং। কোচিং থেকে ফিরে বাড়িতে টিচারের কাছে পড়া। খেলার মতো তাদের সময় কই? এমনকি ঠিকমতো ঘুমাতেও পারে না। মাত্র এক দুই নম্বর কম পেলে অভিভাবকদের সে কী বকাঝকা! এই তো কয়েক মাস আগের ঘটনা। চাঁদের মতো ফুটফুটে দুটো শিশু অরণি, আলভি। নিজের মা গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। পড়াশোনায় একটু অমনোযোগী ছিল। এইটুকু তাদের অপরাধ। এখনো বাতাসে ফিরছে এই শিশুদের মৃত্যুর গন্ধ। কোনোভাবে এটা মেনে নেওয়া যায়? এত মিষ্টি দুটো শিশু। আমি নিশ্চিত তুমি দেখলে চোখের জল ধরে রাখতে পারতে না। আমি পেরেছি। আমাদের শিশুদের শৈশব হরণ করার বিরুদ্ধে, বর্তমাননির্ভর শিক্ষার বিরুদ্ধে। আমি কি চিৎকার করে বলেছি, মানুষ রক্ত দিয়ে যে দেশ স্বাধীন করে, সে দেশে এ অনিয়ম চলবে না। এসব বন্ধ করতে হবে। আর এ জন্যই তোমাকে বললাম, একসময় আমিও মানুষ ছিলাম।আরও অনেক কষ্টের কথা আছে। সব কি আর বলা যায়? আগে আমরা গরিব ছিলাম। কিন্তু আমাদের একজনের প্রতি অন্যজনের গভীর ভালোবাসা ছিল। মায়ামমতা ছিল। আবেগঅনুভূতি ছিল। মানুষের সুখেদুঃখে অন্তরাত্মা দিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করতাম। এখন মধ্য আয়ের দেশ আমাদের ঐশ্বর্য দিচ্ছে। কিন্তু কেড়ে নিচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের, ভালোবাসা, সহমর্মিতা। কাছে থাকা, পাশে থাকার মানসিকতা। আমরা ক্রমশ একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন আগের মতো কেউ কারও কথা শোনে না। তুমি এতটা সময় আমাকে দিলে। অনেকটা সময় নিয়ে আমার কথা শুনলে। তোমাকে বেদনার কথা বলতে পেরে কিছুটা হালকা লাগছে। বিদায়ের আগে একটু অনুরোধও করে রাখি তোমাকে। আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে। বলা যায় অনেক বেশি মন খারাপ করেছে। তুমি ওদের মতো হয়ো না। তুমি ভালো হয়ে এসো। আপন হয়ে এসো। বন্ধু হয়ে এসো। তোমাকে নিয়ে যেন কারুর কাছে আমাদের অভিযোগ করতে না হয়। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, মত, পথ হয়তো আলাদা। কিন্তু আমাদের দুঃখ, আমাদের অশ্রু, আমাদের আনন্দ, আমাদের রক্তের রং সব এক। স্রষ্টার কাছে সবাই সমান। কারও প্রতি তার বৈষম্য নেই। বিগ ব্যাং নামে একটি বিখ্যাত থিওরি আছে। এই থিওরি মতে, ১০ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর আগে এক মহা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের যাত্রা। তরপর পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। গ্যালাক্সির চারদিকে ঘুরছে সূর্য। আবার নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে অতিক্ষুদ্র ইলেকট্রন। এমনি করে জন্মের পর মৃত্যুও একটা চক্র। এই চক্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ থাকবে। তোমার কাছে প্রার্থনা, এই মানুষ যেন ভালো থাকে। নিউটন একসময় মনে করতেন, সবকিছুর অবস্থান এই প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির কোনো অনিশ্চয়তা নেই। তাই আমাদের ওপরও কোনো অনিশ্চয়তা নেই। নিউটনের এই মনে করা আমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। আমরা প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে প্রার্থনা, তুমি আমাদের অনিশ্চয়তা, দুঃসময়, আমাদের দুঃখবেদনাকষ্টের কারণগুলো আর যেন ফিরে না আসে।

অনেক নাপাওয়ার মধ্যে একটি ভালো খবর দিই। তোমার আসার মাত্র দুদিন আগে একটি নির্বাচন হলো। তোমাকে উপহার দিলাম একটি নতুন সরকার। তুমি তাদের সঙ্গে থেকো। তারা যেন একটি নতুন ভোর এনে দেয়। সেই সুন্দর একটি ভোরের অপেক্ষায় থাকব আমরা।

## আন্তর্জাতিক কোর্টে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার মামলা হয়েছিল। সেখানে পুতিনকে অপরাধী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ফলে পুতিন বিশ্বের আর কোনও স্থান সফর করতে পারেন না। তিনি বিশ্বের যে কোনও স্থানে গেলে তাঁকে গ্রেফতার করাহতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এবারে প্যালেস্টাইন গণহত্যার কারণে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এবারে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারে জি-২০ সম্মেলনের যোগদান করেছে। তার ফলে তাদের শক্তি এখন বলতে গেলে অধিক। তারা আদালতের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে অবিলম্বে ইজরায়েলকে যুদ্ধ থামাতে হবে। আন্তর্জাতিক কোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকা আবেদনপত্র জমা দেওয়া সময়ে বলেছে যে ইজরায়েল যা করেছে তা জেনোসাইড বা গণহত্যার সামিল। ওর গাজায় প্যালেস্টাইনীদের ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশ হিসাবে প্যালেস্টাইন আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হলোকাস্টের পরে যে চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ করতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। আংশিক বা কিছু ক্ষেত্রে মানবজাতিকে ধ্বংস কর দেওয়ার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। আদালতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কথা বললেও এখনও পর্যন্ত শুনানির দিন ধার্য করা হয়নি। আসিজে রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বোচ্চ আদালত। দ্য হেগে এই আদালতের রায় আগে বহু উপেক্ষা করেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র। ২০২২ সালে মার্চ মাসে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধ এখনও চলছে। সারা রাত ধরে খান ইউনিসে ইজরায়েল হামলা করে চলেছে। তার ফলে সেখানকার বাসিন্দা পালাতে শুরু করেছে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া দিকে। গত ২৪ ঘন্টায়প্রায় ১৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি মতে আরও বেশি বলা হয়ে থাকে। সার বিশ্ব জুড়ে যখন ইজরায়েলের বিরদ্ধে প্রতিবাদ হতে শুরু করে দিয়েছে তখন আমেরিকা ইজরায়েলকে অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে। শরনার্থী শিবিরে হামলা করতে শুরু করেছে ইজরায়েল বাহিনী। ইজরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হাসপাতাল. ধর্মীয় স্থানে এবং শরনার্থী শিবিরে হামাস জঙ্গিরা আত্মরক্ষার জন্য গা ঢাকা দিতে শুরু করেছে। হামাস জঙ্গিদের ধরে দরে মারা হচ্ছে। তাতে সাধারণ মানুষের কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ হামাস জঙ্গিদের পচ্ছন্দ করছে না। তারাই ইজরায়েল বাহিনীকে খবর দিচ্ছে কোথায় হামাস জঙ্গিরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। জোর করে হামাস ভয় দেখিয়ে প্যালেস্টাইন সাধারণ নাগরিকদের ভীত করে তুলেছে। তার ফলে ইজরায়েল বাহিনী ৎখন সেখানকার নিরীহ মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তখন হামাস জঙ্গি সংগঠন থেকে বলা হচ্ছে ইজরায়েল সেনাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা চলবে না। তাদের সাহায্য গ্রহণ করলে মরতে হবে। তার ফলে প্যালেস্টাইন সাধারণ নাগরিকেরা ইজরায়েলের সাহায্য নিতে ভয় পেতে শুরু করেছে। এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন তিনি হামাসকে একোবরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ইজরায়েলকে রক্ষা করতে যা যা করতে হবে তা তিনি করতে থাকবেন। তাতে বিশ্বের কেনও শক্তি বাধা দিতে পারবে না। ইজরায়েলকে রক্ষা করা কেউ যদি গ্যারানিট দিতে পারে তাহলে তাদের সঙ্গে ইজরায়েল কথা বলতে পারে। ইজরায়লে রক্ষা করার কেউ গ্যারান্টি দিতে পারছে না বলেই ইজরায়েল নিজেকে রক্ষা করতে শুরু করেছে। এতে কোনও অপরাধ হয় না। আত্মরক্ষা করার অধিকার সবার রয়েছে।

## দিল্লিতে মহিলাদের ওপরে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে

দিল্লিতে মহিলাদের ওপরে অপরাধের সংখ্যা ১৪,১৫৮টি। যার মধ্য ধর্ষনের সংখ্যা ১২০৪চি। দিল্লিতে মহিলাদের ওপরে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। ২০২১ সালের তুলনায় ৪ শতাংশ অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে দিল্লিতে। মহিলা এবং শিশুদের ওপরে অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার পরিবর্তন কালে সবচেয়ে বেশি হিংসা ছড়ায় রাজ্যগুলিতে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে। আসামে রাজনৈতিক হিংসা ছড়ায়। তবে পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা বেশি করে রাজনীতি করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে। তার ফলে পুরুষরা মহিলাদের ওপরে অত্যাচার করতে ভয় পায়। এই সব মহিলা সংগঠনগুলি অতি সক্রিয়। তারা মহিলাদের ওপরে অত্যাচার হলে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এবং পুলিশি সহায়তা পায়। ভারতের ধর্ষনের সংখ্যা হয়েছে ২৮,৫৪৫টি। আগের বছরের তুলনায় আড়াই হাজার বেশি। সবচেয়ে ধর্ষনের বেশি সংখ্যায় নথিভুক্ত রয়েছে রাজস্থানে। সেখানে ৫,৩৯৯টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। কলকাতায় ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে ১১টি। দিল্লিতে ১২০৪জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষনে দিল্লিতে অতিক্রম করে গিয়েছে জয়পুর এবং ইংদোর। কলকাতা আইনী অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ২০২২ সালে কলকাতায় খুন হয়েছে ৩৪ জন। যা বলতে গেলে ভারতের অন্য ১১ শহরের তুলনায় কম বলা যেতে পারে। এর জন্য কলকাতা পুলিশকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তারা অতি সক্রিয়। হাজার রাজনৈতিক বাধাবিপত্তির মধ্যে থেকেও অপরাধীকে ধরতে দ্বিধাবোধ করে না। যদিও রাজনৈতিকপ্রভাব কাজ করে পুলিশের ওপরে। তবে কলকাতা পুলিশ ইচ্ছা করতে যে কোনও সময়ে অপরাধীকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক চাপ থাকার ফলে পুলিশপ্রকৃত অপরাধীকে ধরতে সময় নেয়। তবে অপরাধী ছাড়া পায় না। তাদের ওপরে কলকাতা পুলিশের নজর থাকে। কলকাতা শিশু হত্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে।

# পুরনো পেনশন স্কিমের দাবিতে রিলে অনশনে রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরনো পেনশন স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আন্দোলনে সরব হল রেলওয়ে মজুর ইউনিয়ন। সমগ্র দেশব্যাপী বিগত কয়েক বছর ধরেই তারা এই দাবিতে আন্দোলন করে চলেছে। আবারও সেই নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরানো পেনশন স্কিম চালু করা দাবিতে আন্দোলনে সরব হল রেলওয়ে মজুর ইউনিয়ন ৮ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি এই চারদিন দেশব্যাপী দেশের সমস্ত রেল দপ্তরের সামনে রিলে অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এনজেপি এডিআরএম অফিসের সামনে রিলে অনশনে বসেন রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের জংশনও এনজেপি শাখার মহিলা সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদিকা তুলতুল ঘোষ জানান, তাদের সংগঠন লাগাতার এই দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। যতদিন না তাদের দাবি কেন্দ্র সরকার সহানুভূতির সঙ্গে না দেখছে ততদিন তাদের সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

# আন্ডার পাশের দাবীতে আবার জাতীয় সড়ক অবরোধ বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি ঃ আন্ডারপাশের দাবিতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করল বর্ধমানের মীরছোবা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। বারংবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে আন্ডারপাশের জন্য দাবী জানালেও তাদের দাবি কর্ণপাত করেনি কর্তৃপক্ষ, তাই ফের একবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা। সোমবার জাতীয় সড়কের উপর বসে পরে কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দা। এরজেরে মীরছোবা এলাকায় জাতীয় সড়ক ছয় লেন সম্প্রসারণের কাজ আটকে যাওয়ার পাশাপাশি ঘন্টাখানেকের অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে আটকে বহু যানবাহন। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরী হয়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি বর্ধমান শহরের মীরছোবা এলাকার ১৬নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন ১৯ নং জাতীয় সড়কে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এর আগে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করা হলে তাদের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। তাদের বলা হয়েছিল শীঘ্রই আন্ডারপাশের ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু রাস্তার কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছালেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী, শহরের ১৩ ও ১৬ নম্বর দুটি ওয়ার্ডের মাঝ দিয়ে গেছে জাতীয় সড়ক। এই এলাকায় লক্ষাধীক মানুষের বসবাস। প্রত্যেকদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ সহ স্কুল, চিকিসার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাতীয় সড়ক পারাপার করতে হয়। জাতীয় সড়কে দ্রুতগতি যানবাহন চলাচলের জন্য পথ দূর্ঘটনার সবসময় ভয় থাকে। তাই এলাকার আন্ডারপাশের খুবই প্রয়োজন বলে বাসিন্দাদের দাবী। সোমবার দুপুর ৩ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে স্থানীয়রা, এতে ১ কিলোমিটার লম্বা যানবাহনের লাইন পরে যায়। বর্ধমান থানার আই.সি সুখময় চক্রবর্তী বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেন তাদের দাবী প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দেবেন, তারপরই উঠে যায় পথ অবরোধ। উল্লেখ্য, মাস খানেক আগেও তারা আন্ডারপাসের দাবিতে ওই একই এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করলে বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার সাংসদ এস এস অহলুওয়ালিয়াও তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন যা নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়। তৃণমূলের ওই এলাকার কাউন্সিলার রাসবিহারী হালদারও কটাক্ষ করেছিলেন সাংসদকে। এই ঘটনার মাস চার পাঁচ কেটে গেলেও আন্ডারপাসের কাজ শুরু না করেই রাস্তার কাজ শেষ করতে চলেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

# বাস ধর্মঘট রামপুরহাট মহকুমায়

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ জানুয়ারি ঃ হিট এন্ড রান কেসের ক্ষেত্রে নতুন আইন জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কেন্দ্রীয় কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘটে নেমেছেন ড্রাইভাররা। বছরের শুরুতেই সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন দিন ধর্মঘট ডেকেছেন ট্রাক ও বাস চালকরা। সোমবার রামপুরহাট মহকুমা জুড়ে আজকে বাস চালকরা কর্ম বিরতির ডাক দেন। ১৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে রামপুরহাট বাস স্ট্যাণ্ডে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস। বাস চালক খুরশেদ আলম বলেন, কেন্দ্রীয় কালা কানুনে চালকদের দশ বছর কারাদণ্ড এবং সাত লক্ষ দশ হাজার জরিমানা করার যে বিধান রেখেছে তার বিরুদ্ধে রামপুরহাট মহকুমার চালকরা আজকে একদিনের কর্মবিরতি রেখেছে। কেন্দ্র সরকার এই কালা কানুন প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আজকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো কোনো জায়গাই এই বিরতি চলছে। পরে একযোগে এই বিরতি হবে। বীরভূম জেলা বাস মালিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সুনীল কুমার ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় ন্যায় সংহিতা কালা কানুনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে চালকরা আন্দোলন চালাচ্ছে। সোমবার এই আন্দোলন রামপুরহাট মহকুমা জুড়ে চলছে। উল্লেখ্য, রামপুরহাট কেন্দ্রীয় কালা কানুন নয়া প্রবর্তিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় বর্ণিত 'হিট অ্যান্ড রান' আইন, অর্থাৎ, ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আইনের প্রতিবাদ চলছে দেশ জুড়ে।

## পূর্ব রেলওয়ে

**টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৪৬, তারিখ ০৫.০১.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউ-নিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/২৬/২৩-২৪/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম** ঃ এএসটিই/II/শিয়ালদহ-এর আওতাধীনে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,৪৩,৩৮৬.৯৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪৪,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ** ঃ ১৮.০১.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ** ঃ ০১.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ০১.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **www.ireps.gov.in** -এ বিশদ পাওয়া যাবে। **যে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। SDAH-332/2023-24

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**OFFICE OF THE DUNDAR GRAM PANCHAYAT**
**(UNDER RAIPUR PANCHAYAT SAMITY)**
**BIRUDI, HALUDKANALI, BANKURA**
**TENDER NOTICE**

E-NIT Memo No-655/DGP/23 Dated 26/12/23, 656/DGP/23 Dated 26/12/23 10/DGP/24 Dated03/01/24, 11/DGP/24 Dated03/01/24 Pradhan Dundar GP invited Tenders from experienced bidders for execution of total 9 (Nine) Numbers works under 5th SFC and 15th CFC (23-24)For more details visit https://wbtenders.gov.in and office of the Dundar GP.

**Sd/- Pradhan**
**Dundar Gram Panchayat**

**Khandari Gram Panchayet.**
**Unara-Jambedia , Bankura**

e-NIT No.-10/KGP/23-24 Dated-03/01/2024
e-NIT No.-11/KGP/23-24 Dated-03/01/2024
e-NIT No.-12/KGP/23-24 Dated-03/01/2024
e-NIT No.-13/KGP/23-24 Dated-03/01/2024
*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.wbetnder.gov.in and Khandari Gram panchayet Office.

**Sd/-**
**Pradhan**
**Khandari Gram Panchayat**

**Raghunathpur Gram Panchayat**
**P.O -Bagha -Dist- Bankura**

The prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat, hereby Invites sealed e-Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, e-NIT No. 05/2023-24, e-NIT No. 06 & e-NIT No. 07 dated 04/01/2024. All information available www.wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Prodha**
**Raghunathpur Gram Panchayat**

চূড়ান্ত দুর্ভোগে নিত্যযাত্রীরা

# কেন্দ্রের নতুন পরিবহন নিতে বাতিলের দাবিতে জেলা জুড়ে বাস ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ এবং কর্ম বিরতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন জাতীয় পরিবহন নীতির প্রতিবাদে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ চলছে গাড়ির চালকদের। বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি বন্ধ রেখেছে চালু করা। সোমবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাড়িয়ালে চাঁচলগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গাড়ির চালকরা। অবরোধ তুলতে ঘটনাস্থলে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায় অবরোধ। পাশাপাশি সামসি ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। কিন্তু এই নতুন আইন বাতিল না হলে গাড়ির চালকদের কর্মবিরতি উঠবে না বলে দাবি করেছেন চালকেরা। অন্যদিকে চাঁচল এলাকাতেও সামসি, সাওবাগিছি, চাঁচল বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক জায়গায় অবরোধ করে গাড়ি চালকেরা। যার ফলে চূড়ান্ত যাত্রী দুর্ভোগ হয়। চালকদের অভিযোগ আগের আইন অনুযায়ী কোন দুর্ঘটনা হলে তাদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা হতো। কিন্তু নতুন আইন অনুযায়ী ১০ বছরের জেল এবং ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। যেটা কোন গাড়ির চালকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই আইন বাতিল না করলে তারা গাড়ি চালাবে না বলেই হুঁশিয়ারি। হরিশ্চন্দ্রপুরে অ্যাম্বুলেন্স চালক সানজুর আলম বলেন, কেন্দ্র সরকারকে এই আইন দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে। এটাই আমাদের দাবি। না তো আমরা কর্ম বিরতির ডাক দেব অনির্দিষ্টকালের জন্য। চাঁচলের বাস চালক শান্তনু দাস বলেন, আমরা বাধ্য হয়ে বাস বন্ধ রেখেছি। এই আইন লাগু হলে আমাদের এই পেশাতে থাকা যাবে না। ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা এই আইন বাতিলের দাবি করছি। কলিগ্রামের বাসিন্দা সৌমেন রায়চৌধুরী বলেন, আমাকে প্রত্যেকদিন পিএইচির কাজের জন্য মালদা যেতে হয়। সরকারি বাসের সংখ্যা খুব কম। বেসরকারি বাস বন্ধ থাকায় চূড়ান্ত দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের দাবি ঠিকঠাক ভাবে বাস চলুক। প্রশাসন দেখুক যাতে যাত্রীদের দুর্ভোগ না হয়। আইএনটিইউসির বেসরকারি বাস সংগঠনের জেলা সদস্য অনিমেষ বসাক জানান, এটা মূলতঃ চালকেরা বন্ধ রেখেছেন। আমরা নৈতিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। যাত্রী দুর্ভোগ হোক এটা চাই না। সমস্ত দিক বিচার করে দেখব।

# হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ লাশের পাহাড়, দূষিত হচ্ছে এলাকা

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ৮ জানুয়ারি ঃ হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ লাশের পাহাড়! খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল যেখানে খড়গপুর মহকুমার প্রায় বেশিরভাগ থানারই মৃতদেহ আসে পোস্টমর্টেমের জন্য। সঙ্গে রয়েছে রেল। বিভিন্ন পুলিস কেসের যে সমস্ত মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের এসেছে তার মধ্যেই বেওয়ারিশ যে সমস্ত মৃতদেহ এসেছে সে সমস্ত বেওয়ারিশ মৃতদেহ পড়ে রয়েছে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। গত অক্টোবর মাস থেকে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে চল্লিশটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। প্রশাসনিক কিছু জটিলতার কারণে মৃতদেহ গুলির সৎকার করা সম্ভব হয়নি বলেই জানিয়েছেন খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডা. গৌতম মাইতি। যদিও ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে। খুব শীঘ্রই বেওয়ারিশ মৃতদেহগুলির

সংকার করা হবে বলেই জানাচ্ছেন তিনি। তবে যেভাবে মৃতদেহ জমে রয়েছে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে তাতে কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। মৃতদেহ দীর্ঘদিন পড়ে থাকার ফলে দেহে পচন সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে দূষিত হচ্ছে এলাকা। এভাবে যদি মৃতদেহ জমতে থাকে তাহলে খুবই সমস্যা সৃষ্টি হবে আগামী দিনে হাসপাতালে। এই এক কথায় মেনে নিয়েছেন হাসপাতালে সুপার। তবে তিনি আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন খড়গপুরের মহকুমা শাসককে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে এবং তিনি পুরো বিষয়টি বিভিন্ন থানাকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন। কোন থানার কতগুলি মৃতদেহ এখানে জমে রয়েছে। হাসপাতালে সুপার জানাচ্ছেন বেশিরভাগ মৃতদেহ জমে রয়েছে রেলের। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে খড়গপুর মহকুমা শাসক পুরো বিষয়টির দিকে ইতিমধ্যেই নজর দিয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সেই সমস্যার সমাধান এখনও না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের এই সমস্যার সমাধান হবে কবে।

# ৯৯ কচ্ছপ সমেত গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ ট্রেনের সংরক্ষিত কামরা থেকে কচ্ছপ সহ গ্রেফতার উত্তরপ্রদেশের যুবক। পাচার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল ৯৯টি কচ্ছপ। গ্রেফতার করেছে মালদা টাউন স্টেশনের আরপিএফ। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বন দফতরের হাতে তুলে দিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিস। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, ১৩৪৩০ আনন্দবিহার- মালদা টাউন এক্সপ্রেসের এস-৫ কোচে এক যুবকের কাছে সন্দেহজনক চারটি ভারী ব্যাগ দেখা যায়। বন দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে আরপিএফ।

**Office Of The Para Gram Panchayet**
**PO: Para PS: Para Dist: Purulia**
**NOTICE INVITING e-TENDER No.**

12/2023-24/5Th FC, 2nd call of 11/2023-24/ 15th FC & 2nd call of 10/2023-24/5th SFC e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From 09/01/2024 ii) Last date of submission of e- tender with documents: 23/01/2024 For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

**Sd/-**
**Pradhan**
**Para Gram Panchayet**

## পূর্ব রেলওয়ে

**ই-টেন্ডার নং ঃ ১১_২০২৩-২৪, তারিখ ০৫.০১.২০২৪।** ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ ইঞ্জিনিয়ারিং (গতি শক্তি ইউনিট), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ** ঃ আরওবি-র উভয় প্রবেশেপথের জন্য বিশদ গঠন সংক্রান্ত নকশা, সকল কাজের/নির্মাণের অঙ্কন, ভিতের বিভিন্ন উপাদানের অ বকাঠানো ও অধিকাঠামোর এবং আনুষঙ্গিকের নকশা সমেত সাঁইথিয়া আরওবি-র উভয় প্রবেশপথের সাধারণ ব্যবস্থার অঙ্কন (জিএডি) প্রস্তুতি ও দাখিল। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,১৩,৪২,৪১৬.৬০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ২,০৬,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ২৯.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-433/2023-24

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**e-Tender Notice**

Shialdanga GP under Jagatballavpur Block Howrah **E-tender vide NIT No. : SGP/NIet/985/2024 (04 NOS).** Last Date of Bid Submission : **24.01.2024 up to 9.30 A.M.** and opening date 29.01.2024 for more information **https://wbetender.gov.in**

**Office of the Purulia-II Panchayat Samiti**
**Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com**

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various developmental works as follows E-Tender Notice No. (1)WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 08/2023-24 2nd call (2) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 03/ 2023-24 3rd call (3) WBPUR/EO/P-II/ NIT(e): 07/2023-24 2nd call (4) WBPUR/ EO/P-II/NIT(e): 02/2023-24 3rd call (5)WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 02/2023-24 4th call (6) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 19/2023-24 For more details, intending contractors may also visit www.wbtenders.gov.in and may follow the office notice board for further updates.

**Sd/- Executive Officer**
**Purulia-II Panchayat Samiti**

**OFFICE OF THE GRAM PANCHAYAT**
**SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT**
**NOTICE INVITING TENDER NO:09 /2023-2024 DATE:04/01/2024**

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 3 (Three) Nos. of Different nature of Work. Date of Download of Tender Paper:-On 06/01/2024 9.00 am to 22/01/2024 6.00pm. Date of Submission of Tender Paper , Others Paper: On 06/01/2024 9.00 am to 22/01/2024 6.00pm. The Technical bid & Financial Bid will be open:-On 25/01/2024 2.10 pm. For further details please visit the office of the undersigned.

**Sd/- Prodhan**
**Srirampur Gram Panchayat**

**HDFC BANK**
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

**বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ**

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **১৬ জানুয়ারি** ২০২৪ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

| ক্রম নং | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতাদের নাম | বকেয়া পরিমাণ ৫ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত | বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | xxxx7720 | কবিতা লোহিয়া | ৩,৫৫,২২২.৬৩ | ০৯ জানুয়ারি ২৪ |
| ২ | xxxx8382 | রবীন্দ্রনাথ শর্মা | ৬,২২,৪৫৫.১১ | ২৯ ডিসেম্বর ২৩ |
| ৩ | xxxx4617 | সুব্রত প্রামাণিক | ৭,২১,৫৫৯.০৩ | ০৯ জানুয়ারি ২৪ |
| ৪ | xxxx3664 | দেবরাজ রায় | ৯,৭১,০৯১.২১ | ০৯ জানুয়ারি ২৪ |
| ৫ | xxxx7084 | বিপ্লব কুমার মিশ্র | ৪১,৩৫৫.৪৪ | ০৯ জানুয়ারি ২৪ |
| ৬ | xxxx9160 | মুকুল রঞ্জন দাস | ৪,৪২,৯৯৯.০২ | ০৯ জানুয়ারি ২৪ |
| ৭ | xxxx0889 | প্রবীর ভাস্কর | ৫০,৬৩৪.০০ | ২৯ ডিসেম্বর ২৩ |
| ৮ | xxxx4213 | মহঃ নৌসদ আলম | ৩২,৯৪৭.৯০ | ০৯ জানুয়ারি ২৪ |

তারিখ- ৯।১।২০২৪
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

**OFFICE OF THE**
**DAHAPARA GRAM PANCHAYAT**
**UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK**
**PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302**
**e mail: dahaparagp@amail.com**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 03 (4th CALL)/ DGP/ 15th FC/ 2023-24, 06 & 07 & 08 (2nd CALL)/ DGP/15th FC/2023, 09 & 10/ DGP/ 15th FC/ 2023-24 Dated: 04-01-2024. The last date for online submission of tender is 23-01-2024 up to 11.00 Hours. For details please visit website. https://wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Mira Roy**
**(Prodhan, Dahapara GP)**

## e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows :

1. Name of work:- Annual maintenance work related with High Mast Lighting System installed at Santragachi Bus Terminus under HRBC for 12-Months. Tender ID -2024_HRBC_640655_1 e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/17/23-24

Last date of submission of bid (online) is **25.01.2024** up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

**Office of the Pradhan**
**Kenda Gram Panchayat**
**Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia**

NOTICE INVITING e-TENDER NO-16/2023-24/KGP(2 nd Call), Dated: 05.01.2024 Bid submission end date-20.01.2024 – 4 pm. Bid open Date (Technical)- 22.01.2024 – 6pm. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.

**Sd/- Pradhan**
**Kenda Gram Panchayat**

## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

**ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৪/০১।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **টেন্ডার নং ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৫০-২০২৩, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া-খড়গপুরের কাজ সম্পাদন ঃ সিনি. ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র আওতাধীনে এইচ-বিম স্লিপারসমূহের আনুপূর্বিক ফিটিংস নবীকরণ (টিএফআর)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৩,৪৯,৫১৬.৪৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৭১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০১.২০২৪। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১১.০১.২০২৪ থেকে ২৫.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-1002)

**Office of the Pradhan**
**Kenda Gram Panchayat**
**Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia**

NOTICE INVITING e-TENDER NO-17/2023-24/KGP, Dated: 04.01.2024 Bid submission end date-13.01.2024 – 10 am. Bid open Date(Technical)- 15.01.2024 – 2 pm. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.

**Sd/- Pradhan**
**Kenda Gram Panchayat**

**Office of the**
**Chhaighari Gram Panchayat**
**Daulatabad Murshidabad**
**e-N.I.T. No. 12/2023-24**

e.-N.I.T.-12 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 04 (Four) no. work under Chhaighari Gram Panchayat from 09.01.2024 to 16.01.2024. N.B.: Details my be obtained from http://etender.wb.nic.in & from this office during office hours.

**Sd/- Prodhan**
**Chhaighari Gram Panchayat**
**Daulatabad, Murshidabad**

**RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT**
**Under JANGIPARA Block**
**P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY**

Notice Inviting E-Tender No.420/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_636902 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.424/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640153 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.427/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640163 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.425/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640158 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.426/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640161 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.428/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640315 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.423/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640148 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.422/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640145 Date 03.1.2024
Notice Inviting E-Tender No.421/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640041 Date 03.1.2024
The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the total 9 (Nine) different works. Fund:15th FC. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from 10/01/2024 at 6.30 PM up to 23/ 01/2024 at 1.00 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 10/01/2024 at 6.30 PM. Date of Opening of Technical Bid(Online) on 25/01/2024 on 2.00PM. For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Prodhan**
**Radhanagar Gram Panchayat**

**Office of the Prodhan**
**Krishnapur Gram Panchayat**
**Kaliachak-III Dev. Block, Malda**
**Vill+P.O.: Krishnapur, P.S. : Baishnabnagar, Dist : Malda**
**E-NIT No. : 05 (e)_2nd Call /KGP/2023-24 Dated: - 05/1/2024**

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 16 (Sixteen) Nos. different work(s). Date of downloading bidding documents from 8th January, 2024 at 11.00 Hrs. to 23rd January, 2024 at 16.00 Hrs.Time and Date and place for opening of Technical Bids online on 25th January, 2024 at 16.15 Hrs.For details Contact office Notice Board.

**Sd/- Pradhan**
**Krishnapur Gram Panchayat**

**Panchghara Gram Panchayat**
**Jaykrishnapur, Begampur, Hooghly.**
**NOTICE OF INVITING TENDER**

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: NIT NO: PGP/005/2024, DT: 05/01/2024, Sl No: 1, NIT NO: PGP/006/2024, DT: 05/01/2024, Sl No: 1 and NIT NO: PGP/ 007/2024, DT: 05/01/2024, Sl No: 1 to 3 Bid submission start date (Online) 05/01/2024 at 4.00 pm and last date for online Bid submission up to 22/01/2024 4.00 pm. The details information and uploading / Downloading are available in the website http://wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Pradhan,**
**PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT**

**Uluberia Municipality**
**Tender Notice**
**Notice Inviting e-Tender No. -**
**WBMAD/UM/527/e-Tender/2023-24 Dated : 06.01.2024**

(Earth work in Re-Excavation of Drainage Channel's from Biswa Das's Shaw Mill to Jahingir Mollick's House in ward no 07 under Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

**Sd/-**
**Executive Officer,**
**Uluberia Municipality**

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Dy. Ch. Engineer/SWM-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

**(1) NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/23**
Name of work : **New Electrical installation of BOHD Charging system at WD 115 (BOHD Charging Garage) & 116 (Ward Office) in Br.-XIII under SWM Deptt., KMC;** Estimated Amount : ₹ **2,32,560.98**; Earnest Money : ₹ **4,700.00**; Period of Completion : **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/24**
Name of work : **New Electrical installation of a Compactor Station with a Triple Machine at WD 111 (Near Gosthotala) in Br.-XI under SWM Deptt., KMC;** Estimated Amount : ₹ **3,52,439.83**; Earnest Money : ₹ **7,100.00.**

**(3) NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/25**
Name of work : **New installation of Water Purifier with Cooler with allied works at WD Offices (WD - 111, 112, 113) in Br.-XI under SWM Deptt., KMC;** Estimated Amount : ₹ **3,35,282.63**; Earnest Money : ₹ **6,800.00.**

**(4) NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/26**
Name of work : **New Electrical installation of a Compactor Station with a Single Machine at WD 93 (Near Lake Gardens Super Market Area) in Br.-X under SWM Deptt., KMC;** Estimated Amount : ₹ **2,09,528.98**; Earnest Money : ₹ **4,200.00**; Period of Completion : **20 days (For Sl. No. 2 to 4)**; Last date and time of submission of bid : **22.01.2024 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **D.G. (S&D), KMC** invites e-tender online Item rate two bid system for following work :
**NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-10/2023-2024**
Name of work : **Thorough overhauling, repairing and replacement of defective parts of 4 Nos. 5 Ton chain pulley blocks at DWF station and 1 No. 7.5 Ton chain pulley block at SWF Station including other structural works of PBPS (Drg.)/S&D;** Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted rate**; Period of Completion : **15 days**; Last date and time of submission of bids : **19.01.2024 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **10.01.2024 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
**NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/292 (1st Call)**
Name of work : **Restoration of Akra Road from Bartala Girls School to Bartala Madrasa due to construction of covered nikashi drain by S&D Department in Ward No. 140 under Br.-XV;** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,37,030.26 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of sumbission of all bid : **20.01.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **10.01.2024 (12 Noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (M)/Roads, KMC** invites e-tender online quotation two bid system for following works :
**(1) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-21/2023-24**
Name of work : **Repairing of Gate-1 of plant and allied works of drum mix Plant-2 under Asphaltum Goragacha;** Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Last date and time of sumbission of bid : **22.01.2024 - 1 pm**; Bid opening date for technical proposal : **24.01.2024 - 2 pm.**
**(2) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-23/2023-24**
Name of work : **Supply, fitting of different bearing, V-belt, Hydrallic pipe etc. for the batch mix plant under Asphaltum Goragacha;** Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **9,500.00**; Period of Completion : **7 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of sumbission of bid : **22.01.2024 - 12 Noon**; Bid opening date for technical proposal : **24.01.2024 - 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **13.01.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works :
**(1) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IV/27/01/23-24/308 (1st Call)**
Name of the work : **Development of bustee passage at 123/2 A.P.C. Road and others slum area in Ward No. 27, Br.-IV;** Estimated Amount : ₹ **4,95,337.38 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **90 days**; The bid forms and other details of the above mentioned tender are available on and from **13.01.2024 (5 pm).**
**(2) NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/IX/71/23-24/286 (1st Call)**
Name of work : **Repairing and renovation work of public toilet at Crossing of Debendranath & Dhirendranath Ghosh Road near Ground Floor Ward Office in Ward No. 71, Br.-IX (KMC) under ODF+ Scheme;** Estimated Amount : ₹ **4,52,500.00 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **180 days**; Last date and time of sumbission of bid : **25.01.2024 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid opening date and time for technical proposals : **27.01.2024 at 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **13.01.2024 (5 pm).** The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Deputy Chief Engineer (Elect.)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for following work :
**NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-16/2023-2024**
Name of work : **Overhauling, Cleaning, Refilling and Hydro testing of existing ABC type fire Extinguishers at D.W.F. and S.W.F. Stations of PBPS (Drg.)/S&D;** Estimated Cost : ₹ **1,30,222.00**; Earnest Money : ₹ **2,700.00**; Period of Completion : **7 days**; Last date and time of submission of bid : **24.01.2024 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **15.01.2024 (10 am)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :
**(1) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-03/23-24**
Name of work : **Repairing of leaks of filter water supply S/Mains of 250mm, 200mm, 100mm dia at 95 Swinhoe Ln., 2/1 Bediadanda 1st Ln., 113E, 3/1 Dr. G.S. Bose Rd. in Ward No. 67;** Estimated Amount : ₹ **2,46,536.00**; Earnest Money : ₹ **4,950.00.**
**(2) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-05/23-24**
Name of work : **Repairing of old and damaged KMC stand post, Replacing of G.I. Pipes, Washing of ferrules & other allied works near premises No. 17 Tiljala Ln., 61A Topsia Rd., 143/23 P.G. Rd., 12 Tiljala Ln. etc. in Ward No. 66;** Estimated Amount : ₹ **1,91,677.00**; Earnest Money : ₹ **3,850.00**; Period of Completion : **9 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **20.01.2024 - 1 pm / 22.01.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 & 2).**
**(3) NIT No. : KMC/WS/West/W068/T-03/2023-24**
Name of work : **Restoration of existing F.W. supply by replacement & relaying of damaged, sedimented service mains & G.I. utility pipes near 1 No. Kankulia Rd., 38 No. Kankulia Bangal Gali, 16 Plot Jamir Lane etc. & others works in Ward No. 68;** Estimated Amount : ₹ **1,96,857.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **21 days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **20.01.2024 - 1 pm / 22.01.2024 - 1.30 pm**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

1242/23-24

# ভুটানের রাজপরিবারের পৈতৃক এলাকায় ভূমি দখল করছে চীন

**ভুটান, ৮ জানুয়ারিঃ** ভুটানের রাজপরিবারের পৈতৃক এলাকায় বড় ধরনের ভূমি দখল করছে চীন। দেশটির সঙ্গে সীমান্ত আলোচনা চলাকালে বেইজিং নির্মাণকাজ বন্ধ করেনি। স্যাটেলাইট চিত্রে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এক মাসেরও কম সময় আগের স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যায়, উত্তর-পূর্ব ভুটানে অবৈধভাবে জমি দখল ও স্থাপনা নির্মাণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছে চীন। এটি বিস্ময়কর গতির ইঙ্গিত দেয়, ভুটানের বেউল খেনপাজংয়ে নদী তীরবর্তী এলাকায় শহরায়ন করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগতভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই এলাকায় ভুটানের রাজপরিবারে ভিটেও রয়েছে। মাক্সার টেকনোলজিসের তোলা এসব চিত্রে দেখা গেছে, ২০২১ সালেও উপত্যকার যেই যেই অংশ ফাঁকা ছিল, ২০২৩ সালে সেখানে গড়ে উঠেছে ইমারত। ভারতের দার্জিলিংয়ের উত্তরে চীনের সীমান্তে ভুটানের অবস্থান। মাত্র ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই পাহাড়ি দেশটির ক্রমে চীনের গ্রাসে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভুটানের জাকারলুং উপত্যকার বেশ কিছু উপগ্রহচিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। ভুটানের জমিতে মূলত গ্রাম ও সেনাছাউনি তৈরি করছে চীন। উপগ্রহচিত্রে দেখা গেছে, ভুটানের যে অংশে চীন জমি দখল করছে, সেখান থেকে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে। সম্প্রতি যেখানে চীনের অবৈধ নির্মাণের খোঁজ পাওয়া যায়। জাকারলুং প্রদেশ সংস্কৃতিগত দিক থেকে ভুটানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। এই দখলদারিত্বের ফলে ভূমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে ভুটানের সংস্কৃতিও চীনা আগ্রাসনের গ্রাসে হারিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। চীনের এই আগ্রাসনের বিষয়ে তেমন কিছুই করার নেই ভুটানের প্রশাসনের। কারণ চীনকে ঠেকানোর মতো ক্ষমতা দেশটির নেই। তাই সংঘাত এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে চীনের সঙ্গে সীমান্তের বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা করছে ভুটানের কর্মকর্তারা। ১৯৯৮ সালে জাকারলুংসহ একাধিক বিতর্কিত এলাকার মর্যাদা প্রসঙ্গে চীন ও ভুটানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে ভুটানে হস্তক্ষেপ না করতে রাজি হয় চীন। কিন্তু ওই চুক্তিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

## শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**ঢাকা, ৮ জানুয়ারিঃ** জয়ের জন্য এবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা চতুর্থবারের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন আওয়ামী লীগের চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের নির্বাচনে ২২৩ টি আসনে জিতেছে আওয়ামী লীগ। এই সঙ্গে টানা ৮বার সংসদ সদস্য হিসাবে জিতেছেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক। আগেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আম এবং অন্যান্য উপহারও পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকেও পাল্টা উপহার পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করতে কপিল মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য এবং শেখ হাসিনার জন্য আমার অভিনন্দন রইল।

# এই প্রথম রাতের অন্ধকারে কার্গিল এয়ারস্ট্রিপে নামল বিমান

**শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি ঃ** সাফল্য ভারতী বায়ুসেনার গরুর বাহিনীর। এই প্রথম রাতে কার্গিলে নামল বায়ুসেনার কোনও বিমান। কার্গিল এয়ারস্ট্রিপে রাতের অন্ধকারে নামল ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৩০জে বিমান। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এই অবতরণের এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। সমূদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই এয়ারস্ট্রিপ। শুধু তাই নয়, এটি হিমালয়ের কঠিন ভূখণ্ডে অবস্থিত। তাই, এখানে দিনেরবেলাই বিমান নামানো পাইলটদের জন্য চ্যালেঞ্জের। রাতের অন্ধকারে তো চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি। কাজেই, এটা ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এক নতুন মাইলফলক বলা যায়।

রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এই অবতরণের এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা লিখেছে, ‘‘সম্প্রতি প্রথমবার, আইএএফ-এর সি-১৩০জে বিমান কার্গিল এয়ারস্ট্রিপে রাতে অবতরণ করেছে। বায়ুসেনা আরও জানিয়েছে, এর জন্য তারা টেরাইন মাস্কিং এনব্যুট ব্যবহার করেছে।

আর এই অবতরণের ফলে, বায়ুসেনার গরুর বাহিনীর এক প্রশিক্ষণ অভিযানও শুরু হয়েছে। তবে, এই প্রশিক্ষণ অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানায়নি আইএএফ। তবে, কার্গিলের চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে, বিশেষ করে অন্ধকারে সফলভাবে সি-১৩০জে বিমান অবতরণ করানো আইএএফ-এর পাইলটদের দক্ষতার পরিচয়।

শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে বায়ুসেনার অভিজাত বাহিনী, গরুড়-এর প্রশিক্ষণ অভিযানের সূচনা বায়ুসেনার সূক্ষ্ম পরিকল্পনারও পরিচয়। বায়ুসেনা আরও জানিয়েছে, এই অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের বায়ু এবং স্থল শাখার মধ্যে সমন্বয়ের অনুশীলনও হয়েছে। ফলে, পাহাড়ি পরিবেশে যে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য তারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছে বায়ুসেনা।

**২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন**

# রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আগরতলায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

**আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ** আগামী ২২ জানুয়ারি ভব্য রামমন্দির উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ রবিবার রাজধানী আগরতলা শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ ও মজদূর মনিটরিং সেল। এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ সংগঠনগুলির নেতা ও সমর্থকরা। শোভাযাত্রা শুরুর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ভগবান শ্রীরাম শান্তি এবং মর্যাদার প্রতীক। এই রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা আগামী ২২ জানুয়ারি। এই দিনটি দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। পাশাপাশি দিনটি দেশবাসীর জন্য আবেগভরা। যার জন্য ৫০০ বছর ধরে লড়াই করতে হয়েছে। অবশেষে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রামমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে। এদিন প্রত্যেক বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্বলন করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কারণ রাম যখন ১৪ বছর বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরেছিলেন, তখন আবার গ্রাম অন্ধকার থেকে আলোকে সজ্জিত হয়েছিল। তাই সকলে যাতে বাড়িতে এবং নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত ভগবানের মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন তার জন্য আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

**মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য সুখবর!**

# সৌদির সঙ্গে বিশেষ চুক্তি ভারতের, কী সুবিধা মিলবে তাতে?

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** ভারত থেকে আরও বেশি করে ধর্মপ্রাণ মানুষ যাতে হজে যেতে পারেন, তারজন্য উদ্যোগ নিল মোদী সরকার। সৌদি আরবের সঙ্গে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, দেড় লাখের বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ যেতে পারবেন হজে। বর্তমানে সৌদি আরব সফর করেছেন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। হজ নিয়ে জেড্ডায় সৌদির হজ সংক্রান্ত মন্ত্রকের মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজানের সাথে একটি বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকের পর একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুয়ারে, চলতি বছর থেকে ১.৭৫ লাখের বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ হজে যেতে পারবেন। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১ লাখ ৪০ হাজার মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ভারত থেকে হজে যেতে পারতেন। এবার থেকে কোটা বৃদ্ধি পেয়ে হল ১ লাখ ৭৫ হাজার। এতে ধর্মপ্রাণ মানুষরা উপকৃত হবে বলে জানানো হয়েছে। ২০২৪ সালে যাঁরা হজে যেতে ইচ্ছুক, গ্রুপ অপরেটরদের মাধ্যমে যেতে পারবেন বলে মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে। ২০২৪ সালে হজযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে সৌদি আরবের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তির কথা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেছেন স্মৃতি ইরানি।

## অভিনেতার জন্মদিনে ব্যানার লাগাতে গিয়ে মৃত ৩

**বেঙ্গালুরু, ৮ জানুয়ারি ঃ** কর্ণাটকের অভিনেতা যশের জন্মদিনে ব্যানার লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল তিন যুবকের। গতকাল কর্ণাটকের গদগ জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনজন । লক্ষেশ্বর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । আজ ‘কেজিএফ’ খ্যাত অভিনেতা যশের জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে এদিন ভোরবেলা গদগ জেলার সুরনাগি গ্রামে একটি উঁচু জায়গায় প্রিয় অভিনেতার জন্মদিন লেখা ব্যানার লাগাতে গিয়েছিলেন ওই তিন যুবক। ব্যানার লাগানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই তিন যুবকের।

# নিউ জলপাইগুড়ি ও মালদা টাউনের মধ্যে রেলের স্পিড বৃদ্ধি

**মালিগাঁও, ৮ জানুয়ারি,** ভারতীয় রেলওয়ের নিজের হাই-ডেনসিটি নেটওয়ার্কের মধ্যে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করতে পরিকাঠামোর উন্নয়নে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা সেকশনে ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগের পরীক্ষা সফলভাবে করা হয়। নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা (২৩২ কিমি) এবং মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি (২৩২ কিমি) সেকশনে আপ ও ডাউনে এই গতিবেগের পরীক্ষা করা হয়। অসকিলেশন মনিটরিং সিস্টেমের জন্য একটি কোচ সহ এলএইচবি টাইপ স্টকের ২২টি কোচের রেকের দ্বারা গতিবেগের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সেকশনাল স্পিড বৃদ্ধি করাটা ভারতীয় রেলওয়ের কাছে সর্বদাই একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন সেকশনে সেকশনাল স্পিড ১১০ কিমি থেকে ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল। প্রক্রিয়াগত অংশ হিসেবে, সেকশনটির সেকশনাল স্পিড বর্তমানের ঘণ্টা প্রতি ১১০ কিমি থেকে ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পূর্বে ২০২৪ সালের ০৭ জানুয়ারি কনফার্মেটরি অসিলোগ্রাফ কার রান (সিওসিআর) সফলভাবে পরিচালনা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, সুপার এলিভেশন বৃদ্ধি, কার্ভ-এর ট্র্যানজিশন দৈর্ঘ বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয় যাতে বর্ধিত গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা।

এই পরিকাঠামোগুলির উন্নয়নের ফলে ট্রেনের পরিচালনামূলক গতি বৃদ্ধি পাবে, যা যাত্রীদের যাত্রার সময় অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সেকশনটি ঘণ্টা প্রতি ১৩০ কিমি গতিবেগ প্রবর্তনের জন্য উপযুক্ত হবে, যা প্রায় ২০ মিনিট সময় বাঁচাবে।

# ১৪ দফা দাবি আদায়ে আগরতলায় চার ঘণ্টার গণঅবস্থান ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের

**আগরতলা, ৭ জানুয়ারিঃ** বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবি সহ মোট ১৪ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রবিবার আগরতলায় চার ঘণ্টার গণঅবস্থান পালন করল ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। গণঅবস্থানে সংগঠনের নেতারা দাবিগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কর্মচারী বঞ্চনার বিভিন্ন অভিযোগও তুলেন তাঁরা।

কর্মচারী সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করেন, দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন বেতন পাচ্ছেন ত্রিপুরার কর্মচারীরা। বাম আমলেও বঞ্চনা ছিল। কর্মচারী সংগঠনগুলি বঞ্চনা অবসানের জন্য বিভিন্ন সময় আন্দোলনমুখী হয়েছে। তার পর ২০১৮ সালের আগে বিভিন্নভাবে কর্মচারীদের দুহাত তুলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোনামুড়ায় এসে বলেছিলেন, সরকার গঠনের পর সপ্তম বেতন কমিশন দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেছে দ্বিতীয়বার বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও রাজ্যের কর্মচারীরা প্রায় ২৬ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা পিছিয়ে আছে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের থেকে।

কর্মচারীরা সরকার গঠনে বড় ভূমিকা পালন করলেও দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে বাম আমলের নীতি থেকেও আরও খারাপ নীতি বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে চলছে। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না।

গণঅবস্থান থেকে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে বকেয়া ২৬ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করা হোক। সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করা হোক। অবিলম্বে সকল অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত বেতনক্রম চালু করা হোক।

# ডিসেম্বর মাসে ১২৫২টি পণ্যবাহী রেক আনলোড

**মালিগাঁও, ৮ জানুয়ারিঃ** অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসে ১২৫২টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অর্থবর্ষে দশ হাজারের বেশি পণ্যবাহী রেক উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেন্ট, কয়লা, অটোমোবাইল, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ডিসেম্বর, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৭০৫টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৯৯টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৯৩টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৯টি রেক, মণিপুরে ৬টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৬টি রেক এবং মিজোরামে ৬টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২১১টি পণ্য রেক ও বিহারে ২০৬টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের এবং বৈদ্যুতিকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পণ্য আনলোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে।

# ৪ বছরের শিশু বান্ধবীকে উপহার দিল সোনার বার

**ব্রেজিং,৮ জানুয়ারিঃ** বলার অপেক্ষা রাখে না, শিশুরা শুদ্ধতা ও সরলতার প্রতীক। আর এরই প্রমাণ মিলেছে চীনে। নার্সারিপড়ুয়া চার বছরের এক শিশু তার সহপাঠী বান্ধবীকে সোনার একটি বার দিয়েছে। এমনি এমনি কিন্তু সে এই বার দেয়নি। শিশুটি তার ‘বাগ্‌দানের’ উপহার হিসেবে বান্ধবীকে এটি দিয়েছে। জানা গিয়েছে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশে এমন ঘটনা ঘটেছে। আর সেই সোনার বারের মূল্য ১৫ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ১৬ লাখ ৫০ টাকা)। বান্ধবী বাড়ি ফিরে মাবাবাকে এ উপহার দেখানোর পর তাঁদের চোখ চড়কগাছ। শিশুকন্যার কাছ থেকে তাঁরা জেনেছেন, তার এক সহপাঠী তাকে এই বার দিয়েছে। এরপর নিজেরা আত্মস্থ হয়ে মেয়েকে বললেন, পরদিন স্কুলে গিয়ে যেন সে বন্ধুকে ওই সোনার বার ফেরত দেয়। কন্যাশিশুটির মা বলেন, একপর্যায়ে তিনি ও তাঁর স্বামী মেয়ের ছেলেবন্ধুর মাবাবার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। ছেলের মাবাবা তাঁদের কাছে ক্ষমা চান এবং বলেন, তাঁরাই ছেলেকে বলেছিলেন, তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর জন্য এই সোনার বার গচ্ছিত রাখা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা আশা করেননি, এটা সে গোপনে নিয়ে কাউকে দেবে। মেয়ের মা অন্যান্য অভিভাবককে এ বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানান, যাতে এমন কিছু না ঘটে। ইতিমধ্যে এ ঘটনা অনলাইনে বেশ মজা ও হাসির জন্ম দিয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা আদুরে এ বন্ধুত্বের প্রতি অনেক ভালোবাসা জানিয়েছেন। অনেকে আবার এ ধরনের অনেক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী লিখেছেন, ছোট্ট ছেলেটির সাহস আছে। অকপটে ২০০ গ্রাম ওজনের সোনার বার দিয়ে দিল। আরেকজন লিখেছেন, ‘আমার শাশুড়ি আমাকে একটি ব্রেসলেট দিয়েছিলেন। আমার ছেলে জানতে চায়, সে তার সহপাঠীকে এটি দিতে পারে কি না। কারণ, তার সহপাঠী দেখতে সুন্দর। আমি মনে করছি, আমার তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, সে আমার কাছে জানতে চেয়েছে।’ তৃতীয় আরেক ব্যক্তি লিখেছেন, ‘আমার মেয়ে যখন প্রথম শ্রেণিতে, তখন তার এক ছেলে সহপাঠী তাকে নগদ ২০০ ইউয়ান দিয়েছিল। জানার পর সেদিন সন্ধ্যায়ই ছেলের মাবাবাকে তা দিয়ে দিয়েছিলাম।’ গত বছরের মে মাসে চীনের অল্প বয়সী এক ছেলে তার মায়ের সোনার একটি চুড়ি নিয়ে তার স্কুলের এক মেয়েকে দিয়ে দেয়। পরে ছেলেটির মা জানান, শ্রেণিশিক্ষক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তাকে সতর্ক করেছিলেন। ওই মা পরে যখন ছেলের কাছে এমন কাজ কেন করেছে জানতে চেয়েছেন, সে তখন বলেছে, ওই মেয়েটি কিন্ডারগার্টেন থেকে তার বন্ধু। তাই সে তাকে ওই চুড়ি দিতে চেয়েছে।

## রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয়রাও

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** চলতি মাসের ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। সেই রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে প্রবাসী ভারতীয়রাও বঞ্চিত হবেন না।

প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়্যারে সরাসরি সম্প্রচারিত করা হবে অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এছাড়া বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসেও এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।


**Name Change**
I MADHUSUDAN SUREKHA, S/O LATE BISHWANATH SUREKA, R/O 134, TILAK ROAD BYE LANE, WARD NO 14, RANIGANI, PASCHIM BARDDHAMAN -713347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUSUDAN SUREKA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, MADHUSUDAN SUREKA AND MADHUSUDAN SUREKHA, SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I SAMSUL HAQUE & SAMSUL HAUQE,SON OF SHER ALI, RESIDING AT T-367/1,PANCH PARA ROAD,P.O-BARTALA,P.S-RAJABAGAN, KOLKATA-700018,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMSUL HAQUE MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024.THAT SAMSUL HAQUE & SAMSUL HAUQE ALSO SAMSUL HAQUE MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I SRIJAN SUREKHA, S/O MADHUSUDAN SUREKA, R/O TILAK ROAD BURNS PLOT, RANIGANJ, PASCHIM BARDDHAMAN -713347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRIJAN SUREKA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, SRIJAN SUREKA AND SRIJAN SUREKHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**
I Charu ROY,Son of BANI KANTA ROY, Residing at Natun Pally Purba Para,P.O- Sonarpur, Kolkata -700150,West Bengal.Shall henceforth be known as CHARU CHANDRA ROY vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 08/01/2024.That Charu ROY and CHARU CHANDRA ROY all are the same and one identical person.

**Name Change**
I SOMENATH CHOWDHURY,SON OF ADHIR CHOWDHURY, RESIDING AT BARBARIA COLONY NUTANPARA,DHANTALA,NADIA-741501,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMNATH CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024.THAT SOMENATH CHOWDHURY AND SOMNATH CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I NEMAI CHANDRA PAL, S/O MADAN MOHAN PAUL, R/O NASIBPUR, HOOGHLY -712223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEMAI PAUL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, NEMAI CHANDRA PAL AND NEMAI PAUL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Soddam Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Saokat Ali Mandal, ঠিকানা Vill- Ankipur, P.O.- Rajendrapur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ /০১/ ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saddam Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saddam Hossain (নতুন নাম) এবং Soddam Hossain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I SUMAN MOHISH, C/O BIKASH MAHISH, R/O VILL NIMTALA, PO PIRAKATA, PS SALBONI, DIST PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721516, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN MAHISH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, SUMAN MOHISH AND SUMAN MAHISH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**
I KAR JHARNA, W/O BIRU KAR, R/O MG ROAD, RAMPRASAD NAGAR, NORTH DUMDUM (M), NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JHARNA KAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, JHARNA KAR AND KAR JHARNA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Md Sahid Ali Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Ohabe Mandal, ঠিকানা Vill- Salua, P.O.- Salua, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743247, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahid Ali Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahid Ali Mandal (নতুন নাম) এবং Md Sahid Ali Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I MALAY MAITI, S/O HANSARAJ MAITY, R/O VILL CHANPI ( DAKSHIN UTTAR PARA), PS MAHISHADAL, EAST MEDINIPUR -721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALAY MAITY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, MALAY MAITI AND MALAY MAITY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SUBHAJIT KAR, S/O BIRU KAR, R/O MG ROAD, RAMPRASAD NAGAR, NORTH DUMDUM (M), NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUBHAJIT KAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, SHUBHAJIT KAR AND SUBHAJIT KAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Md Rafikul Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Yad Ali Mondal, ঠিকানা Vill- Sajinatala, P.O.- Ghoshalati, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rafikul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rafikul Mondal (নতুন নাম) এবং Md Rafikul Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I AMINA BEGAM,WIFE OF ROSTAM SK, RESIDING AT KINGKARPUR,CHANCHAL,BARDHAMAN-713151,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMINA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 08/01/2024.THAT AMINA BEGAM AND AMINA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I MANOJ KU SAMANTA, S/O LATE SUBASH CHANDRA SAMANTA, R/O FLAT NO 405, VISTAS TOWER -9, UNIWORLD CITY, NEW TOWN, RAJARHAT, KOLKATA - 700156,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR SAMANTA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, MANOJ KU SAMANTA AND MANOJ KUMAR SAMANTA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**নাম পরিবর্তন**
আমি,Lipika Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Rafikul Mondal, ঠিকানা Vill- Sajinatala, P.O.- Ghoshalati, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮/ ০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Lipika Khatun Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Lipika Khatun Mondal (নতুন নাম) এবং Lipika Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I AZAD ALI,SON OF SK MAJID, RESIDING AT 12 KARIM BUX ROW, COSSIEPORE, KOLKATA - 700002,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. AZAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 08/01/2024.THAT AZAD ALI AND MD. AZAD ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I,Moumita Mondal, Daughter of Rabin Mondal, Residing at 538,S N Banerjee Road,Ghola C Block,Panihati, North 24 Parganas - 700110,West Bengal.Shall henceforth be known as Moumita Das Mondal Vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 08/01/2024.That Moumita Mondal and Moumita Das Mondal all are the same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Abdul Jahir Mondal Md Abdul Jahed Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Attapuddin Mandal, ঠিকানা- Vill P.O.- Kalinagar, P.S.- Sandeshkhali, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743442, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮/ ০১/ ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdul Jaher Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdul Jaher Mandal (নতুন নাম) এবং Abdul Jahir Mondal Md Abdul Jahed Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Salema Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Q Badaruzzaman, ঠিকানা Vill- Katiahat, P.O.- Katiahat, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Salema Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Salema Begum (নতুন নাম) এবং Salema Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I DEBARATI GUPTA, DAUGHTER OF NIRMAL BOSE, RESIDING AT BL-15,FL-1B,SUNNY SEASON, SONARPUR, SOUTH24PARGANAS-700103,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBARATI BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024.THAT DEBARATI GUPTA AND DEBARATI BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Provash Chandra Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Rajeswar Biswas, ঠিকানা Bahadurpur, P.O.- Belmuri, P.S.- Dhaniakhali, Dist- Hooghly, Pin- 712302, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Probhas Chandra Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Probhas Chandra Biswas (নতুন নাম) এবং Provash Chandra Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Naznin Parvag (পুরাতন নাম) পিতা Quazi Babruzzaman, ঠিকানা Vill- Katiahat, P.O.- Katiahat, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Naznin Pervez (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Naznin Pervez (নতুন নাম) এবং Naznin Parvag (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I MD ASGAR ALI MOLLICK,SON MATALEB MOLLICK, RESIDING AT DOSATINA MOLLIK PARA, BISHNUPUR, SOUTH24PARGANAS-743503,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASGAR MOLLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024.THAT MD ASGAR ALI MOLLICK AND ASGAR MOLLICK ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Sowkat Ali (পুরাতন নাম) পিতা Hosen Ali Mondal, ঠিকানা Vill- Ankipur, P.O.- Rajendrapur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saokat Ali Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saokat Ali Mondal (নতুন নাম) এবং Sowkat Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**
আমি, Quazi Badryzzaman Quazi Badruzzaman (পুরাতন নাম) পিতা Q Fayezuddin Ahmed, ঠিকানা Vill- Katiahat, P.O.- Katiahat, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Q Badaruzzaman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Q Badaruzzaman (নতুন নাম) এবং Quazi Badryzzaman Quazi Badruzzaman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I PRIYANKA BHUTORIA RANGWALA, W/O KUTUBUDDIN RANGWALA, D/O ASHOK KUMAR BHUTORIA, R/O 164/D/12/1A, LAKE GARDENS, PS LAKE, KOLKATA -700045, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANKA BHUTORIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 08/01/2024, PRIYANKA BHUTORIA AND PRIYANKA BHUTORIA RANGWALA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, BIJAY KUMAR LAMA alias BIJOY LAMA S/O NIMSRING LAMA, R/O- F-S I/4, DIAMOND HARBOUR ROAD, THAKURPUKUR, PASCHIM BARISHA, SOUTH 24 PARGANAS, W.B Pin-700063, shall henceforth be known as VIJAY KUMAR LAMA. I declare that BIJAY KUMAR LAMA, BIJOY LAMA and VIJAY KUMAR LAMA is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-01-2024.

**Name Change**
I, SUDIPTA ROY S/O MAHESH ROY, R/O- 97/5 HAZRA ROAD, KALIGHAT, KOLKATA, W.B Pin-700026, shall henceforth be known as SUDIPTO ROY. I declare that SUDIPTA ROY AND SUDIPTO ROY is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-01-2024.

**Name Change**
I, Nazrul Islam Sk S/o Rahim Sekh R/o Vill- Kathgara, P.O.- Kalinga, P.S.- Chapra, Dist- Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Najrul Sekh. I declare that Najrul Sekh and Nazrul Islam Sk is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-01-2024.

**Name Change**
I, Sunita Viswas W/o Rajkumar Ray & D/o Ranjit Biswas R/o Kharermath Beraberia, P.S. - Amdanga, 24 Pgs (N), Pin-700121 shall henceforth be known as Sunita Biswas. I declare that Sunita Biswas and Sunita Viswas is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 08-01-2024.

## রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হল জলপাইগুড়িতে আয়ুষ মেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ আয়ুষ চিকিৎসা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কার্যকরী। প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানের ব্যবহার ও এই চিকিৎসাগুলোর মাধ্যমে অনেক জটিল রোগের উপশম সম্ভব। এই বার্তাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সোমবার থেকে জলপাইগুড়িতে শুরু হল আয়ুষ মেলা। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, স্বাস্থ্য কর্মি ও নার্স সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার। জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে শুরু হয়েছে এই মেলা। জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, প্রাচীন আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ আয়ুষ চিকিৎসা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কার্যকরী। আয়ুষ হল এই বিকল্প চিকিৎসাগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই চিকিৎসার উপাদানগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়। এজন্য মানবদেহের এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না। তাই সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই বলে মনে করেন তিনি। এই নিয়ে সরকারিভাবে আয়োজিত তিনদিনের আয়ুষ মেলার মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।

## রেলের তত্ত্বাবধানে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে বিশ্বমানের করার কাজ চলছে

দুরন্ত বার্তা, নিউ জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশনের কাজ ইতি মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই কাজের মান ও কাজের গতি ক্ষতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ির সাংসদ স্টেশনের বাইরের কাজ ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার রেলের মুখ্য বাস্তুকার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়ীকা শিখা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য রেল আধিকারিকদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান স্টেশন চত্বর। এরাইভাল বিল্ডিং ১,২ এর কাজ ক্ষতিয়ে দেখে ডাঃ জয়ন্ত রায় জানান আগামী ২৪,৭,২০২৪ এর মধ্যে এই বিল্ডিং এর সূচনা হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও এই স্টেশনকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন রয়েছে। এই স্টেশনের কাজ সুসম্পন্ন হবার পর এলাকার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে জয়ন্তবাবু জানান। তিনি ঘুরে কাজের গতি ও অগ্রগতির সব তথ্য তিনি পাঠাবেন উপর মহলে।

# নবদ্বীপ থেকে ইদ্রাকপুর ব্রিজ সহ নতুন ১০০ মিটার রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৮ জনুয়ারি ঃ মায়াপুর-ইদ্রাকপুরে নতুন রাস্তা সহ ব্রিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সোমবার দুপুরে নারকেল ফাটিয়ে মায়াপুর বামনপুকুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইদ্রাকপুর গ্রামে ১০০ মিটারের রাস্তা সহ নতুন ব্রিজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন নবদ্বীপ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনিশ নন্দী। এদিনের অনুষ্ঠানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,সেচ দপ্তরের এসডিও হাবিবুল্লা শেখ,নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চাযেত্ সমিতির সভাপতি মঞ্জুরানী ঘোষ, সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ প্রমূখ। এছাড়াও ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সদস্য সদস্যা এবং অসংখ্য গ্রামবাসী। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মায়াপুর ইদ্রাকপুর গ্রামটি ছিল একটি দ্বীপপুঞ্জ। একদা স্কুল-কলেজ থেকে চিকিৎসা, নবদ্বীপ শহরে আসতে গেলে গ্রামে বসবাসকারী প্রায. হাজার দশেক মানুষকে নির্ভর করতে হতো একটি মাত্র নৌকায়। ১৯৯৩ সালে মূল নদী গঙ্গা সরে যাওয়ায় ক্রমশ ছাড়ি গঙ্গায় পরিণত হয়। নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় নৌকা চলাচল। নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিপাকে পড়তে হয় অসংখ্য গ্রামবাসীকে। পাশাপাশি গঙ্গা ছেড়ে যাওয়ায় চরম ক্ষতির মুখে পড়েন অসংখ্য মৎস্যজীবী মানুষ। ছাড়ি গঙ্গায় ক্রমশ কচুরিপানায় ভরে যাওয়ায় নৌকা চলাচল বন্ধের পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জীবিকাবন্ধ হয়ে যায়। ২০১৬ সালে নিজ উদ্যোগে গ্রামবাসীরা ওই ছাড়ি গঙ্গায় মাটি ফেলে বাঁধের মত রাস্তা তৈরি করে কোনও মতে চলাচল শুরু করে। পাশাপাশি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ। সম্প্রতি ওই এলাকায় পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের শেচ মন্ত্রী সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকেরা। এরপরই বরাদ্দ হয় দু কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। রাস্তা সহ এই ব্রিজটি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে এক বছর। এমনই জানালেন, সেচ দপ্তরের এসডিও হাবিবুল্লাহ শেখ। পাশাপাশি সেচ দপ্তরের এসডিও হাবিবুল্লাহ শেখ এও জানান,মঙ্গলবার থেকেই জোর কদমে শুরু হয়ে যাবে কাজ। নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান

সহ-সভাপতি তথা ইদ্রাকপুরের বাসিন্দা তাপস ঘোষ বলেন, গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। একদা এই গ্রামটি ছিল গঙ্গা সহ নদীতে ঘেরা। ফলে স্কুল,কলেজ থেকে চিকিৎসা সর্বক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের প্রধানতম ভরসা ছিল নৌকা। ১৯৯৩ সাল থেকেই ক্রমশ গঙ্গা নদী দূরে সরে যেতে থাকে। ফলে ভারী গঙ্গায় পরিণত হয় এই এলাকাটি। বন্ধ হয়ে যায় গ্রামবাসীদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা। চরম দুর্ভোগে পড়েন মায়াপুর বামন পুকুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইদ্রাকপুর গ্রামের প্রায১০ হাজার গ্রামবাসী। ২০১৬ সালে গ্রামবাসীরা নিজ উদ্যোগে ছাড়ি গঙ্গার ওপর মাটির পর মাটি ফেলে একটি বাঁধের মতো রাস্তা তৈরি করে যাতে আজ শুরু করে। কিন্তু বর্ষায় ওই রাস্তাটি জলের তলায় চলে যাওয়ায় দীর্ঘ কয়েক মাস নৌকা বা ভুটভুটিকে অবলম্বন করে নবদ্বীপ শহরে আসতে হয় গ্রামের সমস্ত মানুষজনকে। পাকাপাকি রাস্তা ও ব্রিজ তৈরির জন্য সেচ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, সম্প্রতি সেচ মন্ত্রী সহ দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এলাকাটি পরিদর্শন করেন। এরপরই বরাদ্দ হয় দু কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। এমনই জানালেন বর্তমান নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ। তাপস বাবু জানান,ব্রিজ সহ রাস্তাটি লম্বায় ১০০ মিটার এবং চওড়ায় প্রায় ১৭ ফুট। তার মধ্যে ৪০ মিটার ব্রিজ এবং ব্রিজের দুপাশে ৩০ মিটার করে তৈরি হবে এপ্রোচ রোড। এদিকে দীর্ঘদিনের দাবী অবশেষে পূরণ হওয়ায় খুশি ইদ্রাকপুর গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরাও। আগামী দিনে শুধুমাত্র গ্রামবাসীরা নয়,নতুন ব্রিজ সহ রাস্তাটি তৈরি হলে উপকৃত হবেন জীবিকা হারানো মস্যজীবীরাও।

## ফের ডুয়ার্সের হাতির হানা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার ৮ জানুয়ারি ঃ ফের ডুয়ার্সের হাতির হানা। হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি পরিবার। আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেংকান্দি গ্রামে সোমবার ভোর রাতে একটি হাতির ব্যাপক তান্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূক্ষণ ওরাও এর বাড়িতে হানা দেয় ওই হাতিটি। ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে থাকা একটি বাইক ও একটি স্কুটি ক্ষতিগ্রস্ত করে পাশাপাশি ঘরে মজুত রাখা ধান সবার করে। এদিকে ভোর রাতে সবার অলক্ষ্যে আচমকাই হামলা চালায.ওই বুনো হাতিটি। প্রায় ঘন্টা খানেক তান্ডব চালিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে। এই ঘটনায় প্রচন্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

# শতবর্ষ প্রাচীন তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় এর পুনর্মিলন উৎসব

মলয় সুর, হুগলি, ৮ জানুয়ারি ঃফেলে আসা কৈশোরের স্কুল বেলায় ফিরে যেতে বোধ হয় প্রত্যেকেই ভালোবাসেন। স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে খুনসুটি, খেলা, আড্ডা ,অভিমান- এই সবই জীবনের পরম পাওয়া। জীবনে চলার পথে এই স্মৃতিগুলো সব সময়ই বাড়তি রসদের কাজ করে। সেই নস্টালজিয়ার রসদ টুকু আরও বেশি করে ধরে রাখার জন্যই তেলেনি পাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চবিদ্যালযের প্রাক্তনীরা ১৯৯৮ সালে তৈরি করেন তাদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব কমিটি।৭ ই জানুযারি রবিবার সারাদিন নানা কর্মসূচির পাশাপাশি পুরনো সহপাঠীদের সঙ্গে দেদার আড্ডা , হরেক মজা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভুরিভোজ - সবটা মিলিয়ে ছিল উসবের প্রেক্ষাপট। স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে এদিনের অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে সূচনা করেন প্রাক্তন বর্ষিযান ছাত্র কৃষ্ণচঃদ্র সুর। প্রাক্তনী কমিটির প্রবীণতম সভাপতি কিশোরী মোহন ভট্টাচার্য বলেন বিগত ২৭ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নানান ঘাত প্রতিঘাতের সমস্যার মধ্যেও এই বার্ষিক মিলন উসব বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা করে আসছেন। তার জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা। বর্ষিয়ান প্রাক্তন শিক্ষক শীতল চন্দ্র কোলে জানালেন এই ১৪০ বছরের শতাব্দি প্রাচীন হেরিটেজ গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনর্মিলন উৎসবে বর্ষীয়ান প্রাক্তনীরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি সেই টান ভালোবাসার ভাবনার রেশ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই মিলন উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার হারটা বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হব।

সকলেই এতে সন্দেহ নেই । এই প্রসঙ্গে একই কথা পেশ করেন প্রাক্তনী সদস্য সুকুমার ভট্টাচার্য। বিদ্যালযটি ১৮৮৩ সালের প্রতিষ্ঠিত। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন মিঠু কুন্ডু ,জলি গাঙ্গুলী, সোনালী সেন ,গীতা দে ও সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অজস্র কালজয়ী গানের মধ্যে মনে রাখার মত গাইলেন 'কান্না হাসির দোল দুলিয়ে' , ,দেখেছি রুপ সাগরে'। তবে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতশিল্পী মিঠু কুন্ডুর সুরেলা কণ্ঠের পরিবেশনে অত্যন্ত মনোগ্রাহী। অতি সুন্দর নিবেদনে শ্রোতাদের মন মুগ্ধ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ছিল শিল্পী সন্দীপ ব্যানার্জির কণ্ঠে মোহাম্মদ রফি সাহেবের গান ' জো তেরা চাখরায়'। এবং জেসুদাসের ' সে পেহেলে' পরিবেশন করেন। এই চটুল গানের সাথে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের ডান্স করতে দেখা যায়। এদের গভীর আন্তরিকতার সাথে একজোট করে প্রাক্তনী দের অনুষ্ঠানের মেলবন্ধন করেন বিপ্লব ভট্টাচার্য। একাঙ্ক নাটক পরিবেশন হয়। অভিনয় ছিলেন মৌসুমী মুখোপাধ্যায় ও শান্তা ভট্টাচার্য। তবলায় বোল তোলেন নারায়ণ চন্দ্র দাস । অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন শিক্ষক শিশির বিশ্বাস ,ক্যাপ্টেন ডাক্তার সমীর দত্ত, শ্যামল মজুমদার, কাঞ্চন চ্যাটার্জী। বেহালা বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন শ্যামল পাল - দাঁড়িযে.আছ তুমি আমার গানের ওপারে। ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। শীতের দুপুরে সুন্দরভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কালিশংকর মিত্র। একটি অনবদ্য গানের মধ্যে দিযে. এ দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

## জোর কদমে চলছে ময়নাগুড়ির স্কাইওয়াকের কাজ

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৭ জানুয়ারিঃ ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে নির্মিত হচ্ছে স্কাই ওয়াক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুদানের পাঁচ কোটি টাকায় নির্মিত হচ্ছে পূর্ন্যার্থীদের জন্য স্কাইওয়াক। আগামী দুই মাসের মধ্যেই সেই কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে মন্দির সূত্রে। জল্পেশের সবচেয়ে বড় মেলা হল শ্রাবণী মেলা। এই মেলায় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের ঢল লক্ষ্য করা যায়। সেই কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানের টাকায় নির্মিত হচ্ছে স্কাইওয়াক। যার ফলে মন্দির চত্বরে অনেকটা ভিড় এড়ানো সম্ভব বলে জানা গিয়েছে।এই স্কাইওয়াকে দুটি মূল সিড়ি প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য থাকবে এবং দুটি ছোট সিড়ি থাকবে। স্কাইওয়াকে থাকবে পানীয় জল এবং চায়ের ব্যবস্থাও। গোটা এলাকায় থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, থাকবে এলইডি স্ক্রিন এবং জয়ান্ট স্ক্রিন। এই জয়ান্ট স্ক্রিন থাকবে দুটি উপরে একটি এবং নিচে একটি। মঃিদর সূত্রে জানা যায়, এই স্কাই ওয়াক চালু হলে মন্দিরে ভিড় অনেকটা কমবে। কমপক্ষে পাঁচ, ছয় হাজার পূর্ন্যাথী এক সঙ্গে স্কাইওয়াকে দাড়াতে পারবেন বলে জানা যায়। যে হিসাবে কাজ হচ্ছে তাতে আশা করা যায় যে শিব চতুর্দশীতেই চালু হবে এই স্কাইওয়াক ।

## নতুন পেনশন যোজনা বাতিলের দাবিতে অনশন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন পেনশন যোজনা বাতিল করে পুরনো পেনশন যোজন ফিরিয়ে আনার দাবিতে তিনদিনের অনশন কর্মসূচি রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের। সংগঠনের সদস্যরা জানান ১ লা জানুয়ারি ২০০৪ সালে যে নতুন পেনশন স্কিম লাঘু হয়েছিল সেই পেনশন স্কিমের আমরা বিরোধিতা করে আসছি শুরু থেকেই। সেই পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে তিনদিন ব্যাপী রিলে অনশন আজ থেকে শুরু হল । পুরো দেশ ব্যাপী আজ থেকে এই রিলে অনশন শুরু হল।

## ডালখোলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫

দুরন্ত বার্তা, ডালখোলা, ৮ জানুয়ারি ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পুলিশ সূত্রে জানা যায় রায়গঞ্জ থেকে কিশান্গঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন একটি ছোট গাড়ি ও ট্রাক ট্রাকটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে ছোট গাড়িটি দুর্ঘটনা ঘটে ছোট গাড়ির পাঁচজন জখম হয় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা চলছে তাদের গোটা গঠনের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

## যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ মুরালিগঞ্জে হিমালয়ান ২ চা কারখানা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত যুবকের নাম প্রিয়ম দে(২১)। সে জলপাইগুড়ি জেলার সেন পাড়ার বাসিন্দা। তবে কাজের সূত্রে বিধাননগরে থাকতেন। পেশায় একজন একাউনটেন্ট ছিলেন। জানা গিয়েছে যে এদিন যখন চা বাগানের নিরাপত্তা রক্ষীরা ডাকতে যান তখন অনেক ডাকা ডাকি করার পরেও কোন সারা শব্দ না মেলায় সন্দেহ হয়। এরপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এবং পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ ম্যাডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

## কালিঝোড়া বাঁধ থেকে জল ছাড়া হলো

দুরন্ত বার্তা, নিউ জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ পাহাড়ের কালিঝোড়া বাঁধ থেকে জরুরি ভিত্তিতে আচমকাই প্রচুর পরিমাণ জল ছাড়া হলো তিস্তায়। এর ফলে তিস্তা নদীতে হড়পা বানের আশঙ্কা করে নদী সংলগ্ন জনবসতি এলাকায় সতর্কতা জারি করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, সোমবার বিকেল ৪ টার পর সেবকের কালিঝোড়া থেকে আচমকাই প্রায় পাঁচ হাজার কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে।

## নোয়াপাড়া থেকে দম দম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত হলুদ লাইনের স্ট্রেচ পরিদর্শন করেছেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থাৎ ০৮.০১.২০২৪ ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া থেকে দম দম ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে প্রসারিত পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি মেট্রো রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এই প্রসারিত একটি বিস্তৃত পরিদর্শন করেছেন। আজ সকালে নোয়াপাড়া থেকে একটি ট্রলিতে করে তিনি এ পরিদর্শন শুরু করেন। এই ট্রলি পরিদর্শনের সময়, শ্রী রেড্ডি দম দম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাওয়ার পথে ভায়া-নালী, ট্র্যাক, র‍্যাম্প ইত্যাদি পরীক্ষা করেছিলেন। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মার্চ, ২০২৪ সালের মধ্যে নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর প্রসারিত নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু করার পরিকল্পনা করেছে। যশোর রোডে বর্তমানে কয়েকটি দখল রয়েছে যা দমদম সেনানিবাসের বাইরে বিমানবন্দর যাওয়ার পথে নির্মাণ কাজের

অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ যশোর রোডের এই দখলগুলি সরাতে রাজ্য সরকারের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ করছে। রাজ্য সরকার ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে যশোর রোডের এই দখলগুলি সাফ করার আশ্বাস দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এই দখলগুলি সাফ করা হলে অবশিষ্ট কাজ শুরু করা যেতে পারে এবং ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের মধ্যে বিমানবন্দর পর্যন্ত কাজ শেষ করা যেতে পারে। জেনারেল ম্যানেজার ঊর্ধ্বতন মেট্রো আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে সময়সীমা অনুযায়ী এই দখলগুলি সরানোর জন্য রাজ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখতে। পরে এই পরিদর্শন শেষ করে, জেনারেল ম্যানেজার নোয়াপাড়া স্টেশনে ফিরে আসেন এবং সেখানে টিএসএস (ট্র্যাকশন সাব স্টেশন) ভবনে একটি ক্রু লবি উদ্বোধন করেন। তিনি আজ নোয়াপাড়ায় মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেছেন। তিনি বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত এই সড়কের কাজের সার্বিক অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

**জলপাইগুড়ি**

# ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় কি ফের টিকিট পেতে চলেছেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে ফের কি টিকিট পেতে চলেছেন ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়? রাজ্য সভাপতির ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে জোর চর্চা বিজেপির অন্দরে। দলীয় কর্মসূচি পালন করতে শনিবার জলপাইগুড়িতে আসেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি জলপাইগুড়ি শহরে র‍্যালি করেন। এরপর তিনি প্রকাশ্য সমাবেশ করেন। সেই সভামঞ্চ থেকে তিনি জলপাইগুড়ির বর্তমান সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় সম্ভন্দে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপর এদিন সন্ধায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবার পর রাতে কলকাতা ফেরার পথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেইসময় আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি বর্তমান সাংসদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাহলে এবারেও কি জয়ন্ত বাবু টিকিট পাচ্ছেন। উত্তরে তিনি অত্যন্ত অর্থবহ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। আর এতেই আরও জল্পনা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরে।


বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারি সংস্থা)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা অফিস
স্নেহদ্বীপ অ্যাপার্টমেন্ট, বালিয়া, গড়িয়া স্টেশন রোড,
কলকাতা-৭০০০৮৪, ইমেল-rosouth24pgs@bgvbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের বিধি ৯ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২ উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে অনুমোদিত অফিসার ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল করেছেন। উল্লিখিত আইনটি তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিধি ৯ সহ পড়া হয়েছে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেনের পরিমাণ এবং সুদ এবং চার্জের জন্য বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

| ক্রম নং. শাখা নাম | অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা / মালিক /জামিনদার এবং ঠিকানা | ক. ১৩ তারিখ (০২) খ. দখলের তারিখ গ. দাবির পরিমান |
|---|---|---|
| (১) আমতলা | ১. **গৌতম মণ্ডল,** পিতা প্রয়াত গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল, (লোন অ্যাকাউন্টের জন্য ঋণগ্রহীতা নং-৫০১১৩০০০০৪২৪৪, ৫০৩৮৩০০ ০০৬৯২৭ এবং ৫৫৭৪ ৩০০০০৬৫১৪), নং ২ শান্তিপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২। ২. **মানস্বী মন্ডল,** পিতা গৌতম মন্ডল, (লোন অ্যাকাউন্টের জন্য ঋণগ্রহীতা নং-৫৫৭৪৩০০০০৬৫১৪), নং ২ শান্তিপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২। ৩. **মৌসুমী মন্ডল,** স্বামী গৌতম মন্ডল, (লোন অ্যাকাউন্টের জন্য ঋণগ্রহীতা নং-৫৫৭৪৩০০০০৬৫১৪), নং ২ শান্তিপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২। | ক) ০৪.০৮.২০২৩ খ) ০৮.০১.২০২৪ গ) **অ্যাকাউন্ট নং ৫০১১৩০০০০৪২৪৪** টাকা ১,১০,৯০৫.০০ (এক লক্ষ দশ হাজার ন'শো পাঁচ টাকা মাত্র) (২৭-০৫-২০২২ পর্যন্ত সুদ গণনা করা হয়েছে) প্লাস বুক না করা সুদ, সুদের বিপরীত, আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ তৈরি করে। **অ্যাকাউন্ট নম্বর ৫০৩৮৩০০০০৬৯২৭** টাকা ১,৬৮,২০৩.০০ (এক লাখ আটষট্টি হাজার দুইশত তিন টাকা মাত্র) (২৪-০৯-২০২২ পর্যন্ত সুদ গণনা করা হয়েছে) প্লাস বুক না করা সুদ, সুদ প্রত্যাবর্তন, আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ তৈরি করে। **অ্যাকাউন্ট নং ৫৫৭৪৩০০০০৬৫১৪** টাকা ৫,৫০,৫৮৭.০০ (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত সাতাশ টাকা মাত্র) (সুদ ২৫-১২-২০২২ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে) প্লাস অন-বুকড সুদ, সুদ প্রত্যাবর্তন, আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ গঠন করে। |
| **স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ** জেএল নং ২৩, তৌজি নং-২৩৫, আরএস নং ৪৩, হোল্ডিং নং-১২৭, কেএমসির ওয়ার্ড নং ১২৩, মৌজা-পূর্ব বড়িশা, প্লট নং-এলআর ২৯৭/৪৫৮৭, এ জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক খতিয়ান নং-এলআর ২২৭২, দলিল নং-আই০০৪২৫, এডিএরআর-বেহালা, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০০০৮ | | |
| (২) কামালগাজি | ১. **মন্দির মেডিকো,** (অংশীদারঃ প্রয়াত নারায়ণ সেন, অংশু সেন এবং অঙ্কন সেন), ৬/১ নাথ পাড়া, ব্রহ্মপুর, থানা-গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ (ঋণগ্রহীতা)। ২. **অংশু সেন** (মন্দির মেডিকোর অংশীদার), প্রয়াত নারায়ণ সেন, ৬/১ নাথ পাড়া, ব্রহ্মপুর, থানা-গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ (ঋণগ্রহীতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী)। ৩. **অঙ্কন সেন** (মন্দির মেডিকোর অংশীদার), প্রয়াত নারায়ণ সেন, ৬১ নাথ পাড়া, ব্রহ্মপুর, থানা-গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ (ঋণগ্রহীতা এবং আইনী উত্তরাধিকারী)। | ক) ২৪.০৭.২০২৩ খ) ০৮.০১.২০২৪ গ) **অ্যাকাউন্ট নং ৫২৭৫২৫০০০০০১৭** টাকা ৮,২০,১৫৭.০০ (মাত্র আট লাখ বিশ হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা) (সুদ ৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে) প্লাস অন-বুকড ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট রিভার্সাল, আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ গঠন করে। |
| **স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনাঃ** জেএল নং. ৪৮, খতিয়ান নং-১১১২, ১৩৬৪, দাগ নং. ১৫৫৮, ১৫৬১, মৌজা-কুমরোখালী, দোকান রুম নং ৪ (নিচতলা), দলিল নং-আই৩৯৩৫২০০১, থানা-নরেন্দ্রপুর, পোঃ-নরেন্দ্রপুর, এলাকা ১২০ বর্গ ফুট প্রয়াত নারায়ণ সেনের নামে (মন্দির মেডিকোর অংশীদার), প্রযয়ত অশ্বিনী কুমার সেন, ৬/১ নাথ পাড়া, ব্রহ্মপুর, পোঃ-গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪ (ঋণগ্রহীতা)। | | |

তারিখঃ ০৮.০১.২০২৪
স্থানঃ গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অনুমোদিত কর্মকর্তা
বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক


# বালিগঞ্জ জংশন রেলওয়ে স্টেশনঃ সংযোগ এবং সুবিধার একটি কেন্দ্র

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ বালিগঞ্জ স্টেশন, শিয়ালদহে কৌশলগতভাবে অবস্থিত - পূর্ব রেলওয়ের বজ বজ বিভাগে প্রায় ৩০,০০০ যাত্রীর দৈনিক আগমন পরিচালনা করে, বালিগঞ্জ স্টেশন দৃঢ়ভাবে নিজেকে সবচেয়ে ব্যস্ত এবং সবচেয়ে যাত্রী-বান্ধব হাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, পূর্ব রেলের অদম্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার উদাহরণ। . স্টেশনটি নামখানা, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুরকে একদিকে এবং বজবজকে শাখা লাইন হিসাবে সংযুক্ত করে। বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধাগুলিকে সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য চিন্তাভাবনা করে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিদিনের পরিচ্ছন্নতার রুটিনের মাধ্যমে স্টেশনটি একটি আদি পরিবেশ বজায় রাখে, যা প্রদত্ত শীর্ষস্থানীয় রেল পরিষেবাগুলিকে স্বীকার করে এমন যাত্রীদের প্রশংসা অর্জন করে। শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে কৌশলগতভাবে অবস্থিত, এই জমজমাট হাবটি ভারতীয় রেলওয়ের সম্মানিত পূর্ব রেলওয়ে জোনের অধীনে কাজ করে। স্টেশনটি অবতরণকারী যাত্রীদের নিকটবর্তী দক্ষিণ কলকাতা বাজারের সাথে সংযুক্ত করে।প্রতিদিন ১৫০ জোড়া ইএমইউ লোকাল ট্রেন তার ট্র্যাকগুলি অতিক্রম করে, বালিগঞ্জ জংশন রেলওয়ে স্টেশন হল শিয়ালদহ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বালিগঞ্জ এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে পরিবেশন করে। বালিগঞ্জ স্টেশনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-ডেইলি

প্যাসেঞ্জার ফুটফল, একটি চিত্তাকর্ষক ৩০ হাজার দৈনিক যাত্রীদের স্বাগত জানানো। বসার ব্যবস্থা, যাত্রীদের জন্য ১৮৪ আসনের ব্যবস্থা সহ আরাম প্রদান। বুকিং কাউন্টার, ২টি পিআরএস (প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম), ৩টি অপারেশনাল ইউটিএস (অসংরক্ষিত টিকিট সিস্টেম) এবং ৫টি এটিভিএম ঝামেলামুক্ত টিকিটিংয়ের জন্য। পিক আওয়ার এবং দিনের জন্য ৮টি ডেডিকেটেড কাউন্টার অস্থায়ী সহ টিকিটিং স্ট্রীমলাইন করা। ফুটব্রিজ, একটি অভ্যন্তরীণ এবং দুটি বাহ্যিক ফুটব্রিজ সহ সহজ অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করা। এসকেলেটর, আধুনিক এসকেলেটর দিয়ে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা। যাত্রী সুবিধা, সাম্প্রতিক উন্নয়নগুলির মধ্যে একটি অত্যাধুনিক গুরু সিস্টেম, আশ্রয়যুক্ত প্ল্যাটফর্ম এবং আপগ্রেড করা টয়লেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চলমান উন্নতি,বর্তমান প্রকল্পগুলির মধ্যে ০১টি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কেবিন এবং বর্ধিত দক্ষতার জন্য একটি অতিরিক্ত এসকেলেটরের উন্নয়ন জড়িত। বালিগঞ্জ স্টেশন যাত্রীদের সন্তুষ্টির প্রতি পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, একটি নির্বিঘ্ন এবং আনন্দদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানে মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে।

KOL RMS/422/2023-2025 Dl. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995


# ৫৬ বলে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি, রঞ্জিতে অল্পের জন্য রক্ষা পেল পন্থের দ্রুততম শতরান!

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারিঃ** বছর আটেক আগে এক বিস্ফোরক ইনিংসের মধ্যে দিয়ে উত্থান হয়েছিল ঋষভ পন্থের। ২০১৬-১৭ মরসুমে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে মাত্র ৪৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ঋষভ পন্থ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ওই মারকাটারি ইনিংসের পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি পন্থকে। উইকেটকিপার-ব্যাটার আইপিএলেও মেলে ধরেছিলেন নিজেকে। রঞ্জিতে আজও পন্থের রেকর্ড অধরাই থেকে গিয়েছে। তবে ওই ইনিংস প্রায় ভেঙে ফেলছিলেন আসামের এক ক্রিকেটার। যে পরিস্থিতিতে পন্থের দ্রুততম সেঞ্চুরি ছিল, রিয়ান পরাগও সেই পরিস্থিতিতেই মেলে ধরেছেন নিজেকে। ঝাড়খণ্ড ওই বছর রঞ্জিতে দিল্লির বিরুদ্ধে ৪৯৩ তুলেছিল। জবাবে দিল্লি করেছিল ৩৩৪ রান। টিমকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন পন্থই। প্রথম ইনিংসে ৮২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান। কিন্তু ফলোঅন করতে নেমে বিপদে পড়ে গিয়েছিল দিল্লি। সেখান থেকে টিমকে আবার লড়াইয়ে ফিরিয়েছিলেন পন্থই। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৪৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতীয় কিপার। মেরেছিলেন ১৩টা ছয়। সব মিলিয়ে ৬৭ বলে করেছিলেন ১৩৫ রান। পন্থের জন্যই ম্যাচ ড্র করতে পেরেছিল দিল্লি। পন্থের সেই ইনিংসই যেন মনে করিয়ে দিলেন পরাগ। ছত্তীসগঢ় আগে ব্যাট করে তুলেছিল ৩২৭। জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫৯ রানে শেষ হয়ে যায় আসাম। ক্যাপ্টেন পরাগ মাত্র ৮ করে ফিরে যান। কিন্তু টিম ফলোঅন করতে নামার পরই বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন পরাগ। ৮৭ বলে ১৫৫ রানের ইনিংস খেলেন। মেরেছেন ১১টা চার ও ১২টা ছয়। স্ট্রাইক রেট ১৭৮.১৬। আইপিএলের ঢংয়ে ব্যাটিং করেছেন। ৫৬ বলে সেঞ্চুরি করে রঞ্জি ক্রিকেটের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু বাকি টিম আর কিছুই করতে পারেনি। একদিনে পরাগ ১৫৫ রান করলেও বাকি মিলে ৯৯ যোগ করতে পেরেছেন। রায়পুরে ২৫৪ রানে শেষ আসাম। টিম কিছু করতে না পারলেও ২২ বছরের পরাগের এই ইনিংস নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে।

## ভাইজাগে রঞ্জিতে তিন পয়েন্ট হারাল বাংলা, লিড পেলেন না মনোজরা

**বিশাখাপত্তনম, ৮ জানুয়ারিঃ** বন্দর শহর বিশাখাপত্তনমে বাংলা রঞ্জি ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড পেল না। বাংলার প্রথম ইনিংসে তোলা ৪০৯ রান টপকে বিপক্ষ অন্ধ্রপ্রদেশ দল শেষ করল ৪৪৫ রানে। যে কারণে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার কারণে তিন পয়েন্ট হারাল মনোজ তিওয়ারির দল। বাংলা বোলাররা ব্যর্থ বলেই প্রতিপক্ষ দল সহজে রান তুলে ফেলতে পেরেছে। সোমবারই ম্যাচের শেষদিন ছিল। এই ম্যাচে কোনও ফয়সালা হল না। ম্যাচ ড্র হলেও আসল কাজ করে দিয়েছেন অন্ধ্রের ব্যাটাররা। তাঁরা লিড নিতে পেরেছেন প্রথম ইনিংসে। দিনের শেষ আজ বাংলা করেছে ৮২/১। দলের দুই ওপেনার সৌরভ পাল (৩০) ও শ্রেয়াংস ঘোষ (২৯) দলকে টেনেছেন। সৌরভ আউট হয়ে যান শোয়েব মহম্মদ খানের বলে। বাংলাকে এই ম্যাচে সমস্যায় ফেলার একমাত্র কারিগর রিকি ভুঁই। তিনি শেষমেশ ১৭৫ রান করেন, ২৭ বছরের ডানহাতি ব্যাটারের ৩৪৭ বলের ইনিংসে রয়েছে ২৩টি বাউন্ডারি ও একটি ছয়। বাংলার বোলারদের মধ্যে কেউই সুবিধে করতে পারেননি।

## মাঠে নামার আগেই বড় ধাক্কা

# ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্টে নেই সামি

**মুম্বই, ৮ জানুয়ারিঃ** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৫ টেস্টের সিরিজ ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রোটিয়াদের ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ ১-১ করে এসেছে রোহিত শর্মার টিম। কেপটাউনে লজ্জার রেকর্ড করলেও টেস্ট জিতে সম্মান রক্ষা হয়েছে ভারতের। ঘরের মাঠে ইংলিশ টিমের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে ভালো জায়গায় থাকতে চান রোহিত। কিন্তু মাঠের নামার আগেই বড় ধাক্কা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ছিলেন না। এ বার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্ট ছিটকে গেলেন বাংলার পেসার। ২৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে টেস্ট সিরিজ। মহম্মদ সামিকে প্রথম দুটো টেস্টে পাওয়া যাবে না। বাকি সিরিজে কী হবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ ফর্মে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বল হাতে টিমকে টেনেছেন দুই পেসার। বাংলার আর এক পেসার মুকেশ কুমারও সাফল্য পেয়েছেন। সামি খেলতে না পারলে মুকেশই হবেন তাঁর বিকল্প। বিশ্বকাপের পর আর দেশের খেলতে দেখা যায়নি সামিকে। ইঞ্জেকশন নিয়ে টানা খেলেছেন বিশ্বকাপে। গোড়ালির চোট যে কারণে বেড়ে গিয়েছে। বোর্ডের মেডিকেল টিম তাঁকে খেলার ছাড়পত্র দেয়নি। আপাতত তাঁকে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতে হবে। সেখানে ফিটনেস পরীক্ষায় পাস করলে টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন। সামির চোট থাকলেও পাঁচ টেস্টের সিরিজ বলেই ভারতীয় টিমে রাখা হয়েছে তাঁকে। বোর্ডের একটি সূত্র বলছেন, ''সামি নেটে বোলিং শুরু করেনি। ওকে এনসিতে গিয়ে নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে হবে। যে কারণে প্রথম দুটো টেস্টে সামি অনিশ্চিত।'' অনিশ্চয়তা থাকলেও সামিকে পরের দিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলতে দেখা যাবে, এমনই বলছেন কেউ কেউ। বুমরা ও সিরাজ শুরুর দিকে টিমের দায়িত্ব নিতে পারবেন। কারণ ঘরের মাঠে ২ পেসার রেখেই খেলতে নামবে ভারতীয় টিম। স্পিনারদের উপরেই থাকবে টিমকে টানার বাড়তি দায়িত্ব।

## নতুন মরসুম শুরু সানরাইজার্স বনাম সুপার কিংস ম্যাচ দিয়ে

**কেপটাউন, ৮ জানুয়ারিঃ** দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটে উচ্ছ্বাস, যদিও সমালোচনাও সামলাতে হচ্ছে প্রচুর। গত মরসুমে শুরু হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০। দেশ বিদেশের তারকা ক্রিকেটাররা অংশ নিয়েছেন এই লিগে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজিও রয়েছে সেখানে। নতুন মরসুম শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি। আর শুরুতেই সানরাইজার্স বনাম সুপার কিংস। এই লিগ নিয়ে অসন্তোষের কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজ। এসএ২০-র কারণে বেশির ভাগ তারকা ক্রিকেটারই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলছে না। আনকোরা টিম বানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক করা হয়েছে নীল ব্র্যান্ডকে। টেস্টেট অভিষেকেই যিনি দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ভিড়ে টেস্ট ক্রিকেট হারিয়ে যাচ্ছে কিনা, এই নিয়ে বিতর্ক চারিদিকেই। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট প্রেমীরা আপাতত মেতে এই লিগেই। আর শুরুতেই মহারণ হওয়ায় আকর্ষণ আরও বেশি। গত বারের চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। ফাইনালে তারা খেলেছিল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। উদ্বোধনী সংস্করণেই দলকে চ্যাম্পিয়ন করেন এইডেন মার্কর্যাম। এ বারও নেতৃত্বে তিনিই। উল্টোদিকে জোবার্গ সুপার কিংস। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি সিএসকের টিম জোবার্গ। আইপিএলে আরসিবির নেতৃত্বে ফাফ ডুপ্লেসি। দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে তিনি জোবার্গের নেতা। উদ্বোধনী সংস্করণে সেমিফাইনালেই সানরাইজার্সের কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছিল ডুপ্লেসির জোবার্গ। এ বার বদলার সুযোগ ডুপ্লেসিদের। এই ম্যাচ এবং টুর্নামেন্টের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদেরও নজর থাকবে। জেরাল্ড কোজে, নান্দ্রে বার্গারের মতো তরুণ পেসাররা এ বার আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে সুপার কিংসে খেলবেন এই দুই পেসার। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে খেলবেন প্রোটিয়া পেসার জেরাল্ড কোজে। অন্যদিকে, ভারতের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত সিরিজেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে নান্দ্রে বার্গারের। টি-টোয়েন্টির পর টেস্ট অভিষেকেও নজর কেড়েছেন বার্গার। এস২০-তে নজর কাড়তে পারলে, আইপিএলে একাদশে ঢোকার সম্ভাবনা বাড়বে। তাঁকে মিনি অকশনে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস।

## ভক্তকে সপাটে চড় নেতা সাকিবের

**ঢাকা, ৮ জানুয়ারিঃ** তিনি ক্যাপ্টেন বটে। তবে 'কুল' নন। খেলার মাঠে মেজাজ হারানোর একাধিক নজির রয়েছে তাঁর। তবে এবার মেজাজ হারিয়ে এমন কাজ করলেন তিনি, যা নিয়ে কার্যত ছিছিক্কার পড়ে গেছে। বাংলাদেশের পুরুষদের জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক শাকিব আল হাসানের একটি ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, ভিড়ের মধ্যে এক অনুরাগীর

গালে সপাটে থাপ্পড় কষিয়েছেন তিনি। গতকাল অর্থাৎ রবিবার ছিল বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন, যাতে আওয়ামী লীগের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন শাকিব। রবিবারই ফল প্রকাশিত হয়েছে, যাতে তিনি জিতেও গেছেন। সেইদিনই এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ায় তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কবে এবং কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও শোনা যাচ্ছে, নির্বাচনের সপ্তাহ খানেক আগেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন শাকিব।

# স্পোর্টস হার্নিয়ায় আক্রান্ত সূর্যকুমার যাদব, কবে ফিরবেন ২২ গজে?

**মুম্বই, ৮ জানুয়ারিঃ** ভারতীয় শিবিরে চোট-আঘাতের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নতুন বছরে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারের সার্ভিস পাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া। নতুন বছরে শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে ভারতের প্রথম টি-২০ অ্যাসাইনমেন্ট। তাতে বিশ্বের এক নম্বর টি-২০ ব্যাটার সূর্যকুমার যাদবের সার্ভিস পাবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনা থেকে দূরে রয়েছেন তিনি। শোনা গিয়েছে, তিনি স্পোর্টস হার্নিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে প্রশ্ন জোরাল হয়েছে, তা হল ২২ গজে কবে ফিরবেন তিনি? সংবাদ মাধ্যমকে এক সূত্র জানিয়েছে, শীঘ্রই জার্মানিতে স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করাতে যাবেন সূর্যকুমার যাদব। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে শেষ টি-২০ ম্যাচে শতরান করেছিলেন স্কাই। আর সেই ম্যাচেই ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। তাই জানুয়ারিতে হতে চলা

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র বলেছে, ''স্কাই সম্প্রতি স্পোর্টস হার্নিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছেন। দু'তিন দিনের মধ্যে তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য জার্মানির মিউনিখে যাবেন। ফলে তিনি এ বারের রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন না। এ ছাড়াও সম্ভবত তিনি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে শুরুর দিকের ম্যাচগুলি হয়তো খেলতে পারবেন না।'' এর আগে ২০২২ সালে ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার কেএল রাহুলেরও স্পোর্টস হার্নিয়া হয়েছিল। তিনিও জার্মানি গিয়ে স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন।

**স্পোর্টস হার্নিয়া কী জানেন?**

● স্পোর্টস হার্নিয়া এবং সাধারণ হার্নিয়ার মধ্যে তফাৎ রয়েছে। ● স্পোর্টস হার্নিয়া বলা হয়, তলপেটের মাংসপেশীতে চোট বা কুঁচকিতে অত্যধিক ব্যথা হওয়াকে। ● স্পোর্টস হার্নিয়ায় সাধারণ হার্নিয়ার মতো ফোলাভাব থাকে না। ● ক্রীড়াবিদদের স্পোর্টস হার্নিয়া হলে, মাঠে খেলতে নামলেই ফের শুরু হয়ে যায় ব্যথা। ● চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় স্পোর্টস হার্নিয়াকে বলা হয় অ্যাথলেটিক্স পিউবালজিয়া। ● ক্রিকেট, সকার, ফুটবল, কুস্তির মতো খেলাগুলিতে পেটের নীচের অংশে মাংসপেশীতে অত্যধিক চাপ পড়ে। ● স্পোর্টস হার্নিয়া হলে ওপেন সার্জারি বা লেপ্রোস্কোপিক বা এন্ডোস্কোপিকের সাহায্যে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

## সুপার কাপে নামার আগেই মিডফিল্ডার মোবাশিরকে লোনে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ** ইন্ডিয়ান সুপার লিগ মরসুম এখনও অবধি ভালো-মন্দে কেটেছে ইস্টবেঙ্গলের। তবে গত কয়েক বছরের সঙ্গে তুলনা করলে পারফরম্যান্স ভালোই বলা যায়। ডুরান্ড কাপের ফাইনালেও উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হারে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আইএসএলে প্রথম ছয়ে থাকার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কার্লেস কুয়াদ্রাতের টিম। সামনে সুপার কাপ। ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি। তার আগেই দলের তরুণ মিডফিল্ডারকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে নতুন প্লেয়ার নেওয়ার দিকে নজর দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গলের রাডারে রয়েছেন এক স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। তেমনই ঘরোয়া ফুটবলারদের মধ্যেও অনেকেই কার্লেস কুয়াদ্রাতের নজরে। আক্রমণ ভাগে শক্তি বাড়ানোই যেন মূল লক্ষ্য। সুপার কাপের আগে তরুণ মিডফিল্ডার মোবাশির রহমানকে লোনে চেন্নায়িন এফসিতে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে এ মরসুমে একটিই ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোবাশির। তাও মাত্র ৭ মিনিট! কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময় জামশেদপুর এফসিতেই খেলেছেন মোবাশির। টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছেন এই মিডিও।

# ঈশান কিষাণ কি মানসিক অবসাদে ভুগছেন?

**মুম্বই, ৮ জানুয়ারিঃ** দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে জল্পনা চলছিল, আফগানিস্তান সিরিজ এগিয়ে এলেও দল ঘোষণায় এত দেরি কেন! অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় আফগান সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় বোর্ড। তাতে নানা চমক রয়েছে। মূল আকর্ষণ অবশ্যই রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ফেরা। স্কোয়াডে রয়েছেন বিরাট কোহলিও। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে দেশের জার্সিতে এই ফর্ম্যাটে খেলেননি রোহিত-বিরাট। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছিল, এই জুটি কি টি টোয়েন্টিপতে 'প্রাক্তন' হয়ে গেলেন? আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে রোহিত ক্যাপ্টেন এবং বিরাট ফেরায় পরিকল্পনা অনেকটাই পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু নতুন প্রশ্নও উঠছে। ঈশান কিষাণের কী হল! ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ছিলেন ঈশান কিষাণ। ডেঙ্গির কারণে বিশ্বকাপে প্রথম দু-ম্যাচে খেলতে পারেননি শুভমন গিল। খেলানো হয়েছিল ঈশানকে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন ঈশান। শুভমন ফিরতেই জায়গা ছাড়তে হয়। বিশ্বকাপের পর ঘরের মাঠে

পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন ঈশান। হাতে গোনা সুযোগ পেয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপেও একই পরিস্থিতি হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও সে ভাবে সুযোগ পাননি। তবে টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। হঠাৎই টেস্ট সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ান ঈশান কিষাণ। ব্যক্তিগত কারণ, এমনই জানানো হয়েছিল বোর্ডের তরফে। তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন ওঠেনি। গত কয়েকটি টি-টোয়েন্টি সিরিজে ঈশান কিষাণ, জীতেশ শর্মা এই দুই কিপার ব্যাটারই নিয়মিত দলে জায়গা পাচ্ছেন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঈশান কিষাণ না থাকায় প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি মানসিক অবসাদে ভুগছেন? সে কারণেই কি তাঁকে দলে রাখা হয়নি! আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মাত্র তিন ম্যাচ। স্কোয়াডে দুই কিপার রয়েছেন জীতেশ শর্মা ও সঞ্জু স্যামসন। অভিজ্ঞ সঞ্জু আদৌ কতটা সুযোগ পাবেন বলা কঠিন। ট্রেন্ড ধরলে বলা যায়, জীতেশ শর্মাকেই খেলানো হবে। ঈশান কি এমন কোনও বার্তা পেয়েছেন, যাতে জাতীয় দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন নিজেকে! চোট থাকলে বোর্ড তা জানিয়ে দেয়। হার্দিক, সূর্য, ঋতুরাজের না থাকা প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে। ঈশানের বিষয়ে ধোঁয়াশা থাকছেই।

## 'অনুরোধ' রাখতে নেমে হ্যাটট্রিক করলেন এমবাপে

**প্যারিস, ৮ জানুয়ারিঃ** মাসখানেক আগে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ৬৪-এর ড্রয়ের পরপর ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছিল। ভিডিওটা ছিল রেভেলের টিভি কক্ষের, দলটির খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে বসে ড্র দেখছিলেন। যখনই জানলেন যে ফ্রেঞ্চ কাপে রেভেলের প্রতিপক্ষ পিএসজি-সে কী তুমুল উচ্ছ্বাস কক্ষজুড়ে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহা উল্লাস। যেন ট্রফিজয়ের আনন্দ। রেভেলের জন্য ট্রফি জয়ের আনন্দই ছিল সেটি। ফ্রান্স ফুটবলের ষষ্ঠ স্তরের দল তারা, অপেশাদার। বিশ্বকাপ জেতা কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে খেলার সুযোগ যে শিরোপাজয়েরই আনন্দ। এমবাপেকে নিজেদের ডেরায় দেখার আনন্দে রোমাঞ্চিত ছিলেন সমর্থকেরাও। তবে এমবাপে আসলেই অপেশাদার একটি দলের বিপক্ষে খেলতে আসবেন কি না, এ নিয়ে আশ্বস্ত হতে পারেননি কেউ কেউ। আর তাই কয়েকজন এমবাপেকে রেভেলের মাঠে খেলার অনুরোধ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তাও পাঠিয়েছিলেন সে সময়। সেই সমর্থকদের অনুরোধ রেখেছেন এমবাপে। সাধারণত অপেশাদার দলের বিপক্ষে ম্যাচ এড়িয়ে গেলেও খেলতে গেছেন রেভেলের মাঠে। গত রাতে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ৬৪-এর সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেছেন এমবাপে। পিএসজি ম্যাচটি জিতেছে ৯-০ ব্যবধানে। ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের কাস্ত্রেসে অবস্থিত রেভেলের মাঠে পিএসজির হয়ে গোঅেলর শুরুটাই করেন এমবাপে। ১৬ মিনিটে প্রথম গোলের পর ৪৫ ও ৪৮ মিনিটে আরও দুই গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। পিএসজির হয়ে ফ্রেঞ্চ কাপে সবচেয়ে বেশি ৩০ গোল এখন এমবাপের। ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের পাশাপাশি একটি করে গোল করেন মার্কো আসেনসিও, গনসালো রামোস, রান্দাল কোলো মুয়ানি ও চের এনদুর। আরেকটি গোল আসে রেভেলের আত্মঘাতী থেকে। ম্যাচশেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে জানান, এমবাপে নিজের ইচ্ছাতেই ষষ্ঠ স্তরের দলটির বিপক্ষে খেলেছেন, ''কিলিয়ান খেলতে চেয়েছে। আর যখন সে নিজেই খেলতে চায়, সেখানে তেমন কিছু বলার থাকে না। আর সে যখন খেলে, তখন কোচিং স্টাফ, দর্শক থেকে শুরু করে প্রতিপক্ষ পর্যন্ত সবাই জিতে যায়।'' রেভেলকে হারিয়ে শেষ ৩২-এ উঠে আসা পিএসজি এবার শিরোপা জিততে বিশেষভাবে মনোযোগী বলে জানিয়েছেন এনরিকে। ২০২২ সালে নিস আর ২০২৩ সালে মার্শেইয়ের কাছে হেরে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছিল পিএসজি। এবার শেষ পর্যন্ত যাওয়াটার বড় লক্ষ্যের কথা জানিয়ে এনরিকে বলেন, ''এই মরসুমে আমাদের যেসব লক্ষ্য, ফ্রেঞ্চ কাপ তার একটা। আমরা এর গুরুত্ব জানি।''

## 'দরকারের চেয়ে বেশি ভুগল' বার্সেলোনা

**বার্সেলোনা, ৮ জানুয়ারিঃ** ক্লাবটির বয়স ৮৯ বছর। এত দীর্ঘ পথচলায় স্প্যানিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরেও উঠতে পারেনি কোনোবার। সর্বশেষ দুই মরসুমেও খেলেছে পঞ্চম স্তরে। এবার চতুর্থ স্তরে উঠে আসা সেই বারবাস্ত্রোর সঙ্গে জিততে রীতিমতো ঘাম ঝরেছে বার্সেলোনার। কোপা দেল রের শেষ ৩২-এর ম্যাচটিতে রবার্ট লেভানডফস্কি, রাফিনিয়া আর ফারমিন লোপেজদের গোলে বার্সা জিতেছে ৩-২ ব্যবধানে, ম্যাচ শেষে কোচ জাভি হার্নান্দেজ যে ম্যাচের পারফরম্যান্সকে 'দরকারের চেয়ে বেশি ভুগেছি' বলে মন্তব্য করেছেন। কোপা দেল রে'তে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিচের দলগুলোকে পাওয়া নতুন কিছু নয়। আর এ ধরনের ম্যাচে বড় দলগুলোর পা হড়কানোর চিত্রও দেখা গেছে অনেকবার। লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ দলের চেয়ে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা বার্সেলোনারও হয়তো সেই শঙ্কা কিছুটা হলেও ছিল। বারবাস্ত্রো চতুর্থ স্তরের দল হলেও কোপা দেল রের সর্বশেষ ম্যাচে লা লিগার দল আলমেরিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে। আর বার্সেলোনার সামনে তো তারা নিজেদের ইতিহাসের সেরা ম্যাচটিই খেলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। সেটি তারা খেলেছেও। যদিও বার্সেলোনা ম্যাচে কখনো পিছিয়ে পড়েনি। ১৮ মিনিটে রাফিনিয়ার কাছ থেকে পাওয়া বল সহজেই জালে জড়িয়ে বার্সাকে এগিয়ে দেন লোপেজ। ৪২ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সও বল জালে পাঠান, তবে পরে অফসাইডে সেটি বাতিল হয়ে যায়। বার্সেলোনা বিরতিতে যায় ১ গোলে এগিয়ে থেকেই। দ্বিতীয়ার্ধে নামার পর ৫১ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করে দেন রাফিনিয়া। তবে ৬০ মিনিটে কর্নার আক্রমণ থেকে বারবাস্ত্রোকে গোল এনে দেন আদ্রিয়া দি মেসা। স্কোরলাইন পরিণত হয় ২-১। গোলে উজ্জীবিত বারবাস্ত্রো বার্সেলোনার ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও শুরু করে। যদিও ৭২ মিনিটে ফেলিক্সের বদলি হিসেবে নামা লেভানডফস্কি ৮৯ মিনিটে তৃতীয় গোল এনে দেন বার্সাকে। তবে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে পেনাল্টির সুযোগ কাজে লাগিয়ে বারবাস্ত্রোর ব্যবধান কমান প্রাত সোরেনো। পরের তিন মিনিট জাল অক্ষত রাখে বার্সেলোনা মাঠ ছাড়ে স্বল্প ব্যবধানের জয় নিয়ে। ম্যাচ শেষে দলের খেলায় অসন্তুষ্টিই ঝরেছে বার্সা কোচের কণ্ঠে। দ্বিতীয়ার্ধের প্রসঙ্গ তুলে জাভি বলেন, ''আমরা দরকারের চেয়ে বেশি ভুগেছি। আর সেটা আমাদেরই ভুলের কারণে। ওদের কর্নার দিয়ে ম্যাচটা আমরা জটিল করে তুলেছি, যে কর্নারের পর ব্যবধান ১-২ হয়ে গেছে এবং ওরা দাপটও দেখাতে শুরু করে। অবশ্য ওদের জন্য এক জীবনেরই ম্যাচ ছিল।'' বার্সেলোনা দ্বিতীয়বার গোল হজম করে পেনাল্টি থেকে। এ নিয়ে জাভির ভাষ্য, ''১-২ হওয়ার আগেপর্যন্ত আমরা ভালো খেলছিলাম। দ্বিতীয়বার ভুগলাম পেনাল্টির কারণে। আমরা তাদের এমন সুযোগ করে দিয়েছি, যেটি হওয়ার কথা ছিল না।''

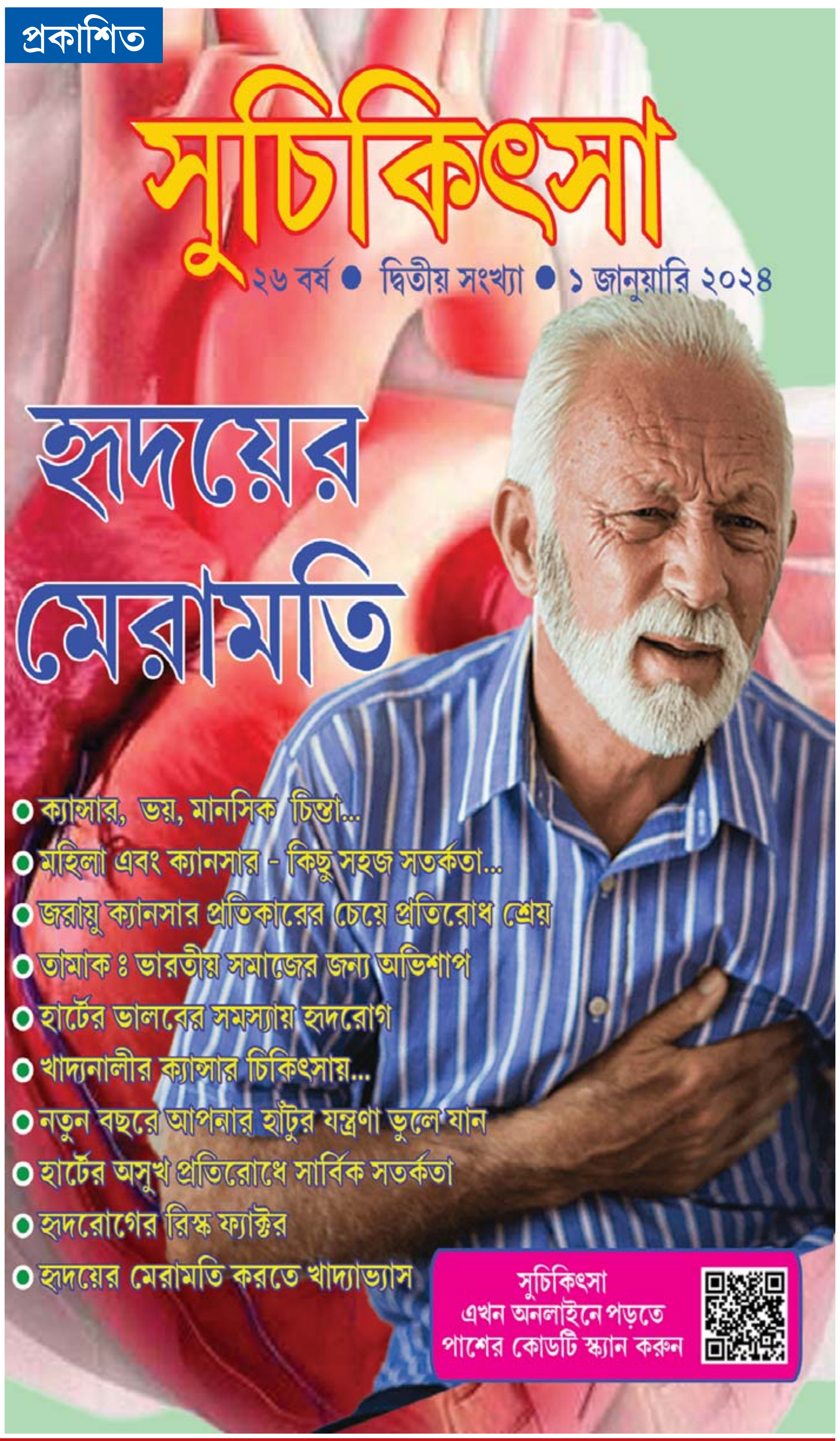



দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com